মহিমাদেবী।



BLISHED - BY

·Kamalini·
Sahitya-Mandir
114 Ahireetola Stre
CALCUTTA.

G.B.Dutt & S.C.Paul,


G. B. DUTTA.


S. C. PAUL.

Title Printed by—
Lakshmibilas Press.
14, Juggarnath Dutta Lane, Calcutta.

(উপন্যাস-সিরিজের তৃতীয় [illegible]

মহিমা-দেবী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

প্রকাশ্য স্থান—
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকা

উপন্যাস-সিরিজ।

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া উপন্যাস নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

আমাদের ১৲ এক টাকা সংস্করণ উপন্যাস-সিরিজে—

কি কি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে,—দেখিয়া কিনুন।

১। **পাষাণী**—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
২। **বাসন্তী**—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম্-এ।
৩। **চোরাবালি**—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
৪। **মহিমা-দেবী**—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।
৫। **দরদী**—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
৬। **শেষরক্ষা**—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ।
৭। **দীপালি**—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
৮। **বিচিত্রা**—সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী।
৯। **রাঙাবর**—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু।
১০। **গোধূলি**—শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
১১। **সুদের সুদ**—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
১২। **জন্ম-এয়োস্ত্রী**—শ্রীশরৎচন্দ্র পাল (পরিচালক)।
১৩। **উচ্ছৃঙ্খল**—উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী নিরুপমা দেবী।
১৪। **প্রতিষ্ঠা**—শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।
১৫। **ঘৃণাহতা**—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া (সরস্বতী)।
১৬। **কালোমেয়ে**—পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১৭। **চরকার উৎসব**—শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।
১৮। **মণিবেগম**—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১৯। **রাজপুতের মেয়ে**—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যেকখানিই ১৲ এক টাকা, মাশুল ৵৹ আনা।

নিয়মিত গ্রাহকগণের জন্য সডাক ১৵৹।

যৌতুক দিবার জন্য ১, দামের এই বইখানি-ই খুব সরেশ !!

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল প্রণীত

জন্ম-এয়োস্ত্রী।

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

'জন্ম-এয়োস্ত্রী' হাতে দিয়া নব-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

'জন্ম-এয়োস্ত্রী' হাতে পাইয়াই বধূমাতারা উপহারদাতাকে নমস্কার করিবেন। বান্ধবীদের সহিত গল্প করিবার সময়—"বিয়ের সময় একখানা বই পেয়েছি, সে'খানার নাম—"জন্ম-এয়োস্ত্রী"—এ কথাটাও উত্থাপন করিতে পারেন!

"বই ত বই, জগৎ-সংসারে এমন অনেক বই-ই পয়সা দিলে মেলে" —'জন্ম-এয়োস্ত্রী' সম্বন্ধে যাঁহারা এ কথা বলিবেন; তৎক্ষণাৎ জন্ম-এয়োস্ত্রীর যে কোন দু'একটী পরিচ্ছেদ পড়িয়া শুনাইবেন, অদৃষ্টপূর্ব্ব সমালোচক মহাশয়কে সলজ্জহাস্যে বলিতেই হইবে— "তা, তা, আগে ত জানতুম না, তা দেখ! বইখানা কোথায় পাওয়া যায় হা—?"

অপ্রস্তত না হইয়া তখনি ঠিকানা বলিয়া দিবেন,

উপহার পৃষ্ঠা।

আমার

....

....

শ্রী...র

....স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

প্রদত্ত হইল।

শ্রী...

তাং...

আবার নূতন সংযোজনা !

বিশ্ব-সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর অনুবাদক—'রহস্য-লহরী'সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়

মহাশয়, আমাদের উপন্যাস সিরিজের জন্য কলম ধরিলেন।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী।

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।

,, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।

,, দীনেন্দ্রকুমার রায়।

,, কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম-এ।

,, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।

,, নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।

,, হেমেন্দ্রকুমার রায়।

,, বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।

,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

,, ব্রজমোহন দাস।

,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু।

,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

,, শরৎচন্দ্র পাল, পরিচালক।

প্রতি মাসেই সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক লেখিকা-বৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—পূর্ব্বের মতই আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল। } স্বত্বাধিকারী—
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।

নমো নারায়ণায়।

উৎসর্গ।

আমার পুণ্যব্রতা, তপস্বিনী, মাতৃদেবীর

অতুলনীয় মমতা সুন্দর-হৃদয়ের

অসীম স্নেহ-মাধুর্য্যের

চরণে

এই

ভক্তিভরা প্রণতি-অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া,—

বাংলার

ভাই, বোন, পুত্র, কন্যাদের পবিত্র কর-কমলে

আন্তরিক প্রীতিসহ সসম্মানে

অর্পণ করিলাম।

জাগাও বুদ্ধি, ঋদ্ধি-সাধনে,—শিখাও স্বার্থ জয়।
বুঝাও রমণী "বিশ্ব-জননী" বিলাস ভামিনী নয়!
নীচতায় তার নাহি অধিকার, উন্নত তার ধর্ম্ম—
কল্যাণ পথে শুভ সাধনাতে রমণী বিশ্বে রম্য।

* * * * * * *

ভোগেতে রমণী সৃজন-রূপিণী যোগেতে সাধনা বল
আত্মার পাশে হও আত্মীয়া—মঙ্গল সমুজ্জ্বল!

বিনীতা—**লেখিকা।**

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী দত্ত

ও

শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র পাল

স্নেহাস্পদেষু—

অত্যন্ত আনন্দ প্রীতির সহিত আপনাদের শুভ উদ্যমকে মঙ্গল সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া, ভগবৎপদে কল্যাণাশীষ ভিক্ষা করিতেছি। মাতৃ-হৃদয়ের একান্ত স্নেহপূর্ণ ধন্যবাদ ও মঙ্গল কামনা গ্রহণ করুন। শ্রীভগবান্ আপনাদের শুভ উদ্যম জয়শ্রী-ভূষিত করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ইতি—

৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৬।
বর্দ্ধমান।

একান্ত মঙ্গলপ্রার্থিনী "মা"
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।



······শিবানী চাতালের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া স্বামীর অপেক্ষা

মহিমা-দেবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বের—স্মরণাতীত কালের—বিচিত্র চরিত্র কাহিনী! আজ আমাদের কাছে যাহা স্বপ্ন মাত্রে পরিণত,—একদিন বাস্তব-জগতে তাহা অতি সহজ ভাবেই সংঘটিত হইত।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দ, সম্রাট জালালুদ্দীন তখন দিল্লীর সিংহাসনে। সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুদ্ধর্ষ-প্রতাপ আলাউদ্দীন খিল্‌জী তখন সকলের অজ্ঞাতে,—গোপনে নর্ম্মদা পার হইয়া দক্ষিণাপথে ঢুকিয়া অকস্মাৎ মহারাষ্ট্র রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করিয়া, অসজ্জিত অবস্থায় শান্তিপ্রিয় নিরীহ রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছেন। অপর্য্যাপ্ত ধনরত্নলাভে সন্তুষ্ট আলাউদ্দীন, দেবগিরির বিস্তৃত-প্রান্তরে তখন স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া সসৈন্যে রণশ্রান্তি দূর করিতেছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শিবিরের চারিদিকে আলো

জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সৈন্যমহলে ও সেনাপতিমহলে, নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে। দাবা-বড়ি, তাস-পাশা হইতে—সুরা এবং সুন্দরী নর্ত্তকী ও গায়িকাদের সুর-ধ্বনি পর্য্যন্ত কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। কোলাহল-কলরবে চারিদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়িয়াছে। ভক্ত পরিষদবৃন্দ লইয়া প্রধান সেনাপতি আলাউদ্দীন সাহেব দরবার সাজাইয়া বসিয়া সুরা ও সুরের আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সৈন্য-কটকের কোলাহল সীমার বহির্দ্দেশে—সকল শিবির হইতে একটু দূরে—একটি স্বতন্ত্র শিবির স্থাপিত। জনকতক লৌহবর্ম্মাবৃত খোরশান প্রহরী নিঃশব্দে প্রহরা দিতেছে। শিবিরাভ্যন্তর অনাবশ্যক বিলাসবৈভবের আড়ম্বর শূন্য,—অথচ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র যাহা আছে, সেগুলি সমস্তই মূল্যবান এবং যথাযথভাবে সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত। রেশমী-পর্দ্দা মোড়া শয্যাগৃহ, ও শয্যাগৃহের অন্যপাশে একটি ছোটখাট পুস্তকাগার। কতকগুলা ছোট-ছোট পুস্তকাধারে নানাবিধ হস্তলিখিত মানচিত্র এবং বহুবিধ পুঁথী ও পুস্তক শোভা পাইতেছে। মাঝখানে উজ্জ্বল দীপাধারের সামনে, উৎকৃষ্ট পারস্য-দেশীয়-গালিচার উপর বসিয়া একজন সুশ্রী সুন্দরাকৃতি যুবাপুরুষ সামনে পুস্তক খুলিয়া একান্ত মনোযোগে নিঃশব্দে পড়িতেছেন। আশে-পাশে আরও খানকতক বই, লিখিবার খাতা, দোয়াত, কলম ইত্যাদি রহিয়াছে—একপাশে একখানা খোলা দামাস্কাস্ ছোরা!

যুবকের বয়স সাতাশ আটাশ বৎসরের বেশী নয়, আকৃতি প্রশস্ত, দীর্ঘ,—মুখমণ্ডল বিষন্ন, গম্ভীর। তাঁহার পরিহিত পরিচ্ছদ

সম্ভ্রান্ততার পরিচায়ক। যুবক, সম্রাট জালালুদ্দীনের অন্যতম ভাগিনেয়—খোরশানের নবাব মহবুব খাঁ।

কিছুক্ষণ পরে সুদৃশ্য পরিচ্ছদধারী একজন ভৃত্য বাহির হইতে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। মহবুব খাঁ শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "কি খবর রজ্জব ?"

রজ্জব নিম্নস্বরে বলিল, "মুলতানের রাজাসাহেব দর্শনপ্রার্থী, জনাব !"

অসহিষ্ণুকণ্ঠে মহবুব খাঁ বলিলেন, "আবার মুলতানের রাজা-সাহেব !—" কিন্তু পরক্ষণেই কি যেন ভাবিয়া আত্মদমন করিয়া লইলেন, সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "যাও সসম্মানে নিয়ে এস।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। মহবুব খাঁ ভ্রুকুটিবদ্ধললাটে নিজমনেই বিরক্তস্বরে বলিলেন, "অন্তর্বিপ্লবের আগুনেই সব রাজ্য রসাতলে যায়, বহিঃশত্রুরা উপলক্ষ্য মাত্র! কেবল ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, কেবল ভ্রাতৃবিদ্বেষ! চারিদিকেই দেখ্‌ছি, ভাইয়ের জন্য ভাই,—মর্ম্মান্তিক হিংসাপুষ্ট আক্রোশের উপঢৌকন সাজাচ্ছেন! ভাইয়ে-ভাইয়ে তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে এ কি সাংঘাতিক বিদ্বেষ!—এ কি অশোভন ব্যাপার, ধিক্! খোদার করুণার রাজ্যে ভাইয়ের জন্যে ভাইয়ের বুকে কি ঈর্ষ্যা ছাড়া আর কোন বস্তুই নাই? কি পরিতাপ!"—মহবুব খাঁ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই নিষ্ঠুর কলরবপূর্ণ জগতে শান্তচিত্তে বিশ্রামের জন্য কোথাও এতটুকু নিভৃত নির্জ্জনতা তিনি পাইতেছেন না! চারিদিকেই দেখিতেছেন,—অণুর সহিত পরমাণুর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—হৃদয়ে-হৃদয়ে হিংসার সমরাভিযান,—মানবে-মানবে মহাসংঘর্ষ! স্বার্থের বাতাস

চতুর্দ্দিকেই অশান্তির গরলাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, বিশ্বের সমস্ত স্নিগ্ধতা দারুণ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে,—চারিদিকের মনুষ্যপ্রাণের সমস্ত প্রাণবত্তা,—ক্ষোভের অন্ধকারে বিদীর্ণ-বক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে! অধীর কণ্ঠে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, "কি আক্ষেপ!—কি আক্ষেপ!"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শিবির দ্বারে লৌহ-অনুপদীনার শব্দ হইল, মহবুব খাঁ সবলে আত্মসংযম করিয়া শান্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। দর্শনার্থী রাজাসাহেব এবং নবাবের কনিষ্ঠ সহোদর ইস্‌মাইল খাঁ ভিতরে ঢুকিলেন। উভয় পক্ষে যথারীতি অভিবাদন হইল।

রাজাসাহেব তদানীন্তন মুলতান মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র। কোন গুরুতর অপরাধে স্বদেশ তাড়িত হইয়া কিছুদিন হইতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সম্প্রতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়া দেবগিরি-বিজেতা আলাউদ্দীন খিল্‌জীর অন্যতম সহযোগী নবাব মহবুব খাঁর সাহায্য প্রার্থী।

রাজাসাহেবের নাম ভূপসিংহ। বয়স চব্বিশ পঁচিশ, আকৃতি অভিজাত বংশযোগ্য,—কিন্তু মুখশ্রীতে সঙ্কীর্ণচিত্ততা, একজ্ঞায়িতা ও রুক্ষ-ঔদ্ধত্যের কঠোর ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিতেছে। দৃষ্টি প্রতিহিংসায় শাণিত,—অতি ক্রূর!

ইস্‌মাইল খাঁ কুড়ি বাইশ বছরের তরুণ যুবা। চেহারায় অগ্রজের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল বিষয়েই বোঝে কম, বকে বেশী। মন অত্যন্ত সরল এবং নিতান্ত লঘু,—একদিকে যেমন প্রমোদ-বিলাসী, কর্ত্তব্যে অমনোযোগী ঢিলা স্বভাবের মানুষ,—অন্যদিকে তেমনই অসার, আত্মশ্লাঘায়

অন্ধ-দাম্ভিক। যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই এবং সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভের কষ্ট সহিতেও যথেষ্ট পরিমাণে অনিচ্ছুক,—কিন্তু দশের মাঝে স্বনামধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম, কাজেই দেবগিরি অভিযানের নেতা মাতুল-পুত্রের সহকারী-ধনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া, বীরত্ব-খ্যাতি অর্জ্জনের আশায় নর্ম্মদা পার হইয়া দক্ষিণাপথে বেড়াইতে আসিয়াছে। চতুর আলাউদ্দীন খিল্জী তাহার অযোগ্যতা, বুঝিয়াও বোঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না, অগাধ-বিশ্বাসে তাহার হাতে সব ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। সাধারণে বোঝে না,—ইস্মাইল খাঁকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপলক্ষ্যরূপে মাঝখানে রাখিয়া, কূট-বুদ্ধি-চাতুর্য্যে বিচক্ষণ আলাউদ্দীন সাহেব আসল লক্ষ্য রাখিয়াছেন কাহার উপর!

সসৌজন্যে রাজাসাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া, ভ্রাতার দিকে বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি হানিয়া নবাব মহবুব খাঁ বলিলেন, "এ কি ইস্মাইল, তুমিও এসেছ যে!"

ইস্মাইল অন্তরালে উদারভাবে,—অসঙ্কোচে ভ্রাতার বিরুদ্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে যথেষ্ট সুপটু,—কিন্তু ভ্রাতার সহিত সাম্না-সাম্নি দাঁড়াইয়া চোখোচোখি করিতে হইলেই, কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবশ্য এ সঙ্কোচের কারণ কি,—তাহা সে বহুবার, বহু যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়া খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন সদর্থ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ভ্রাতাও যেমন মানুষ, সেও তেমনই মানুষ,—একমাত্র বয়সে বছর কয়েকের বড় হওয়া ছাড়া ভ্রাতার আর কোন বিশেষ সদ্গুণ নাই,—সেটা সে ঠিক জানে,—কিন্তু কেন বলা শক্ত, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও

ভাইয়ের সাম্‌নে অকুণ্ঠিত-স্পর্দ্ধা-সূচক—অভ্যস্ত ব্যবহার চালাইতে ইস্‌মাইল যথেষ্ট কুণ্ঠা বোধ করিত।

ভ্রাতার বিস্ময়দৃষ্টি ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে, ইস্‌মাইল মাত্রাতিরিক্ত বিচলিত হইয়া, চোখ নামাইয়া মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিল। কোন সদুত্তর দিতে পারিল না,—তাহার বিপন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া ভূপসিংহ বাহাদুরও মুহূর্ত্তের জন্য একটু থতমত খাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ নবাব সাহেব, আপনার মহানুভব সহোদর অনুগ্রহ ক'রে আমার সহায়তায় প্রতিশ্রুত হয়েছেন, এখন আপনার কাছে আমি কৃপাপ্রার্থী।"

মহবুব খাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। সে কথার উত্তর না দিয়া সসৌজন্যে ভূপসিংহকে বসাইলেন, ভ্রাতাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও বসিলেন। ইস্‌মাইল সঙ্কুচিতভাবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া দামাস্কাস্ ছোরাখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সংক্ষেপে সময়োচিত স্বাগত প্রশ্নাদি চলিল। তারপর ভূপসিংহ,—ক্রুরদৃষ্টির উপর অনুনয়ের আবরণ টানিয়া,—পরম বিনীতভাবে বলিলেন, "নবাব সাহেব, আপনার এই কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমিও আপনার স্নেহপ্রার্থী, অসহায় ভাই,—আমায় কৃপায় বঞ্চিত ক'রবেন না।"

নবাব ধীরস্বরে বলিলেন, "না রাজাসাহেব, মার্জ্জনা করুন। নিজের ভাইয়ের মাথার উপর অন্যায় বিদ্বেষের খড়্গ উত্তোলনে সহায়তা ক'র্‌বার জন্যে, পরের কাছে কপট ভ্রাতৃস্নেহ ভিক্ষা করা, আপনার মত মহৎবংশজাত ব্যক্তির শোভা পায় না। ভ্রাতৃদ্রোহিকে ভাই ব'লে হৃদয়ে গ্রহণ ক'রবার দুঃসাহস জগতে সকলের নাই,

অকপটে স্বীকার কর্‌ছি, অসৌজন্যতা মার্জ্জনা করুন মহাশয়—, দুর্ব্বলচেতা মানুষ আমি, আমারও সে সাহস নাই—"

উৎকণ্ঠিত নয়নে চাহিয়া ভূপসিংহ বলিলেন, "অর্থাৎ আমার সহায়তায় আপনি অনিচ্ছুক !—"

নবাব অধিকতর শান্তভাবে বলিলেন, "না, প্রাণপণ সহায়তায় প্রস্তুত,—কিন্তু ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের নিষ্ঠুর অনলে উত্তেজনার ইন্ধন সংযোগ ক'রে ধর্ম্মের কাছে পতিত হ'তে অনিচ্ছুক। ভাই, ভাইয়ের বিরুদ্ধে শত্রুতায় উদ্যত হ'লে—"

বাধা দিয়া ভূপসিংহ উষ্ণভাবে বলিলেন, "এ শত্রুতা ন্যায়সঙ্গত শত্রুতা মহাশয় !—আমি সেদিন আপনাকে বলেছি, আজও বল্‌ছি, আমি জ্ঞাতি ভ্রাতাদের দ্বারা নিদারুণরূপে অপমানিত, নির্ম্মমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আপনি নিজে যদি আপনার ভাইয়ের কাছে সে রকম ব্যবহার পেতেন তা' হ'লে আপনিও—ভাইকে ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌তেন না।"

নতশিরে উপবিষ্ট ইস্‌মাইলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নবাব সনিশ্বাসে বলিলেন, "আল্লা জানেন, রাজাসাহেব, কিন্তু বোধ হয়—পিতার ঔরসজাত সন্তানের কাছে ক্ষমার অযোগ্য বিষয় জগতে কিছুই নাই।"

ভূপসিংহ ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু পূর্ণেন্দু-সিংহ, শুভ্রেন্দুসিংহ আমার নিজের সহোদর নয়—খুল্লতাত পুত্র।"

নবাব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তবু তাঁরা আপনারই মত, আপনার পিতৃপিতামহের গৌরবশালী বংশের গৌরবান্বিত বংশধর ! তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসার অভিযান,—সে যে আপনারই পিতৃপুরুষগণের—

পূজনীয় পরলোকগত আত্মীয়গণের মর্ম্মবিদারক অপমান, রাজা-সাহেব! স্বহস্তে আত্মদ্রোহিতা!—হিংসার কুহকে অন্ধ হ'য়ে আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রবেন না রাজাসাহেব; এত আয়োজন, এত উদ্যম, এত পরিশ্রম,—তাঁদের অমঙ্গলের জন্য ব্যয় না করে যদি মঙ্গল উদ্দেশ্যে ব্যয় ক'রতেন, তা হ'লে জগতে একটা আদর্শ-কীর্ত্তি স্থাপন ক'রতে পার্‌তেন।"

বেশ একটু অশোভন-ঔদ্ধত্যের সহিত ভূপসিংহ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "আপনি জানেন না মহাশয়, সে রকম খল-স্বভাব ভাইদের কাছে দীনতা স্বীকার কত বড় জঘন্য কাজ! শঠতায় তাদের অন্তঃকরণ পূর্ণ,—সে রকম গর্ব্বিত পশুদের চোখরাঙানী সহ্য করার চেয়ে, মহা শত্রুর পদাঘাতও আমার শ্রেয়স্কর!"

নবাব হাসিলেন। ভূপসিংহ সে হাসির অর্থ বুঝিলেন না, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "শুধু আমার শত্রু? তা'রা মুলতান-রাজকুলের কুলাঙ্গার! দেশের সমস্ত প্রজাকে রাজবিদ্রোহে মাতিয়ে দিয়ে রাজাকে ধ্বংস ক'রবার চেষ্টায় ছিল, আমাদের জন্যে সে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হ'ল—"

মহবুব খাঁ স্থিরদৃষ্টিতে ভূপসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "নিষ্ফল! সে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়েছে?"

প্রশ্নটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু ভূপসিংহ অস্বাভাবিক মাত্রায় চমকিয়া—থতমত খাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "আমার কথা ব'ল্‌ছেন? হাঁ, আমি বর্ত্তমানে সেই পথ অবলম্বন করেছি। মুলতানরাজ আমাকে বিনাপরাধে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন, আমি কেন প্রতিহিংসার সুযোগ ছাড়্‌ব?—"

নবাব ধীরস্বরে বলিলেন, "আমি শুদ্ধেন্দুসিংহ বা পূর্ণেন্দুসিংহের আকৃতি কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে তাঁদের প্রকৃতির যা পরিচয় পেয়েছি, তা, আমার পক্ষে যথেষ্ট। শুনেছি জ্ঞাতি শত্রুদের চক্রান্তে মিথ্যা রাজদ্রোহিতা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁরাও নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করেছেন, কিন্তু স্বজাতিদ্রোহিতার আশায়—প্রতিহিংসা সাধনের জন্য—তাঁরা কারুর দ্বারস্থ হন নি—"

ভূপসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কিন্তু নরাধম পূর্ণেন্দু নিজেদের বংশগৌরবে পদাঘাত করে,—এই দেবগিরির মহারাষ্ট্র রাজার দাসত্ব স্বীকার করেছে! এ কি কম অপমান?"

নবাব বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে সেরূপ দাসত্ব স্বীকার, ক্ষমার্হ বলেই মনে হয়।—কিন্তু থাক্ রাজাসাহেব, আপনাদের এসব ব্যাপারে আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা অনুচিত, এখন আমার কাছে আর কি সাহায্য চান?—"

ভূপসিংহ বলিলেন, "পূর্ণেন্দুসিংহ আমার মহা শত্রু,—কনিষ্ঠ শুদ্ধেন্দুসিংহ—ততোধিক! আমি যশল্মীর রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেম, কিন্তু পাপিষ্ঠ শুদ্ধেন্দু আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করে স্বয়ং সে কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, আমার এ অপমানের প্রতিকার চাই।—"

মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে নবাব বলিলেন, "কি প্রতিকার চান?—"

ভূপসিংহ সদর্পে বলিলেন, "শুদ্ধেন্দুর ছিন্নমুণ্ড! পূর্ণেন্দুসিংহ প্রভুরাজ্য অরক্ষিত রেখে, ভ্রাতার বিবাহোৎসবে আনন্দভোগ

ক'র্‌তে যশল্মীর গেছে, আমিও আলাউদ্দিন সাহেবকে চুপিসাড়ে ডেকে এনে দেবগিরির পথ দেখিয়ে দিয়েছি। আমি যদি এ সুযোগের সন্ধান না দিতাম, তা হ'লে আপনারা এত সহজে দেবগিরি জয় কর্‌তে সমর্থ হ'তেন কি?"

মহবুব খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ! সম্রাট জালালুদ্দীনের সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিক থেকে আপনার এ উপকারের জন্য সসম্মানে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি,—কিন্তু—"

বাধা দিয়া ভূপসিংহ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের স্বার্থের জন্য আমি হিন্দু হয়ে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করেছি, এখন আমার স্বার্থ অনর্থে আপনারা উদাসীন হয়েথাক্‌বেন? আলাউদ্দীন সাহেব সাফ্ জবাব ঝেড়ে দিয়েছেন, তাচ্ছল্য-ভরে উপদেশ দিলেন,—'নবাব মহবুব খাঁকে বল গে, তোমার সম্বন্ধে যা, তিনি ভাল বোঝেন, সেই ব্যবস্থা কর্‌বেন,—এখন আপনি কি বলেন?"

মহবুব খাঁ ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রাজাসাহেব, আমরা জাতিগত বলাবল পরীক্ষার জন্য এদেশে এসেছি, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব কলহে সংশ্লিষ্ট হয়ে সময় নষ্ট কর্‌বার জন্য নয়।"

ভূপসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'ল?"

নবাব বলিলেন, "বালকোচিত চপলতা বশে এরূপ হঠকারিতা প্রকাশ আপনার পক্ষেও অশোভন, আমাদের পক্ষেও নিন্দনীয়। ক্ষমা কর্‌বেন।"

অপ্রসন্ন মুখে বিদায় অভিবাদন করিয়া ভূপসিংহ বাহিরে চলিয়া গেলেন। নবাব ডাকিলেন, "ইস্‌মাইল?"

ইস্‌মাইল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবাব নিকটে আসিয়া দুই হাতে ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া অতি ধীরে স্নেহময় স্বরে বলিলেন,"সাবধান ভাই,—ভাই হ'য়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে শত্রুতাচরণে উত্তেজিত ক'রো না, তার পরিণাম অন্যের পক্ষেও অনিষ্টকর, তোমার নিজ-হৃদয়ের পক্ষেও মহা-শোচনীয়। আমার এ কথা স্মরণ রেখো। যাও বিশ্রাম করগে।—"

নত শিরে শুষ্ক-মুখে অভিবাদন করিয়া ইস্‌মাইল ত্রাস্তে বিদায় লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইস্‌মাইল তাঁবুর বাহিরে আসিয়া চারিদিকে সতর্কদৃষ্টিতে চাহিল, ভূপসিংহকে দেখিতে পাইল না। মনে মনে পরম স্বস্তি পাইয়া,— কি যেন একটা মহৎ দুর্ভাবনার হাতে পরিত্রাণ লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহা উৎসাহে নিজের তাঁবুর দিকে চলিল।

সৈন্যাধ্যক্ষদের শিবিরের কাছে তাহার তাঁবু। তাঁবুর সাম্‌নে আসিয়া ইস্‌মাইল থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল—সাম্‌নেই ভূপসিংহ। একটা অজ্ঞাত-আশঙ্কায় ইস্‌মাইলের বুক কাঁপিয়া উঠিল, মুখে কথা বাহির হইল না। ভূপসিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন. "ছোট নবাব বাহাদুর,—আপনার ভাই ত, আমার এ কূল ও কূল সব মাটী করলেন। একটা কাজের কথা কইলেন না,—কইতে দিলেন না,—শুধু গোলমাল ক'রে নিরেট আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিয়ে বাক্‌চাতুরী করে হাঁকিয়ে দিলেন! আপনার জাত ভাইরা দেখ্‌ছি, কৃতজ্ঞতার মান রাখেন খুব!—" ভূপসিংহের স্বর, শ্লেষে পূর্ণ!

ইস্‌মাইলের প্রকৃতিটা সরল এবং চপল হইলেও মস্তিষ্কটা কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবাপন্ন! জাত ভাইদের আচার আচরণ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানবুদ্ধি কোনদিনই খুব বেশীমাত্রায় সচেতন ছিল না,—এবং জ্ঞান বুদ্ধি উন্মেষ হওয়া পর্য্যন্ত নিজেকে লইয়া অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকার

জন্য, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু খোঁজ খবর রাখিবার অবকাশও বেচারা পায় নাই, সুতরাং জাত ভাইদের অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধে এই দুঃসহ শ্লেষাত্মক অভিযোগ শুনিবামাত্র একমুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহে রুখিয়া উঠিল এবং মগজ্‌টাও যথেষ্ট পরিমাণে তাতিয়া গেল! ক্ষণমধ্যে নিজেকে একজন কঠিন বিচারক ও কঠোরতম শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্টিত অনুভব করিয়া,—দম্ভভরে গোঁফে তা দিয়া অম্লানবদনে বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "সে কি আর আমার জান্‌তে বাকী আছে, রাজাসাহেব?"—কথাটার মোট অর্থ—যেন, সে একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়দর্শী—সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ অসাধারণ মানুষ! স্বজাতির সকলের প্রকৃতিই তাহার কাছে অত্যন্ত সুবিদিত!

রাজাসাহেব মুগ্ধ-বিগলিতচিত্তে বলিলেন, "আহা ছোট নবাব সাহেব,—তাই ত বলি, যে খিল্‌জী সাহেবের এই আট হাজার সৈন্য সামন্তের মধ্যে,—প্রাণ-খোলা অমায়িক মানুষ দেখ্‌লুম এক—ছোট নবাব বাহাদুর! আমি বড় বংশের ছেলে, ঢের-ঢের বড়দলের লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু এমন মনে-মুখে-এক—যথার্থ বাদশাই মেজাজের মানুষ, একমাত্র ছোট নবাব সাহেব ছাড়া আর কাউকে দেখ্‌লুম্‌ না…………।" রাজাসাহেব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিপুল পরিশ্রমে একটানা সুরে বিস্তর তোষামোদের স্তব গান শুনাইয়া ইস্‌মাইলের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ভীষণতম উত্তপ্ত করিয়া—মনটা গলাইয়া একেবারে জলবৎ-তরল অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলিলেন! তাঁহার আরও কথা চলিত—কিন্তু আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে আসিয়া দেখা দিল, রাজাসাহেব বাধ্য হইয়া থামিলেন।

সে ব্যক্তি একজন ছোটদরের সেনানায়ক। কিন্তু সৈন্য পরিচালনায় তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু বড় একটা না থাকিলেও বিদূষক-জনোচিত কথাবার্ত্তার গুণে ছোট বড় সকল দলেই তাহার বেশ একটা সুনাম ছিল। লোকটা অবাধ গতিতে অসঙ্কোচে সকল দলে যাতায়াত করিত, এবং তোষামোদ বা অনাবশ্যক বাচালতা প্রকাশ না করিয়াও বেশ আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত সকলের সন্তোষ অর্জ্জন করিত। স্বয়ং আলাউদ্দীন সাহেবও তাহাকে পছন্দ করিতেন।

লোকটিকে দেখিবামাত্র ইস্‌মাইলের আমোদ-প্রিয়-প্রাণ তরল স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাসে বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাজাসাহেবের সঙ্গে তখন বড়ই বিষম-উঁচু সুরের কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে,—হঠাৎ তার মাঝে 'খেলো স্বভাবের' পরিচয় প্রকাশ করা বড়ই অশোভন! দায়ে পড়িয়া সংযত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে অর্দ্ধ কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, "কে নুরুদ্দীন যে,—চলেছ কোথা?"

সংক্ষিপ্ত অভিবাদনের সহিত নুরুদ্দীন উদাস ভাবে উত্তর দিল, "এই, আপনাদের পাঁচ জনের খোঁজ-খবর নিতে। মেজাজ সরিফ্‌ত?"

কেন বলা শক্ত,—কিন্তু নুরুদ্দীনের সেই সহজ কণ্ঠস্বরের সংক্ষিপ্ত উত্তরে হঠাৎ ইস্‌মাইলের মনের উঁচুস্বর কয়েক পরদা নীচে নামিয়া গেল,—সহসা সোজা চোখে চাহিয়া আগ্রহের স্বরে বলিল, "তাঁবুর ভিতরে এস, রাজাসাহেব আসুন,—ঐখানে বসা যাক্।"

নুরুদ্দীন মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "আপনারা বসুন,—আমি সন্ধ্যার হাওয়ায় এক চক্র ঘুরে আসি—"

ইস্‌মাইল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আরে রও, এক পাত্র সিরাজী টেনে যাও দোস্ত—"

নুরুদ্দীন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবেই ত, মুস্কিল,—তার পর দু কুড়ি গজল-খেমটা গলাধঃকরণের হুকুম দিলেই ত, আজ আমার দফা মাটী ! নর্ত্তকীরাও হাজির হয়েছে—কেমন ?"

ইস্‌মাইল হাসিয়া বলিল,"আরে না, না, না,—আজ নর্ত্তকীরাও আস্‌বে না, গজল খেমটাও চল্‌বে না। তুমি নির্ভয়ে এসো একটা জরুরী পরামর্শ আছে।—"

ইস্‌মাইলের কথা শেষ হইতে না হইতে ভূপসিংহ কাণের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, চুপি-চুপি কি বলিলেন, ইস্‌মাইলের উচ্ছ্বসিত আগ্রহ সহসা কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া গেল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে—একটু অনিচ্ছুক ভাবে বলিল, "আচ্ছা, না হয় থাক্, তুমি যেখানে যাচ্ছ সেইখানে যাও।—" কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই ভূপসিংহ বাহাদুরকে লইয়া সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

নুরুদ্দীন চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল, নিজ মনেই বলিল, "নাবালকটি সদ্যঃ অধঃপাতে যাবার পথ ধরেছে !—হুঁ !—"তার পর সে সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা মনে স্থান না দিয়া—বেশ স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল মুখে শীস্ দিতে দিতে সে অলস-মন্থর গমনে মহবুব খাঁর তাঁবুর দিকে চলিল।

ইস্‌মাইল তাঁবুতে ঢুকিয়া, রাজাসাহেবের সহিত নিবিষ্ট চিত্তে গোপন-পরামর্শে প্রবৃত্ত হইল। দুজনেই সমান সুবুদ্ধিমন্ত, সুতরাং কেহ কাহার কাছে—কিছুমাত্র দ্বিধার প্রয়োজন দেখিল না; প্রাণ খোলা আনন্দে পরস্পরের প্রাণের কথা পরস্পরের কাছে

নিবেদিত হইল। ইস্‌মাইল শুনিল, "দুনিয়ায় কেহ না জানিলেও রাজাসাহেব তাহার প্রচ্ছন্ন গুণপণা সমস্ত জানিয়া ফেলিয়াছেন!"— অতএব স্থির করিল, শরণাগত রক্ষার জন্য, ভ্রাতাকে অবহেলা করিয়া সে এবার স্বাধীন ভাবে গুণ গৌরব প্রকাশ করিতে অবশ্য বাধ্য! রাজাসাহেব মনে মনে বুঝিলেন, "লোকটা নির্ব্বোধ এবং মাথা পাগ্‌লা হইলেও যখন হাজার সৈনিকের উপর আদেশ দানের ক্ষমতা রাখে, তখন তোষামোদে ভুলাইয়া ইহার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিতে দোষ কিছু নাই।"

স্বার্থপর দাম্ভিক মানুষ যখন অন্ধ-ঈর্ষ্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন সে হিংস্র বন্য পশুর চেয়েও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়!—বংশ-মর্য্যাদা, শিক্ষা, সম্ভ্রম, মনুষ্যত্ব-বোধ, কিছুই তাহাকে সে হীনতার মোহ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এ সব মানুষ স্বার্থবশে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া পরের স্কন্ধে ছুরিকা বসাইতে এত ভালবাসে যে সে ভালবাসার খাতিরে নিঃস্বার্থ ভাবে নিজেদের নিরাপদ স্কন্ধ গুলা মহা বিপদের মুখে বাড়াইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; শ্রীযুত ভূপসিংহ বাহাদুরের অবস্থাও এখন ঠিক তাই!—

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় একজন দূতকে সঙ্গে লইয়া জনৈক খোরশান সেনানায়ক ব্যস্তভাবে আসিয়া শিবির দ্বারে সংবাদ দিল, "বিশেষ প্রয়োজন, সত্বর ভূপসিংহ ও নবাবজাদার সাক্ষাৎ প্রার্থনীয়।"

ইস্‌মাইলের অনুমতিক্রমে তাহারা ভিতরে ঢুকিল। ভূপসিংহ উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি সংবাদ?"

সেনানায়ক বলিল, "দেবগিরির ভূতপূর্ব্ব মহারাজার অন্যতম

সেনাপতি পূর্ণেন্দু সিংহ, ভ্রাতার বিবাহ দিয়ে, বর-কন্যাসহ মহা আড়ম্বরে শোভাযাত্রা ক'রে দেবগিরির দিকে আস্‌ছেন,তাঁদের সঙ্গে যশল্মীরের ভট্টিযোদ্ধা প্রায় শতাধিক-সংখ্যক আছে। তাঁরা জানেন না যে,আমরা দেবগিরি অধিকার ক'রে বসেছি,—নির্ভয়ে,নিশ্চিন্ত-ভাবে তাঁরা অগ্রসর হয়ে আস্‌ছেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ?"

লাফাইয়া উঠিয়া আতঙ্ক-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া ভূপসিংহ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ ! শীঘ্র পথের মাঝেই শত্রু-নিপাতের ব্যবস্থা করুন, নইলে—মহা সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে ! পূর্ণেন্দু সিংহ—উঃ, সাক্ষাৎ সয়তান সে, সে যদি একবার এই দেবগিরির ধ্বংস-স্তূপের উপর এসে দাঁড়ায়, তবে জান্‌বেন মহাশয়,—এই মৃত শ্মশান আবার প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠে উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেবে !—ছোট নবাব সাহেব, 'উঠুন, উঠুন, ব'সে ভাব্‌ছেন কি ?—শীঘ্র সৈন্য-সজ্জার আদেশ দেন, সত্বর তাদের পথ রোধ করুন।"

নিরুৎসাহভাবে ইস্‌মাইল বলিল, "তা না হয় কর্‌লুম্, কিন্তু তার পর ? ভাল, দূত—তাঁরা কত দূরে ?"

"পাঁচ ক্রোশের মধ্যে জনাব।"

"সঙ্গে লোকসংখ্যা কত ?"

"দাস, দাসী, শিবিকা-বাহক, আলোকধারী প্রভৃতি সব শুদ্ধ পাঁচ ছয় শত লোক। তা ছাড়া কয়েকজন পুরস্ত্রীও আছেন।"

ইস্‌মাইল অধোবদনে ভাবিতে লাগিল। সেনানায়ক চিন্তিত-ভাবে বলিল,"তা'হলে নবাব সাহেবকে সংবাদ দিয়ে,তাঁর অনুমতি নিয়ে আসি। এই নিরীহ নিরপরাধ বরযাত্রীদের হঠাৎ শত্রুভাবে আক্রমণ করা উচিত কি না, জিজ্ঞাসা ক'রে—"

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২

ভূপসিংহ ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, পাগলের মত কি বল্‌ছেন মহাশয়? শত্রুকে নিরীহ নিরপরাধ জ্ঞানে উপেক্ষা কর্‌বার কথা কোন্ শাস্ত্রে কবে লিখেছে? নবাব সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট ক'রবার কোন দরকার নাই,—ততক্ষণ সৈন্য-সজ্জা করিয়ে শত্রুদের বাধা দেবার জন্য এগিয়ে যাওয়াই সব চেয়ে সুবুদ্ধির কায—"

সেনানায়ক বিস্মিতভাবে পিছু হটিয়া গিয়া বলিল, "সে কি? নবাব সাহেবের বিনানুমতিতে কায? অসম্ভব!—"

চতুর ভূপসিংহ আসল আপত্তিটা নিশ্চিন্তরূপে চাপিয়া লইয়া সজোরে বলিল, "কেন? অসম্ভবটা কিসে? নবাব সাহেবও যিনি, ছোট নবাব সাহেবও তিনি। দু'জনের মধ্যে তফাৎটা কি আছে?—তিনি হুকুম দিলেও যা, উনি হুকুম দিলেও তাই—"

কথাটা শুনিতে সহজ,—কিন্তু সেনানায়ক বুঝিল,—বড়ই গোলমাল! বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"বান্দা, প্রভুদের আজ্ঞানুবর্ত্তী, আমার কাছে দুজনের আদেশই সমান বলবৎ—"

বাধা দিয়া মহা আগ্রহে ভূপসিংহ বলিলেন, "বেশ, তবে আর কথা কি? যান্, সত্বর সৈন্যসজ্জার আদেশ দেন।"

সেনানায়ক, ইস্‌মাইলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "নবাব সাহেবকে সমস্ত জানিয়ে এসেছেন কি? আলাউদ্দীন খিলজী সাহেব—তাঁর উপরই রাজা সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী কাযে, যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থাভার দিয়েছেন—"

ভূপসিংহ অধীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, সে কথা তাঁকে বহু-বার জানান হয়েছে, সেজন্য আপনার কোন দ্বিধার আবশ্যক

নাই। ছোট নবাব বাহাদুর,—শীঘ্র সৈন্য-সজ্জার আদেশ দেন, আর বিলম্বের সময় নাই, বলুন শীঘ্র—"

ইস্‌মাইল এতক্ষণ কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবে চুপ করিয়া ছিলেন, এবার ভূপসিংহের অধৈর্য্য-কণ্ঠস্বরে, অত্যন্ত বিচলিত হইয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ, সত্বর এক হাজার খোরশান সৈন্যকে প্রস্তুত হ'তে বল।"

আদেশদাতাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া সেনানায়ক বলিল, "দাস আজ্ঞানুবর্ত্তী। কিন্তু নবাব সাহেবের কঠোর আদেশ,—নিরপেক্ষ, নিরস্ত্র,বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার কর্‌লেই, সৈন্যদের প্রাণদণ্ড হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে—"

মদ্যদাতা সাকির হাত হইতে সিরাজির পাত্র টানিয়া লইয়া ইস্‌মাইল এক চুমুকে শেষ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক,—শোণিতে চম্ চম্ করিয়া অগ্নি-স্রোত ছুটিল, সজোরে আছাড় মারিয়া সিরাজির পাত্র চূর্ণ করিয়া, সশব্দে লৌহ-বিনামা ঠুকিয়া,—রুক্ষ গর্জ্জনে বলিল, "বেয়াদব! আমার আদেশ!"

"যো হুকুম জাঁহাপনা!" অভিবাদন করিয়া সেনানায়ক বাহিরে চলিয়া গেল। খামখেয়ালী প্রভুদের যথেচ্ছ প্রভুত্বের কাছে পদস্থ কর্ম্মচারীদেরও পরিত্রাণ নাই,—এবং সেটা না থাকাই অত্রস্থ প্রভু ভৃত্য উভয়পক্ষের নিকট আইন-সঙ্গত ব্যাপার! তবে এ শ্রেণীর নবাবী-আদব-কায়দার একটা চমৎকার বিশেষত্ব আছে,—আজ সন্ধ্যায় যে অধীন, ক্রোধের পদাঘাতে আপ্যায়িত হইল—কাল প্রাতঃকালে সে অকারণে সাদর-সম্ভাষণ ও প্রভুদত্ত পুরস্কার-সম্মানে বিভূষিত হইবে! এই লাভটুকুর আশায় ভৃত্যেরা

অকাতর-চিত্তে সমস্ত লোকসান সহিতে অভ্যস্ত—এমন কি, অনেকে সাগ্রহে ইচ্ছুক হইয়া থাকে।

সেনানায়ক বিদায় হইবামাত্র ইস্‌মাইল হাঁকিল, "আরো সিরাজি—"

মদ্য-বাহক সবিনয়ে বলিল, "নবাব মহবুব খাঁর আদেশে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট মাত্রার বেশী এক চুমুক মদ্যও কাহারও তাঁবুতে সরবরাহ হয় না, আর মদ্য পাইবার উপায় আজ নাই,—তাঁবুতে যাহা ছিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছে।"

ইস্‌মাইলের মস্তিষ্ক ও মনের অবস্থা তখন বদ্‌লাইয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছে,উদ্ধতভাবে উগ্র-জেদের স্বরে বলিল, "যেমন ক'রে পার, আন সিরাজি,—অন্ততঃ দুপাত্র।"

সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে দশ স্বর্ণমুদ্রা বর্ষিত হইল! অপ্রকৃতিস্থ মানুষ যখন অসাধ্য-সাধনের জেদ ধরে,তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমোদপ্রিয় দুর্ব্বল-চেতা ইস্‌মাইল যখন বিশ্রামের অবকাশে সুরা ও সঙ্গীত-উৎসবে মত্ত হইত,—তখন চোখ বুজিয়া অর্থ উড়াইত। যুদ্ধ-শিবিরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত সকল সেনানী নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় আমোদ করিত, কিন্তু ইস্‌মাইল আমোদ-সম্ভোগ করিত অনির্দ্দিষ্ট মাত্রায়, অসংযতভাবে, এবং—অসম-সাহসিক উপায়ে। আলাউদ্দীন খিলজির ধনভাণ্ডার রক্ষার ভার যাহাদের উপর ছিল,ইস্‌মাইল তাহাদের অন্যতম,—এবং দেবগিরি-লুণ্ঠন-লব্ধ অপরিমিত ধনরাশি হঠাৎ হাতে পাইয়া নেতৃদলের সকলের মাথার রক্তই যখন চল্‌-বেচল্‌ হইয়া উঠিয়াছে, অপরিণত-বুদ্ধি ইস্‌মাইল তখন মহা উদারচিত্তে ধন-ভাণ্ডারের প্রহরা দিতে

দিতে, নিরঙ্কুশ প্রতাপে ধনরাশির সদ্ব্যবহারও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য, মনে মনে স্থির-বিশ্বাস ছিল, সে অগাধ বুদ্ধির অধিকারী এবং বুদ্ধিবলেই কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে ধূলা দিয়া চলিতেছে,—তাহার ফাঁকি কেহ কস্মিন্‌কালেও ধরিতে পারিবে না, বিশেষ যখন স্বয়ং আলাউদ্দীন সাহেব, অক্ষর-জ্ঞানহীন—মূর্খ। হিসাব মিলাইবার অবসর তাঁহার নাই, এবং সে অবসর হঠাৎ আসার সম্ভাবনাও ইস্‌মাইল কিছু দেখিতে পাইত না। বুক ঠুকিয়া মনকে বুঝাইয়া ঠিক তাজা করিয়া রাখিয়াছিল—সুদূর-ভবিষ্যতে দিল্লীতে ফিরিয়া আলাউদ্দীন যখন হিসাব মিলাইবার অবকাশ পাইয়া ধীরে সুস্থে তাহাকে ডাকিবেন, ইস্‌মাইল তখন বুদ্ধির জোরে গোলমাল করিয়া, 'সব-ঠিক' করিয়া দিবে—ও বিষয়ে আপাততঃ তাহার "কুচ্‌-পরোয়া" নাই।

অর্থের জোরে মদ্য আসিল। যথারীতি পান চলিল। কয়েক-জন প্রসাদাকাঙ্ক্ষী অনুগত অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনানায়ক আসিল, তাহাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গোপন পরামর্শ চলিল। তার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই সহস্র সসজ্জ সৈন্য সহ, ইস্‌মাইল ও রাজাসাহেব গোপনে শিবির ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দীন সাহেব বিদ্যাচর্চ্চার ধার ধারিতেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধিটাকে কূট-কৌশলে খাটাইতে জানিতেন—ভীষণরূপে। তিনি নিজে ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য, কাহাকেও মানিতেন না, ছলে-বলে-কৌশলে সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায়টাই বুঝিতেন—ভাল। তিনি নিজে কাহারও বিশ্বাসরক্ষা করিতেন না, এবং পৃথিবীশুদ্ধ সকলকেই জানিতেন—ঘোর বিশ্বাসঘাতক বলিয়া। অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী-কেই তিনি বিশ্বাস করিতেন না, এবং পদে পদে পরীক্ষিত পরম বিশ্বাসীকেও দারুণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন।

কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধির মধ্যে, একটা অসাধারণ প্রতিভা ছিল,—অতি-বড় বিরুদ্ধস্বভাব মানুষকেও কৌশলে ভুলাইয়া স্বার্থ-সাধনের পথে চালাইয়া লইয়া যাইবার অব্যর্থ সন্ধানে। নবাব মহবুব খাঁ, এই অব্যর্থ সন্ধানের গুণেই, আলাউদ্দীন সাহেবের ইচ্ছার কাছে স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকার করিয়া, উচ্চাশায় মোহিত হইয়া দক্ষিণাপথে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দেবগিরি-জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মোহ দূর হইল। বাহিরের আলাউদ্দীনের ভিতরেও যে একজন আলাউদ্দীন আছে, সেটা শীঘ্রই তিনি নির্ম্মম

সত্যভাবে বুঝিলেন,—দারুণ বিতৃষ্ণায় তাঁহার মন ভরিয়া গেল, —আলাউদ্দীনের সঙ্গত্যাগের জন্য তিনি উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

আলাউদ্দীন যাহাদের দ্বারা কায করাইতেন, তাহাদের মনের দিকে লক্ষ্যও রাখিতেন—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। আত্মীয়তার অনুরোধে বিশ্বস্তভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য যিনি আগ্রহের সহিত নূতন দেশ-জয়ে, নূতন গৌরব অর্জ্জনের আশায় আলাউদ্দীন সাহেবের সঙ্গ লইয়াছিলেন,তাঁহার অধুনাতন নিরুৎসাহভাব-ব্যঞ্জক উদাস গম্ভীর চালচলন আলাউদ্দীন নিপুণ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,—বেশ বুঝিলেন,তিনি যে প্রথায় দেশজয় করিতেছেন, সে প্রথাটা মহবুব খাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। স্বাধীনচেতা মহবুব খাঁকে তিনি চিনিতেন খুব। অন্ধভাবে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিয়া নির্ব্বিচারে অন্যায় আদেশ-পালনের পাত্র—মহবুব খাঁ নহেন ;—তিনি কঠোর ন্যায়পরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ, যুদ্ধ-নৈপুণ্যে পারদর্শী, ক্ষমতাশালী, কর্ম্মঠ। তিনি বুঝিয়া-পড়িয়া যে কাযের ভার লইবেন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সে কায সমাধা করিবেন,—কিন্তু মত-বিরুদ্ধ কাযে, প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তবু নির্ভীকভাবে সুস্পষ্ট প্রতিবাদে পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই গুণে, গুণগ্রাহী সম্রাট জালালুদ্দীন, মহবুব খাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আলা-উদ্দীনের বুদ্ধি-কৌশলে ও সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাট্ নিজের জ্যেষ্ঠ জামাতার পদে বরণ করিয়াছেন,—এবার গুণবান্ ভাগিনেয়কে কনিষ্ঠ জামাতার পদে বরণ করিবেন, এইরূপ একটা সংবাদও বিশ্বস্ত সূত্রে আলাউদ্দীন সাহেবের কানে পৌঁছিয়াছে,—এবং সেজন্য তিনি গোপন মনে দুশ্চিন্তাও অনুভব করিতেছেন,—বিলক্ষণ। এখন

এরূপ স্থলে, গোপন-অসন্তোষ-দিগ্ধ মহবুব খাঁ হঠাৎ কোন সময় যদি প্রকাশ্য অসন্তোষ জানাইয়া, সসৈন্যে বিদায় লইয়া দিল্লী চলিয়া যায়, এবং আলাউদ্দীনের কৃত আপত্তিজনক ন্যায়-বিগর্হিত কীর্ত্তি-কাহিনীগুলি সমস্ত ধর্ম্মভীরু প্রজাবৎসল দয়ার্দ্রচেতা সম্রাটের কাছে নিবেদন করে, তাহা হইলে আলাউদ্দীন নিশ্চয়ই সম্রাটের চক্ষুশূল হইয়া উঠিবে, এবং তাহাকে হাতে পাইলে সম্রাট্ কখনই ছাড়িয়া কথা কহিবেন না। এ দিকে মহবুব খাঁ নিজের দুই সহস্র খোরশানী সৈন্য সহ যদি খসিয়া পড়ে, তবে ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া, এই সুদূর-বিদেশে, শত্রুবেশে বাস করা আলাউদ্দীন সাহেবের পক্ষেও বড় মঙ্গলের কথা নহে। দুর্ভাবনাগ্রস্ত আলাউদ্দীন সাহেব আজ কয়দিন হইতে,—মনে মনে একটা জটিল মতলব আঁটিতেছেন,—কৌশলে মহবুব খাঁকে কাবু করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া কাযে লাগাইবেন।

আলাউদ্দীন সাহেবের গুপ্ত-চর ছিল—বিস্তর। তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেদের দোষগুণ সম্বন্ধে যিনিই যত ফাঁকির জাক করুন, কিন্তু আলাউদ্দীনের সতর্ক কর্ণে কিছুই এড়াইত না। তিনি চোখ মেলিয়া সকলকে দেখিতেন না বটে, কিন্তু কান রাখিতেন সকল দিকে। নির্ব্বোধ ইস্‌মাইলের গোপন উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ বাহিরের কেহই টের পায় নাই, এমন কি—স্বয়ং মহবুব খাঁও ভ্রাতার আচরণের এক বর্ণও জানিতে পারেন নাই, কিন্তু আলাউদ্দীন সাহেব সব জানিতে পারিয়াছিলেন।

যে রাত্রে ভূপসিংহ ও ইস্‌মাইল গোপনে সসৈন্যে শিবির ত্যাগ করে, সেই রাত্রেই তাঁহাদের সংবাদ আলাউদ্দীনের কানে পৌঁছায়,

এবং কিছুক্ষণ পরে আরও একটি অদ্ভুত সংবাদ পৌঁছায়,—যে, নবাব মহবুব খাঁ, হঠকারিতায় উদ্ধত ভ্রাতার আচরণে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ-বিরক্ত হইয়া নিজেও অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন।

প্রভাতে উঠিয়াই গোপন মন্ত্রণা-কক্ষে বসিয়া আলাউদ্দীন সাহেব, কোষাগারের হিসাবপত্র তলব করিলেন। উজীর জাফর খাঁ তখন দিন কয়েকের জন্য আলাউদ্দীনের অতি বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি জমাখরচের ঠিক হিসাব—বুঝাইয়া দিলেন, আলাউদ্দীন দেখিলেন, ইস্‌মাইলের নিকট রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রার তহবিলে সত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রার অনটন !

আলাউদ্দীন কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট বা অসহিষ্ণুভাব প্রকাশ করিলেন না। বেশ—সংহত-ধৈর্য্যে সমস্ত শুনিয়া গম্ভীরভাবে উজীরকে কি কতকগুলা গোপন উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, "পূর্ণেন্দু সিংহের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে নবাবজাদা ইস্‌মাইল খাঁ সাহেব দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।—"

আলাউদ্দীন বলিলেন, "আমার সম্মান জানিয়ে নিয়ে এস।"

দুইজন সহকারী সেনানায়কসহ ইস্‌মাইল ভিতরে ঢুকিয়া অভিবাদন করিল। তার পর প্রথামত শত্রু-শোণিতরঞ্জিত তরবারিখানি আলাউদ্দীন সাহেবের পাদপ্রান্তে রাখিয়া সগর্ব্বে ইস্‌মাইল বলিল, "এই পূর্ণেন্দু সিংহের রক্ত-রঞ্জিত কৃপাণ।"

আলাউদ্দীন সাহেব একটু উদাসীনভাবে যথাবিহিত শিষ্টাচার

জানাইয়া ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শত্রুকে জীবন্ত বন্দী করতে পারলে না?—আমাদের কাযে লাগান হোত।"

সেনানায়কদের সহিত মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া ইস্মাইল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "বড় দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জাঁহাপনা, সেনাপতি পূর্ণেন্দু সিংহের সাম্‌নে প্রাণ নিয়ে তিষ্ঠায়, এমন যোদ্ধা কেউ নাই,—"

শ্লেষের স্বরে আলাউদ্দীন বলিলেন, "তোমরা এম্নি পরাক্রান্ত বীরই বটে! ভাল, উভয়পক্ষে হতাহত-সংখ্যা কত?"

সেনানায়কদের একজন বলিল, "আমাদের পক্ষে বায়ান্ন জন আহত হয়েছে, সাত জন মারা গেছে। তাদের পক্ষে মৃত্যুসংখ্যা আঠার, আহত মাত্র দু'জন।—"

আলাউদ্দীন বলিলেন, "সেনাপতি পূর্ণেন্দু সিংহের এক মহাযোদ্ধা ভাই ছিলেন, শুনেছি, তিনিও সঙ্গে ছিলেন নয়?"

ইস্মাইল বলিল, "না, তিনি নব-বিবাহিতা পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়গণসহ পাঁচক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন ক'রে আছেন, পূর্ণেন্দু সিংহ একুশ জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে দেবগিরির দিকে আস্‌ছিলেন, তিনি জান্‌তেন না, আমরা দেবগিরি অধিকার করেছি, পথের মাঝে আমরা আচম্বিতে তাঁকে আক্রমণ করি—"

অবজ্ঞার হাস্য হাসিয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, "ব্যস, থাক, আর বল্‌তে হবে না—ছেলেমানুষ তোমরা, ঐ বীরত্বই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট গৌরবজনক! তার পর, রাজা ভূপসিংহ বাহাদুর কই?"

অধোবদনে দাড়ি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ইস্মাইল বলিল, "তিনি কার্য্যবশতঃ পিছিয়ে পড়েছেন, পরে আস্‌বেন।"

আলাউদ্দীন বলিলেন, "শত্রুদের বাইশ জনের মধ্যে কুড়ি জনের হিসাব শুনলাম, আর দু জন কি পালিয়েছে, না বন্দী হয়েছে ?"

তিন জনে ভীতভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া নীরব হইয়া গেল। আলাউদ্দীন বিস্মিত হইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "কি আপদ্! কথার জবাব দাও না—"

দ্রুতবেগে প্রহরী আসিয়া বলিল, "নবাব, মহবুব খাঁ আস্ছেন।—"

ইস্মাইল ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমায় বিদায়ের অনুমতি দেন।"

আলাউদ্দীনের ললাটে সংশয়ের অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, ইস্মাইলের মুখের দিকে বিকট-উগ্র কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "না, অপেক্ষা কর, আগে কথার উত্তর দাও—সে দু জন শত্রুপক্ষীয় লোক কোথা ? উত্তর দাও—"

"ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন খিলজি সাহেব, আমি ও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি,—পূর্ণেন্দু সিংহের মৃতদেহ নিয়ে সে দুজন শত্রুপক্ষীয় লোককে শুভেন্দু সিংহের শিবিরে পাঠান হয়েছে।" ধীর-গম্ভীর-স্বরে কথা কয়টা বলিতে বলিতে নবাব মহবুব খাঁ সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিলেন।

আলাউদ্দীন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন ! তার পর কঠোর স্বরে বলিলেন, "পাঠান হয়েছে ! বটে ! কার অনুমতিবলে ?"

নবাব শান্তভাবে বলিলেন, "আমার !"

"তোমার! তুমি! নবাব মহবুব খাঁ! তুমি পরিহাস করতে এসেছ?"

"না, আমি মিথ্যাবাদী নই।"

"শত্রু শুদ্ধেন্দু সিংহ,—প্রচণ্ড কাল-ভুজঙ্গ! তার শীর্ষে করাঘাত, এ কি বালকের ক্রীড়া? মহবুব খাঁ, তোমার অভিপ্রায় কি?" আলাউদ্দীনের প্রশ্ন কঠোর রোষপূর্ণ।

মহবুব খাঁ উত্তর দিলেন, "অভিপ্রায়, দক্ষিণাপথের নবাগত আগন্তুক আমাদের,—বিশেষতঃ আমার এই মূর্খ নির্ব্বোধ ভ্রাতার, পর-ইঙ্গিত-নির্দ্দিষ্ট পৈশাচিক কীর্ত্তির অঙ্কে, একটু মনুষ্যত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করা,—আর কিছু নয়।"

আলাউদ্দীন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। গোপন অন্তরে একটা শ্লেষের খোঁচা খাইয়া,—রোষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সে মনে-মনেই। বাহিরের দিকে ধৈর্য্য বজায় রাখিয়া মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিলেন, বেশ ধীরভাবে বলিলেন, "তাহ'লে তুমি কি সম্রাটের বিপক্ষতাচরণ করতে চাও?"

মহবুব খাঁ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "দয়ালু সম্রাট্ জালাল-উদ্দীনের নামের প্রতাপাঙ্কিত এই নির্দ্দয় পশুত্বের দম্ভ আস্ফালন,—এই পৈশাচিক তাণ্ডব,—নির্ব্বিচারে এর সমর্থন করাই কি সম্রাটের পক্ষাবলম্বনের একমাত্র বিশ্বস্ত-প্রমাণ? তা যদি হয়, তবে আমায় বিদায় দেন,—আমি সম্রাটের কাছে গিয়ে অকপটে আমার দুর্ব্বলতা, অযোগ্যতার কথা জানিয়ে নিজেই স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে আমার স্বদেশে চ'লে যাব। পূজনীয় আত্মীয়ের আত্মীয়তা-সম্মান আমি সাদরে পূজা করতে পারি, কিন্তু

আত্মীয়তার অনুরোধে কারুর ঘৃণার্হ নীচাশয়তা, বা হীন কীর্ত্তিকে আমি ভক্তিভরে পূজা করতে অক্ষম।”

আলাউদ্দীন স্তব্ধ—নির্ব্বাক্! ভিতরে-ভিতরে অপরিসীম ক্রোধের তরঙ্গ মত্ত-উচ্ছ্বাসে ফেনাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ক্ষেত্র বুঝিয়া, অসাধারণ আত্ম-সংযম-বলে সেটুকু নিঃশব্দে পরিপাক করিতে লাগিলেন,—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়াই কয়েক মূহূর্ত্ত অবাধে কাটিয়া গেল।

রাগ এবং মনের অধৈর্য্যতা সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া লইয়া, আলাউদ্দীন সাহেব, বেশ ধীরে ধীরে বলিলেন,—“মহবুব, জাতীয় স্বার্থের চেয়ে আত্মাভিমান বা আত্মস্বার্থকে বড় ক’রে দেখাবার-চেষ্টা সুরু হলেই,—এমনিভাবে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ বেড়ে উঠে, জাতীয় সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত হয়। আমরা জাতীয় উন্নতি-গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য, ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে,এই বিষম বিপৎ-সঙ্কুল দুরূহ-দুর্গম পথে পা দিয়েছি। আমাদের প্রত্যেকের দোষ-ঘাট্ প্রত্যেকের পক্ষে নিঃশব্দে ক্ষমা করা উচিত--”

মহবুব খাঁ বাধা দিয়া বলিলেন, “উচিত বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ যদি ক্ষমতার দর্পে খামখেয়ালি অত্যাচারে সহস্রের স্বার্থে অন্যায় আঘাত দান করে,—তা হ’লে নির্ব্বিচারে-ক্ষমা-ধর্ম্ম পালন আমাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ অনুচিত, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, অন্যায়! তাতে জাতীয় উন্নতি-গৌরব-প্রতিষ্ঠার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না,—জাতীয় কলঙ্ক এবং অবনতিই ঘটে থাকে। রাজধর্ম্ম ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক অত্যাচারের উপর যার প্রতিষ্ঠা, তার নাম ঘৃণ্য দস্যুবৃত্তি। কিন্তু সে তর্ক আপাততঃ নিষ্ফল,

আমি দায়ে প'ড়ে এখন আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে এসেছি, একটা অনুরোধ-জ্ঞাপনের অনুমতি দেন।"

মুখের দিকে চাহিয়া আলাউদ্দীন সাহেব বলিলেন, "নির্জ্জনতার প্রয়োজন আছে ?—"

মাথা নাড়িয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "কিছুমাত্র নয়। আমার অনুরোধ, আপনার প্রকাশ্য আদেশ-ঘোষণার জন্য,—পূর্ণেন্দু সিংহের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমাদের যুদ্ধ-নৈপুণ্যের গৌরব যথেষ্টই বেড়ে গেছে, বাইশ জন ক্ষুৎপিপাসাতুর শ্রান্ত পথিকের উপর সহস্রাধিক সসজ্জ বীরের বীরত্ব-পরাক্রম-প্রকাশ, চূড়ান্ত সাহসের কায হয়েছে। এখন আমাদের যেটুকু সুযোগ অবশিষ্ট আছে, সেটুকুতে ক্ষান্ত হওয়াই উচিত নয় কি ?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, "কি বল্‌তে চাও, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—"

মহবুব খাঁ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিলেন, তার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "উচ্ছৃঙ্খলতাবশে বিস্তর অমানুষিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এবার কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্বের সম্মান স্মরণ রেখে চলা যাক্। পূর্ণেন্দু সিংহের ভাই আজ সপরিবারে পথের মাঝে অরক্ষিত অবস্থায় দারুণ বিপন্ন, আপনি দয়া ক'রে অনুমতি দেন, এ অবস্থায় তাঁদের উপর কেউ যেন উৎপীড়ন-চেষ্টা না করে।"

"হুঁ"—বলিয়া আলাউদ্দীন সাহেব উপর্য্যুপরি ফর্‌শীর নল টানিতে লাগিলেন। মনে মনে বড়ই আক্ষেপ বোধ হইতেছিল যে, ইস্‌মাইল যখন বেতনভোগী, আজ্ঞানুবর্ত্তিত্ব স্বীকার করে, তখন মহবুব খাঁর প্রস্তাবমত অবৈতনিক সহযোগিপদে কেন তাঁহাকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন ? আজ যদি মহবুব খাঁ বেতনভোগী হইতেন, তবে তাঁহার এই সব অযথা স্পর্দ্ধাসূচক স্বাধীনতার উপর— আলাউদ্দীন সাহেব স্বচ্ছন্দে চোখ রাঙাইয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন। মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনেই বলিলেন, "ভবিষ্যৎ-জীবনের জন্য একটা কার্য্যকরী শিক্ষা-লাভ হোল।"

আলাউদ্দীনকে নীরব দেখিয়া মহবুব খাঁ পুনশ্চ বলিলেন, —"শত্রু হউক, মিত্র হউক, অন্যায় অত্যাচার-লাঞ্ছিত, বিপদাক্রান্ত মানবের উপর মানবমাত্রেরই কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের দিক্ থেকে, আমি স্বেচ্ছায় উপযাচক হয়ে, শুদ্ধেন্দু সিংহের শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব এখন গ্রহণ করলুম। অবশ্য, এর পর সে ব্যক্তি যখন সসজ্জবেশে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয়ে আস্‌বে, তখন আমি শত্রুভাবেই তার যথোচিত অভ্যর্থনা ক'র্‌ব, কিন্তু আপাততঃ—"

বাধা দিয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, "আচ্ছা নবাব, তোমার প্রস্তাবেই আমি স্বীকৃত হলুম। আমি এখনই উজীরের মারফৎ সৈন্য-সামন্তবর্গের মধ্যে এ আদেশ প্রচার কর্‌ছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক গোপন কথা আছে, একটু অপেক্ষা ক'রে যাও ভাই,—ইস্‌মাইল! তোমরা এখন বিশ্রাম করগে।"

ইস্‌মাইল যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। অগ্রজের আবির্ভাবে, অবর্ণনীয় আতঙ্কে তাহার প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া, পশুর মত পূর্ণেন্দু সিংহকে হত্যা করিয়া ইস্‌মাইল জয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া যখন সিংহনাদ ছাড়িবার উপক্রম করিতেছিল,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে

আচম্বিতে অগ্রজ রণস্থলে উপস্থিত হন! অগ্রজের ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির কঠোর আঘাতে সিংহনাদটা ভয়ে ভয়ে কণ্ঠের মধ্যেই আটকাইয়া পড়িয়াছিল, -অগ্রজ কোন প্রশ্ন না করিয়া রূঢ়স্বরে তাহাকে সসৈন্যে সেই মুহূর্ত্তে রণস্থলত্যাগের আদেশ করেন। ইস্‌মাইল অগ্রজের দৃষ্টি এড়াইবার সুযোগ পাইয়া তখনকার মত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। তার পর এখানে আসিয়া—এই প্রথম সাক্ষাৎ। বেচারার সর্ব্বাঙ্গে কাল-ঘাম ছুটিতেছিল, তৃষ্ণায় কণ্ঠদেশ শুকাইয়া মরুভূমির মত হইয়া গিয়াছিল। আলাউদ্দীনের আদেশে কৃতজ্ঞ-চিত্তে অভিবাদন করিয়া সত্বর স্খলিতচরণে বাহিরে চলিয়া গেল। —সেনানায়কদ্বয়ও পিছনে গেল।

আলাউদ্দীন বলিলেন, "নবাব, ইস্‌মাইল ছেলেমানুষ, সে না বুঝে যা অন্যায় করেছে, এবারের মত ক্ষমা কর।"

মহবুব উত্তর দিলেন "ক'রব। কিন্তু যথোচিত শিক্ষা দিয়ে। ভবিষ্যতে যেন এরূপ অন্যায় সে নিজে আর না করে, বা কাউকে ক'রতে না দেয়।—"

আলাউদ্দীন কান পাতিয়া কথাটা শুনিয়া উদাসভাবে ফরসী টানিতে লাগিলেন। মহবুব খাঁ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আর কিছু কথা না থাকে ত, আমি এখন বিদায় নিই।—"

মাথা নাড়িয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, "না, আর একটু অপেক্ষা কর। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যপ্রদেশে, রাজপুতানায় যুদ্ধাভিযান-প্রেরণে তোমার মত কি? সাম্রাজ্যের স্বার্থ, জাতীয়-স্বার্থ—দুটো স্বার্থের দিক্ থেকে বিশেষরূপ বিবেচনা ক'রে উত্তর দেবার জন্য

তুমি অবসর চেয়েছিলে, আশা করি, এ সম্বন্ধে তোমার মত ঠিক হয়েছে ?

"হয়েছে।"—বলিয়া নবাব ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর শান্ত—দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "দুটো স্বার্থের দিক্ থেকেই বিশেষ বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লাম, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে জাতিগত হিংসা-বিপ্লবের নিষ্ঠুর উত্তেজনা-অভিযানে কোন জাতিরই মহত্ত্ব প্রকাশ হয় না। নিরীহ হিন্দুজাতিকে উদ্যমহীন, আলস্য-প্রিয়, অকর্ম্মণ্য, অসভ্য ভেবে, আমরা সদর্পে সভ্যতা-বিস্তার চেষ্টায় এ দেশে এসেছি, কিন্তু আমাদের সে উদার উপকার-চেষ্টা যে এদের প্রাণঘাতী অপকারের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা আমার বড়ই মর্ম্মবেদনার বিষয়!—মৃত মানবের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি গ্রহণের লোভে,—দানবীয় বিক্রমে সুন্দর জনপদগুলি, জনহীন শ্মশানে পরিণত ক'রে দেওয়ায় যে সভ্যতা প্রকাশ হয়, সে সভ্যতা—দারুণ বর্ব্বরতা ব'লেই আমি ঘৃণা ক'রতে চাই।"

মাথা নাড়িয়া চিন্তা-গম্ভীর মুখে আলাউদ্দীন বলিলেন, "সমগ্র ভারতবর্ষে সুলতান জালালউদ্দীনের একাধিপত্য স্থাপনের জন্য যারা তরবারি নিয়ে বেরিয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এ যুক্তি খাপ খায় না।—রাজধর্ম্ম—ফকীর-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মহবুব খাঁ বলিলেন, "রাজার ভালবাসা মায়ের ভালবাসা থেকে ঢের তফাৎ, তা জানি,—তবু সে ভালবাসা সাধারণের মঙ্গল-চেষ্টার জন্য দায়ী। পৈশাচিক দম্ভে পৃথিবীর মানুষকে উদ্ব্যস্ত করে'—সোনার পাহাড় গড়ে' তার উপর সিংহাসন পেতে বসে—গর্ব্বিত হ'তে আমি চাই, না—আমি চাই নিজের মনুষ্যত্ব-বলে,—

পৃথিবীর সজীব মানবের—সজীব হৃদয়ের মধ্যে—শ্রদ্ধার নীড়ে—এতটুকু স্থান !—”

ক্ষণকাল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, “তার পর ? তোমার লাভ ?”

মহবুব খাঁ শান্ত স্বরে বিনীতভাবে বলিলেন, “অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ গৌরবের,—সার্থকতা-সম্পাদন,—আর ধর্ম্মের কাছে,—আত্মার উন্নতি-সংসাধন।”

আলাউদ্দীন সাহেবের অধরপ্রান্তে কঠোর অবজ্ঞার হাস্য নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিয়া নিঃশব্দেই মিলাইয়া গেল। খুব সদয় প্রসন্নতা সহ বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, এখন বিশ্রাম-মন্দিরে যাও, এর পর তোমার মাথা ঠাণ্ডা হ’লে গোটাকতক কাযের কথা বুঝিয়ে দেব।”

মহবুব খাঁর মন উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বসিয়া বসিয়া তর্ক-বাদানুবাদ করিতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল, আদেশ মাত্র বিনা বাক্যে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সংবাদ-বাহককে ডাকিয়া আলাউদ্দীন বলিলেন, “উজীর জাফর খাঁকে ডাক।”

জাফর খাঁ আসিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া খুব গোপনে কি পরামর্শ চলিল। তার পর রাজা ভূপসিংহ বাহাদুরের ডাক পড়িল। ভূপসিংহ, মহবুব খাঁর দৃষ্টিগোচর হইবার ভয়ে গা ঢাকা দিয়া কাছাকাছিই অবস্থান করিতেছিলেন, আলাউদ্দীন সাহেবের সাদর আহ্বানে আশান্বিত চিত্তে তাড়াতাড়ি আসিয়া মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া বহুবিধ কথাবার্ত্তা হইল।

রাত্রি-জাগরণ ও রণশ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত ইস্‌মাইল নিজের তাঁবুতে বসিয়া সন্ধ্যার সময় গুটিকয়েক প্রাণের বন্ধু ও পূর্ব্ব কথিত নুরুদ্দীন মিঞাকে লইয়া আসর জঁাকাইয়া গত রাত্রের মহাবীরত্বকাহিনী শুনাইতে শুনাইতে খোস মেজাজে সিরাজী সেবন করিতেছিল। বন্ধুদের হা—হা, হো—হো, হাসির বিকট ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তাঁবু ভরিয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ সেই সময় জাফর খাঁ তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া সংক্ষিপ্ত গম্ভীর বচনে বলিল, "মহামান্য সেনাপতি-প্রধান আলাউদ্দীন সাহেব বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন, এই মুহূর্ত্তে চলুন!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বর্ষা-শীতের আবেশ জড়তাময়ী মেঘ-মলিন ঘোলাটে প্রাতঃকাল। নর্ম্মদার একটি ক্ষুদ্র শাখা-নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া কুমার শুদ্ধেন্দু সিংহ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন।

দলপতি পূর্ণেন্দু সিংহের আকস্মিক-নিধনে দলস্থ ভক্ত অনুচরগণ সকলেই ব্যথিত। সকলের প্রাণেই একটা তীব্র জিঘাংসার অগ্নিস্রোত ছুটিতেছে। শোকের ব্যথার চেয়ে, প্রতিশোধ-স্পৃহার উত্তেজনা সংগ্রাম-বিলাসী জাতি অনুভব করে বেশী, রাজপুত যোদ্ধগণ উত্তেজনা-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পূর্ণেন্দু সিংহের পত্নী সঙ্গে ছিলেন, জাতীয় প্রথামত স্বামীর শবদেহের সঙ্গে সাধ্বী চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অপুত্রক ভ্রাতৃ-দম্পতির যথাবিহিত ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া শেষ করিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ আজ শ্রাদ্ধ-দান-কার্য্যে নিযুক্ত। নিকটস্থ গ্রাম হইতে কয়েকজনমাত্র ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুক, দান-গ্রহণের জন্য আসিয়াছেন। আড়ম্বরহীন, উৎসব-শূন্য, শ্রাদ্ধ-তর্পণ—শুধু শ্রদ্ধার গাম্ভীর্য্যে উৎসব সুন্দর। কোনদিকে কিছুমাত্র অনাবশ্যক কোলাহল নাই।

বস্ত্রাবাসের একটি স্বতন্ত্র অংশে দানসামগ্রী সাজান হইয়াছিল। শুদ্ধেন্দু সিংহ ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে দান-বিতরণ করিতেছিলেন। নিকটে যশল্মীর রাজকন্যা মহিমাদেবী একজন সহচরী সহ দাঁড়াইয়া ছিলেন। পাশে তাঁহার দ্বিতীয় অগ্রজ যশল্মীর রাজকুমার রতন সিংহ। রতন সিংহ ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নিরাপদে দেবগিরিতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নব-দম্পতির সহগামী হইয়াছেন—ভাগ্যক্রমে এতদূরে আসিয়া এই সঙ্কট!

বিদায়প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ, বস্ত্রাবাসের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, বিশ্বস্ত, প্রিয় অনুচর সাগর সিংহের দিকে চাহিয়া, সংযত ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সাগর সিংহ, সাধারণ ভিক্ষুকদের আহ্বান কর।"

রতন সিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "শুদ্ধেন্দু, ভাই, আসল কায শেষ হয়েছে। তুমি এবার আহার-বিশ্রামের জন্য যাও, সাধারণ ভিক্ষুকদের আমরা বিদায় করছি।"

স্বভাবতঃ সংযত-ধীর-স্বভাব শুদ্ধেন্দু সিংহ, আজ অতিশয় ধীর, অতি সংযত। প্রশান্ত-সুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "না আর্য্য, আপনারা যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করছেন, কিন্তু অগ্রজের এই শেষ কায, আজ আমায় স্বহস্তে শেষ ক'রে যেতে দেন, জীবনে এ সুযোগ হয় ত আর পাব না।"

রতন সিংহ নীরব হইলেন। মাথার শিয়রে প্রচণ্ড বৈরিদল দাঁড়াইয়া আছে,—সে কথা স্মরণ হইল, কিন্তু তাহা স্মরণমাত্রেই! আর কিছু নয়! রাজপুতজাতির সাহস অলৌকিক, নির্ভীকতা

অসাধারণ! মৃত্যুকে জীবনের আগে রাখিয়া সে জাতি নিশ্চিন্ত উল্লাসে, অকুতোভয়ে মনুষ্যত্বের সাধনা করিতে জানিতেন। সংসারে অন্য কিছুর জন্য তাঁহারা ভয়-ভাবনাকে মনে ঠাঁই দিতে জানিতেন না।—ভাবিতে জানিতেন শুধু দেশের জন্য, ভয় করিতে পারিতেন শুধু—জাতীয় সম্মান-হানির কারণগুলাকে! সুদৃঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠাবলে, সে জাতির প্রতিজনের প্রাণে সহিষ্ণুতাবল ছিল,—সমুদ্রের মত অপরিমেয় গভীর!

রতন সিংহ নিরুত্তর হইলেন দেখিয়া, সাগর সিংহ নিজের ঘাড় চুলকাইতে সুরু করিল, সময়বিশেষ প্রভুকে সোজাসুজি কোন কথা বলিতে দ্বিধা বোধ হইলে, সে এমনি ভাবে খানিকটা ঘাড় চুলকাইয়া লইত। শুদ্ধেন্দু সিংহ চাহিয়া দেখিলেন,—আশ্বাসপূর্ণ স্নেহের স্বরে বলিলেন, "সাগর, কিছু বল্‌তে চাও?"

সসম্ভ্রমে মহিমা-দেবীর দিকে চাহিয়া, সাগর সিংহ কুণ্ঠিত-বিনয়ে বলিলেন, "মাতৃদেবীর এত কোলাহল-কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস নাই, ওকে নির্জ্জন বিশ্রামাগারে যেতে অনুমতি দেন—"

অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী সুন্দরী মহিমা স্মিত-মুখে কোমল স্বরে বলিলেন, "না, না, কিছু কষ্ট নয়। অকর্ম্মণ্যতা ক্লেশের চেয়ে, নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়িয়ে, কর্ম্মঠদের কর্ত্তব্যপালন দেখা সুন্দর বিশ্রাম। তোমরা নিজ নিজ কায কর সাগর, আমরা বেশ স্বচ্ছন্দে আছি।"

তখনকার রাজপুত-রমণীদের কঠোর অবরোধ-প্রথা মানিতে হইত না। উপযুক্ত শিক্ষাবলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত

কায করিবার জন্য তাঁহারা সুপ্রস্তুত হইয়া থাকিতেন, গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ত্তব্য হইতে অস্ত্রবিদ্যা, অশ্বারোহণ, এমন কি, রাজনৈতিক ব্যাপারে পর্য্যন্ত তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং অসামান্য নৈপুণ্য দেখা যাইত। নারী-বিষয়ক শিষ্টাচার এবং সম্মানজ্ঞানেও রাজপুতজাতি তখন জগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

শুদ্ধেন্দু সিংহ গভীর স্নিগ্ধতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শুধু পত্নীর মুখ পানে চাহিলেন—কিছু বলিলেন না। উত্তরীয়-প্রান্তে ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া সুবিশাল ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুকদের ডাক, সাগর!—"

কোলাহল করিতে করিতে একদল ভিক্ষুক ভিতরে আসিল। ভিক্ষা পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কল্যাণ কামনা করিয়া তাহারা চলিয়া গেল, আর এক দল আসিল,—তাহারাও বিদায় হইল,—আবার—আবার, উপর্য্যুপরি বিদায় চলিল। অবশেষে শেষ দল আসিল,—সে দলের সঙ্গে, দুই জন মুসলমান রক্ষী সৈন্যসহ,—একজন শৃঙ্খলা-বদ্ধ দীন-বেশধারী সুশ্রী-কান্তি সুন্দর যুবক!—

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন! রতন সিংহ অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে তুমি বন্দিবেশী যুবক?"

দৃষ্টি নত করিয়া, ম্লান মুখে ভগ্ন কণ্ঠে যুবক বলিল, "ভিক্ষুকের পরিচয়, ভিক্ষুকই যথেষ্ট,—আমি ভিক্ষার্থী।"

রতন প্রশ্ন করিলেন, "কি চাও?"

মুখ তুলিয়া সঙ্কোচ-কম্পিত কণ্ঠে যুবা বলিল, "আপনিই কি শুদ্ধেন্দু সিংহ?"

"না, তাঁকে তোমার কি প্রয়োজন?"

"তাঁকেই বল্‌ব, কই তিনি ?—"

সাগর সিংহ এতক্ষণ দারুণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্‌ হইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে যুবকের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল, এইবার সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, চিনেছি, চিনেছি—মুসলমান-শিবিরের নবাব মহবুব খাঁর ভাই, মহামান্ত ইস্‌মাইল খাঁ বাহাদুর ! প্রভু পূর্ণেন্দু সিংহের হন্তারক !—"

দ্বার-সম্মুখে বাহিরের অনুচরগুলী উত্তেজিত গর্জ্জনে ঠেলা-ঠেলি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। ভিক্ষাপাত্র-হাতে শুদ্ধেন্দু সিংহ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত—নিস্পন্দ !—

মৃত পূর্ণেন্দু সিংহের যে দুই জন অনুচর মহবুব খাঁর ঔদার্য্যে প্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সাগর তাদেরই একজন। ইস্‌মাইল তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না,—কিন্তু অনুমানে বুঝিল, নিগূঢ় আত্মগ্লানির ধিক্কারে, লজ্জায়, ঘৃণায়, একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, নিরুত্তরে সে মাথা হেঁট করিল।

রুক্ষভাবে, তীব্র শ্লেষের সহিত সাগর বলিল, "তার পর, আলাউদ্দীন সাহেবের গুপ্তচর হয়ে খাঁ সাহেব আজ কি মহীরাবণের মায়ালীলা দেখাতে এসেছেন ? মত্‌লব কি ?"

ইস্‌মাইল শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আমি গুপ্ত চর নই, প্রকাশ্য বন্দী। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী। প্রাণভিক্ষার জন্য শুদ্ধেন্দু সিংহের আশ্রয়ে এসেছি, শুনেছি, শরণাগত-রক্ষার জন্য রাজপুতবীরগণ স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠিত নন ;—"

বাধা দিয়া সাগর কঠোর ব্যঙ্গ সহকারে বলিল, "বটে ! বাঃ ! এ যে চমৎকার প্রহসন সুরু ক'রে দিয়েছেন ! তার পর ?—"

প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "তারপর আর নয় সাগর। আমার অনুরোধ, তুমি স্থির হও।"

ভিক্ষাপাত্র নামাইয়া, পত্নীর দিকে চাহিয়া তিনি ইঙ্গিত করিলেন। মহিমা-দেবী প্রশান্ত-নির্ব্বিকারভাবে অগ্রসর হইয়া ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া,—সমাগত ভিক্ষুক কয়জনকে বিদায় দিতে লাগিলেন। ভিক্ষুকগণ ভয়-বিহ্বলচিত্তে তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ইস্‌মাইলের নিকটস্থ হইয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "আপনি যে বেশে এখানে পদার্পণ করেছেন, সে বেশের উপর আপনার অন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌তে আমার কুণ্ঠা বোধ হ'চ্ছে। আপনার প্রয়োজন কি, বলুন।—আমি শুদ্ধেন্দু সিংহ।—"

দুঃসহ কঠোর সঙ্কোচ-বেদনা-পীড়িত স্বরে ইস্‌মাইল বলিল, "আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী, আপনার কাছে ছলনা কর্‌তে আসি নি,—ঈশ্বরের শপথ, আপনি আমার জীবনরক্ষার ভার গ্রহণ করুন।"

শুদ্ধেন্দু সিংহ স্থির-দৃষ্টিতে ইস্‌মাইলের মুখের দিকে চাহিলেন,—সে মুখে কপট বুদ্ধি চাতুরীর চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু অকপট মৃত্যুভীতির আতঙ্ক-চিহ্ন। সে মুখে বালকের মত নির্ব্বুদ্ধিতা আছে, বালকের সরলতা আছে, আবার বালকের মতই—ব্যাকুল-করুণা-ভিক্ষা, ভয়ার্ত্ত কাতরতা আছে; শুদ্ধেন্দু সিংহের হৃদয় বিচলিত হইল,—তিনি আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিলেন না, দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন দেখিলেন না,—তৎক্ষণাৎ অসি স্পর্শ করিয়া দৃঢ় স্থির স্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ,

আত্মজীবন বিনিময়ে আপনার জীবন-রক্ষায় প্রতিশ্রুত হ'লাম, নিশ্চিন্ত হোন।"

শৃঙ্খল মোচন করিয়া প্রহরীদ্বয় বলিল, "বন্দি, এবার তুমি স্বাধীন।"

প্রধান প্রহরী একখানি পরোয়ানা শিরস্ত্রাণের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বলিল, "প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করুন, রাজপুতবীর।—"

শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "অসি-স্পর্শে শপথ রাজপুতের কাছে সত্য-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট, প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর নিষ্প্রয়োজন!—"

প্রহরী সুপক্ক দাড়িতে হাত বুলাইয়া বেশ সুধীরভাবে বলিল, "অন্ততঃ সেনাপতি আলাউদ্দীন সাহেবের আদেশ তাই।—"

রতন সিংহ এতক্ষণ অবাক্ হইয়া যেন প্রহেলিকা দেখিতে-ছিলেন, এইবার চেতনা পাইলেন। রুষ্ট গর্জ্জনে বলিলেন, "আলাউদ্দীন সাহেবের আদেশপালনে আমাদের কেউ কিছুমাত্র বাধ্য নয়, তুমি নিজের পথ খোঁজ বাপু—"

ইস্‌মাইলের মুখের দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টি হানিয়া প্রহরী বলিল, "কি নবাবজাদা, তাহলে আবার তোমায় শিকল পরাতে হবে না কি?"

শুদ্ধেন্দু সিংহ তরবারিতে হাত দিয়া বলিলেন, "সাবধান প্রহরি—"

বৃদ্ধ প্রহরী যুক্ত-করে সবিনয়ে বলিল, "প্রভু আলাউদ্দীনের আজ্ঞা, অধীন নিরপরাধ। পাঞ্জাঙ্কিত পরোয়ানা দেখুন, আমি আজ্ঞানুবর্ত্তী মাত্র।"

শুদ্ধেন্দু সিংহ পরোয়ানা হাতে লইলেন, দ্বিতীয় প্রহরী এতক্ষণ

উৎকণ্ঠা-ভীত নয়নে, অতি চঞ্চলভাবে চারিদিকে তাকাইতেছিল, এইবার শুদ্ধেন্দু সিংহের দৃষ্টি পরোয়ানায় একান্ত সংলগ্ন দেখিয়া,— স্বস্তি পাইয়া ভয়ে ভয়েই বেশ একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "কাপুরুষ হিন্দুদের আমি খুব জানি, প্রতিজ্ঞা কর্‌তেও যত সাহস, ভাঙ্‌তেও তত সাহস! এরা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক!—"

সাগর ঠিক তাহার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, কথা কয়টা কানে ঢুকিতেই, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রহরীর জঙ্ঘাদেশে এক পদাঘাত করিয়া বলিল, "তবে রে হতভাগা!"

প্রহরী ধরাশায়ী হইয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে বাহিরের দিকে ছুটিতে ছুটিতে, অস্ফুট গালিগালাজ জুড়িল। বাহিরে হাতের কাছে পাইয়া, উত্তেজনা-উদ্ধত সৈন্যগণ তাহাকে আরও ঘা'কতক দিতে ত্রুটি করিল না। সে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বেগে পলাইল।

একটা অপ্রত্যাশিত,—অতর্কিত বিপৎপাত আশঙ্কায় তাঁবুর সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল। নীরবে পরোয়ানা-পাঠরত শুদ্ধেন্দু সিংহ সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন. "এ কি! এ কি চক্রান্ত! খাঁ সাহেব, আপনি আলাউদ্দীন সাহেবের ইঙ্গিতে—তাই অবসর বুঝে এই শ্রাদ্ধদান-ক্ষেত্রে এমন ভাবে ভিক্ষার্থিবেশে এসেছেন! আপনাদের বুদ্ধি কৌশল প্রশংসনীয়, অতি প্রশংসনীয়! কিন্তু কই, আমি ত স্বাধীনতা-বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইনি!—"

ইস্‌মাইল মাথা হেঁট করিয়া নিরুত্তর রহিল। বৃদ্ধ প্রহরী বলিল, "শরণাগত-রক্ষার জন্য জীবন পণ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন নয়?—"

হতবুদ্ধি হইয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "হাঁ, তা ক'রেছি।"

প্রহরী বলিল, "তবে ভ্রমাত্মক তর্ক তুল্‌ছেন কেন? স্বাধীনতা কি জীবনের বহির্ভূত কোন অচেতন পদার্থ?"

শুদ্ধেন্দু সিংহ অসির উপর ভর দিয়া, মাটীর দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। রতন সিংহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? কিসের পরোয়ানা দেখি?"—পরোয়ানা লইয়া তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। পরোয়ানা ফারসী ভাষায় লিখিত। মুসলমান-সংঘর্ষণের ফলে ভারতের স্থানে স্থানে তখন ফার্‌সী ভাষায় চর্চ্চা স্থরু হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহী শুদ্ধেন্দু সিংহ নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রতন সিংহ সে বিদ্যার অক্ষর-পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠেন নাই, কষ্টে কয়েকটা অক্ষর মাত্র পড়িয়া শুদ্ধেন্দু সিংহকে পরোয়ানা ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "তুমি পড়।"

শুদ্ধেন্দু সিংহ পরোয়ানা পড়িলেন, সকলে শুনিল। তাহার ভাবার্থ—"খোরশান নবাব ভ্রাতা ইস্‌মাইল খাঁ সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধ বিভাগের জনৈক ধনরক্ষক কর্ম্মচারী। বর্ত্তমানে শ্রীযুত খাঁ সাহেব, তহবীল তশ্রুপাত কারণ বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে, সামরিক বিধানানুসারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী। কিন্তু তিনি যদি অদ্যকার তারিখে সূর্য্যাস্তমধ্যে মুলতান-রাজকুমার শুদ্ধেন্দু সিংহের স্বাধীনতা—সুলতান বাহাদুরের প্রধান সৈনাপতি আলাউদ্দীন খিলজীর নিকট স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড স্বরূপ, জমা দিতে পারেন, তবে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড এবং সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে, আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে, সুলতানের তরফ হইতে ধর্ম্ম সাক্ষ্য

অঙ্গীকার করা হইতেছে যে রাজকুমার স্বাধীনতা প্রতিভূ রাখিতে স্বীকৃত হইলে,—তাঁহাকে সাদরে মিত্রভাবে গ্রহণ করা যাইবে, এবং পদোচিত সম্মানজনক কাযে নিযুক্ত করা হইবে। ভবিষ্যতে স্থলতানের সমর-সভার মন্ত্রণা-নির্দ্দিষ্ট কোন একটি শত্রু রাজ্য, ইস্‌মাইলের সহ একযোগে যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখাইয়া স্থলতানের শাসনাধীনে আনয়নে কৃতকার্য্য হইলে, শ্রীযুত শুদ্ধেন্দু সিংহ চির-দিনের জন্য সসম্মানে স্বাধীনতালাভের অধিকারী হইবেন। ইতি প্রধান সামরিক কার্য্যাধ্যক্ষ—আলাউদ্দীন খিলজী।”

চারিদিকে অনুচরমণ্ডলীর মধ্যে অস্ফুট অসন্তোষ-গুঞ্জন উঠিল! কিন্তু প্রভুর আদেশ ব্যতীত কেহ স্পষ্ট আপত্তি জানাইতে পারিল না। রতন সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিয়া ইস্‌মাইল ও আলাউদ্দীনের উদ্দেশে কটূক্তি বর্ষণ করিয়া বলিলেন, “কূট-কৌশলে সরলপ্রাণ শুদ্ধেন্দু সিংহকে আয়ত্তাধীন কর্‌তে এসেছ? দূর হও তোমরা —”

মহিমা-দেবী তখন ভিক্ষুকদের সকলকে বিদায় করিয়া নিকটস্থ একখণ্ড পাথরের গায়ে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভ্রাতার গর্জ্জন শুনিয়া ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতার হাত ধরিয়া, স্থকোমল-কণ্ঠে সবিনয়ে বলিলেন, “এটা শ্রাদ্ধ-দানের স্থান, দাদা, এখানে দাঁড়িয়ে কারুর প্রার্থনা অশ্রদ্ধাভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রবার অধিকার আমাদের কারুর নাই।”

চিন্তামগ্ন শুদ্ধেন্দু সিংহ চমকিয়া পত্নীর মুখ পানে চাহিলেন—দুজনের নয়নে নয়ন মিলিল। কি একটা নিঃশব্দ ইঙ্গিত দুজনের দৃষ্টিমধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সংবাদ বিনিময় করিল! কেহ বুঝিতে পারিল না। শুদ্ধেন্দু সিংহ, ধীরে—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরভাবে

দৃষ্টি নত করিলেন, যেন একটা মহা জটিল সমস্যার মীমাংসা শেষ করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন,—কিন্তু তখনই আবার অন্য দিকে চাহিয়া কি একটা নূতন চিন্তায় আকৃষ্ট-চিত্ত হইলেন, কোন কথা বলিলেন না। ভাবিতেই লাগিলেন।

ক্রোধোৎক্ষিপ্ত-চেতা রতনসিংহ ভগিনীর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। হাত ছাড়াইয়া, পাশ কাটাইয়া ইস্‌মাইলের দিকে বেগে অগ্রসর হইয়া বজ্রস্বরে বলিলেন, "দুরাত্মা কাপুরুষ, তোমার ঘৃণ্য কপটতার পুরস্কার গ্রহণ কর, আমি স্বহস্তে তোমার শিরশ্ছেদ ক'রে শুদ্ধেন্দুকে মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দায়ে উদ্ধার কর্‌ছি—"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই অসি খুলিয়া প্রহারোদ্যত হইলেন।

চক্ষের পলকে নিজের তরবারি খুলিয়া আঘাত প্রতিরোধ করিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ মৃদু অনুযোগের সহিত অনুনয় করিয়া বলিলেন, "করেন কি বীরবর,—আমি যে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপে নিমগ্ন হব।"

গর্জ্জিয়া রতনসিংহ বলিলেন, "ভুলে যাও, ভুলে যাও ভাই সে প্রতিজ্ঞা, কপটাচারীর সঙ্গে কপটতায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই,—প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হও, মনে কর, সে একটা পরিহাস।"

শুদ্ধেন্দু সিংহ হাসিলেন! বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা, সামান্য বিদ্রূপচ্ছলে সে প্রতিজ্ঞা হলেও প্রাণপণে তাকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, আমাদের পিতৃপুরুষগণের সভ্যতার আদর্শ এই! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র—বজ্রের বংশধর, ভট্টিবীর আপনি,—আপনি বলুন, সত্যলঙ্ঘন ক'রে, জগৎকে প্রবঞ্চনা শিক্ষা দেবার জন্য,আত্ম-বঞ্চনা করি কিরূপে?—"

রতন সিংহ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "শঠের সহিত শঠতায় কোন

পাপ নাই,—সে পাপ আমি গ্রাহ্য করি না! স্বজাতিদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী, কাপুরুষ মুলতান-রাজকুমার ভূপসিংহ, যখন মুলতানের মহারাজের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য, নৃশংস দস্যু আলাউদ্দীন খিলজীকে মুলতানে ডেকে নিয়ে যায়, গৃহ-বিচ্ছেদের সুযোগে, আলাউদ্দীন যখন মুলতান মহারাজার সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে টাট্টা নৃপতির শুদ্ধ সর্ব্বনাশ করে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে,—যখন নিশ্চিন্ত আনন্দে দেশের দিকে ফির্‌ছিলেন,—আমিও তখন হাতের কাছে পেয়ে, পথের মধ্যে, শস্য-বিক্রেতার ছদ্মবেশে তাঁর শিবিরে ঢুকে, রাতারাতি দস্যুর উপর দস্যুতা করে, লুঠের সম্পত্তি লুঠে নিয়ে পালিয়েছিলাম। আলাউদ্দীন চ'টে,—সৈন্য পাঠিয়েছেন,—তাতে”

বাধা দিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ সংযত স্বরে বলিলেন, “স্থান, কাল, পাত্রভেদে দস্যুর সঙ্গে দস্যুতায় কোন দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, এই শ্রাদ্ধদান সভার মাঝে, এই মহামান্য শত্রুর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা আমার সাধ্যাতীত।”

অলক্ষ্যে, ভগিনীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়া রতন সিংহ তীব্র ভ্রূকুটিসহকারে বলিলেন, “তার পর শুদ্ধেন্দু? নিজের সত্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতার দর্পে অন্ধ হয়ে—কি কঠোর নির্ম্মমতায় উদ্যত হয়েছ, সেটা একবার ভেবে দেখ্‌বার চেষ্টা করেছ কি? ধর্ম্মের লোভে, কত বড় অধর্ম্মের পথে পা বাড়াতে চলেছ, সেটা একবার চেয়ে দেখে - তারপর চল।—”

মহিমা-দেবী চক্ষে না দেখিলেও, ভ্রাতার ইঙ্গিতটা মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিলেন,—বেশ সূক্ষ্মভাবেই! স্বামীর উদাস গম্ভীর মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া,—ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া প্রসন্ন-

স্মিত মুখে বলিলেন, "কতকগুলো বাহিরের ক্রিয়া-কলাপ আচার অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মের সবটুকু নিঃশেষিত হয়ে যায় নি,—ধর্ম্মের আসল প্রতিষ্ঠা, আত্ম-নিষ্ঠার মাঝে! মানুষের বহির্জীবনের স্বাধীনতা, বাহিরের দিকে যতই পূজনীয় হোক্,—কিন্তু—" মহিমা-দেবী, সহসা থামিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া,—দৃষ্টি নত করিলেন।

শুদ্ধেন্দু সিংহ তৎক্ষণাৎ মাথা সোজা করিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেম, কিন্তু মানুষের অন্তর্জীবনের স্বাধীনতার অঙ্কে—অকপট—সরল সত্যনিষ্ঠা, তার চেয়ে ঢের বেশী পূজনীয়। দাও সাগর মসীপাত্র,—আমি পরোয়ানায় প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর কর্‌ছি।"

চারিদিকে উৎকণ্ঠা-চাঞ্চল্য মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাগর সিংহ প্রভু শুদ্ধেন্দু সিংহের চেয়ে বয়সে বছরখানেকের বড় ছিল, সেই জ্যেষ্ঠত্ব সম্মানের দাবীটুকু সাগর সকল সময় ভুলিয়া থাকিত, শুধু ভুলিতে পারিত না,—শুদ্ধেন্দু সিংহের অনিষ্টাশঙ্কার সাম্‌নে! শুদ্ধেন্দুর আদেশ শুনিয়া, ক্ষোভে দুঃখে, সাগরের চোখে জল আসিয়া পড়িল, সাগর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, কাতর স্বরে বলিল, "প্রভু হাতের পাশা এখনো হাতে আছে—"

হাঁসিয়া শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "ভুল সাগর, পাশা আমি বহুক্ষণ হাত ছাড়া করেছি, আর তর্ক নিষ্প্রয়োজন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমায় আলা-উদ্দীন সাহেবের শিবিরে উপস্থিত হ'তে হবে, শীঘ্র মসীপাত্র আন।"

চক্ষের জল মুছিয়া সাগর মসীপাত্র আনিল। শুদ্ধেন্দু যথারীতি সহি করিয়া প্রহরীর হাতে দিলেন, প্রহরী লেখনী লইয়া সহির নীচে নিজের নাম দস্তখত করিল,—শুদ্ধেন্দু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন স্বাক্ষর—"উজীর জাফর খাঁ।"

হাসি মুখে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "উজীর সাহেব, বৃদ্ধ বয়সে আপনাকেও ছদ্মবেশের দুর্ভোগ সহ্য করতে হোল! বড় নিষ্ঠুর কৌতুক বটে!—"

ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে বৃদ্ধ উজীর বলিলেন, "আতঙ্কের দ্বারে, সন্ত্রস্ত প্রাণে মাথা নত ক'রে চলাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাশয়, নিজেকে ঘৃণা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি,—আজ এখানে দাঁড়িয়ে, এই প্রথম সে শক্তি খুঁজে পেলুম। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিবাদন গ্রহণ করুন, আদাব—"

বৃদ্ধ প্রস্থানোদ্যত হইলেন, মহিমা-দেবী স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "আতিথ্য—?"

বৃদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সেনাপতির আদেশ, এক মুহূর্ত্ত সময় বৃথা অপব্যয় করলে আমার প্রাণ দণ্ড হবে, ক্ষমা কর মা।—আসুন নবাবজাদা।"

ইস্মাইল স্তব্ধ মুহ্যমান হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল। কেহ লক্ষ্য করে নাই,—তাহার চোখে কি অস্বাভাবিক উদ্‌ভ্রান্ত-বিকলতা-ঘোর ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুন্দর-তরুণ মুখমণ্ডল কি অসহনীয় নিগূঢ়-যন্ত্রণা-পীড়নে, গাঢ়-নীল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল!—প্রস্থানোদ্যত উজীরের দিকে চাহিয়া সে সহসা উন্মাদের ন্যায় বিকট-গর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"উজীর সাহেব, ফিরিয়ে দাও পরোয়ানা, আমি প্রাণদণ্ড চাই, এ মুক্তি একান্ত অসহ্য—উঃ!—"প্রচণ্ড মানসিক-উত্তেজনা সংঘাতে সংজ্ঞা-হীন হইয়া ইস্মাইল সহসা মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল!

মত-দ্বন্দ্বে পরাস্ত হইয়া রতন সিংহ বিরক্ত ভাবে ঠোঁট

কাম্‌ড়াইয়া, নীরবে ঘটনাস্রোত লক্ষ্য করিতেছিলেন, কোন কথা বলেন নাই। ঠিক করিয়াছিলেন, আর বলিবার প্রয়োজনও নাই! স্বেচ্ছাচারী শুদ্ধেন্দু যথেচ্ছ কায করিয়া যাউক!—কিন্তু ইস্‌মাইল মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িতেই, তাঁহার সমস্ত বিরাগ-বিতৃষ্ণা মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল; এক লম্ফে নিকটস্থ হইয়া মূৰ্চ্ছিত-দেহটি সযত্নে বুকে তুলিয়া লইয়া স্নেহময় স্বরে ডাকিলেন,—"নবাবজাদা,—ভাই-?"

উত্তর পাওয়া গেল না। শুদ্ধেন্দু ত্রস্তে আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "শুশ্রূষার প্রয়োজন। উজীর সাহেব, আপনি অগ্রসর হোন, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমরা আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হব। রাজপুতের প্রতিশ্রুতির উপর আপনারা বিশ্বাস রাখ্‌বেন।"

উজীর বিনাবাক্যে বিদায় লইলেন। রতন সিংহ ইস্‌মাইলকে লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "মহিমা, এক পিয়ালা সুরা, কিঞ্চিৎ সরবৎ আর খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আমার তাঁবুতে এস; নবাব কুমার বড়ই শ্রান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, কিছুক্ষণ রীতিমত শুশ্রূষা চাই—।" আদেশ দিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

শুদ্ধেন্দু ও মহিমা-দেবী পরস্পরের মুখ চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিল। শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "ভট্টিবীরের প্রকৃতি বেশ চমৎকার!"

প্রসন্ন-স্মিত মুখে মহিমা-দেবী "চিরদিনই এই এক রকম দেখছি—কঠোরতাও যত, করুণাও তত! যাক, আপনার কায শেষ হয়েছে, এবার আহার বিশ্রামের আয়োজন করি?—"

শুদ্ধেন্দু উত্তর দিলেন, "আগে নবাব-কুমারের ব্যবস্থা করে,—তারপর। সাগর তুমি থাক, কিছু কথা আছে—!"

সহচরীর দিকে চাহিয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "গঙ্গা এস মা, সাহায্য কর্‌তে হবে।"

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ একটা শিলা খণ্ডে বসিয়া, সাগরকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন। গোপনীয় কথাবার্ত্তার উপক্রম দেখিয়া, দ্বার সমীপস্থ অনুচরমণ্ডলী শিষ্টাচার জ্ঞানের অনু-রোধে,—নিঃশব্দে অভিবাদন করিয়া যে যার নিজ কাযে চলিয়া গেল। সকলের মুখেই ক্ষুব্ধ-হতাশার চিহ্ন! অকস্মাৎ একি হইল!

শুদ্ধেন্দু সিংহ সাগরের হাত ধরিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আবাল্যের বিশ্বস্ত-অনুচর, স্নেহাস্পদ সুহৃদ তুমি। আজ যে কাযে হস্তক্ষেপ করেছি, এতে আমার জন্য সবচেয়ে মনোবেদনা বেশী তোমারি; সেটা ঠিক বুঝ্‌ছি, সেই জন্য তোমার কাছেই সকলের আগে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌ছি।—"

সাগরের চক্ষে দর্‌ দর্‌ ধারে অশ্রুস্রোত ছুটিল। দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"আর কিছু নয়, এ কাযে আপনি যে শত্রু-মিত্র সকল সমাজের বিরাগ-বিদ্রূপের পাত্র হ'লেন।"

শুদ্ধেন্দু প্রশান্ত হাস্যে বলিলেন, "তা জানি সাগর, আজ থেকে স্বাধীনতা প্রিয় রাজপুতের গৌরবের ইতিহাস থেকে আমার নাম চিরদিনের জন্য লুপ্ত হোল! কিন্তু তুমি তার জন্য ক্ষুব্ধ হোয়ো না; গীতার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায় স্মরণ কর,—'যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্। আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি…।" স্মরণ আছে?

চক্ষুর জল মুছিয়া যুক্ত করে ললাট স্পর্শ করিয়া সাগর বলিল, "আছে। কিন্তু আমার জননীর ভবিষ্যৎ?"

অপার্থিব আনন্দ-প্রফুল্ল-বদনে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "তিনি কর্ম্মযোগকে, আমাদের চেয়ে ভাল রকম চিনেছেন, কর্ম্মভোগে তাঁর স্পৃহা নাই।—ওকি কোলাহল সাগর............? বাইরে শোন—এ কি?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভুর সহিত চমকিয়া সাগর সিংহ বাহিরের দিকে যাইতে উদ্যত হইল,—সহসা বাধা পড়িল! রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে নবাব মহবুব খাঁ বেগে শিবির মধ্যে ঢুকিয়া উন্মত্তের ন্যায় চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, "কই, পরোয়ানা কই মহাশয়?—"

অসি-কোষে হস্তার্পণ উদ্যত শুদ্ধেন্দু সিংহ, প্রশ্ন শুনিয়া হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "পরোয়ানা আপনাদের শিবিরে প্রেরিত হয়েছে,—আপনি?—"

সাগর অভিবাদন করিয়া সসম্মানে বলিল, "নবাব মহবুব খাঁ বাহাদুর।"

শুদ্ধেন্দু ক্ষণকাল বিস্ময়-নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ইনিই সেই মান্যবর মহানুভব ব্যক্তি! নবাব সাহেব, স্বাগতম্—"

ক্ষিপ্ত-অপ্রকৃতিস্থভাবে সংক্ষেপে প্রত্যভিবাদন করিয়া নবাব মহবুব খাঁ বলিলেন, "পরোয়ানা চলে গেছে?"

শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "গেছে, যথারীতি স্বাক্ষর করে দিয়েছি।

আমি সূর্য্যাস্তের মধ্যেই আপনাদের শিবিরে পৌছাবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছি।—”

মহবুব খাঁর মুখমণ্ডলে একটা উৎকট ভীষণ ভাব ফুটিয়া উঠিল; তীব্রস্বরে বলিলেন, “আমার পিতৃবংশের কুলাঙ্গার সেই নির্লজ্জ-ভিক্ষুক ইস্‌মাইল, সে কোথা ?—”

শুদ্ধেন্দু বলিলেন, “তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প’ড়েছেন, শুশ্রূষার জন্য তাঁকে অন্য তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনি বসুন, বিশ্রাম করে সুস্থ হোন।”

“সুস্থ!”—মহবুব খাঁর মুখের উপর কে যেন বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া মারিল!—পিছু হটিয়া তীব্র কঠোর স্বরে বলিলেন, “আমার কাছে ঐ অসহ্য বাণী উচ্চারণ করবেন না। চেয়ে দেখুন,—ছুরিটা কার রক্তে রঞ্জিত ক’রে এনেছি জানেন? আপনার আত্মীয় ভূপ সিংহের কৃতঘ্নতা বিষাক্ত রক্তে! তিনি এই কু-চক্রান্তের প্রধান মন্ত্রী, তাঁরই পরামর্শে এই অপূর্ব্ব-সুন্দর ভিক্ষার আয়োজন। নির্ব্বোধ ইস্‌মাইল,—কাণ্ডজ্ঞান হীন মূর্খ, আলাউদ্দীন সাহেবের হাতে কলের পুতুলের মত—”

বাধা দিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, “নবাব সাহেব,—কিসে-কি হয়েছে, শোনবার জন্য আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নাই, আমি শুধু স্বধর্ম্ম পালনের জন্য সত্যরক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছি—। অনাবশ্যক প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন,—ভূপসিংহের কথা কি ব’ল্‌ছেন?”

মহবুব খাঁ বলিলেন, “তিনি প্রহরীর ছদ্মবেশে, আমার ভাই-য়ের পথ প্রদর্শক হয়ে এখানে এসেছিলেন, চিন্‌তে পারেন নাই?

যখন এখান থেকে পদাঘাতে বিপন্ন হয়ে ফিরে পালান,—তখন আমার হাতে বন্দী হন, আমায় আক্রমণ করেছিলেন, আমি তাঁকে হত্যা করেছি। মৃত্যুকালে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ ক'রে গেছেন, সেখান থেকে আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছি, এবার ইস্‌মাইলকে চাই—"

শুদ্ধেন্দু সিংহ দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মহবুব খাঁ ঘৃণা-তপ্তকণ্ঠে বলিলেন,—"জগতের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় আমার সমস্ত সূক্ষ্ম-সুকুমার বোধশক্তিগুলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আপনি আমায় ঘৃণা করুন, অবজ্ঞা করুন, কোন আক্ষেপ নাই—"

শুদ্ধেন্দু সিংহ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বেদনাহতকণ্ঠে বলিলেন, "ঘৃণা? কাকে ঘৃণা কর্‌ব নবাব সাহেব? পৃথিবীর মানুষ,—পরমেশ্বরের পরম সুন্দর সৃষ্টিকে! অসাধ্য! কিন্তু বড় আক্ষেপ—বড় গভীর মর্ম্মবেদনা বোধ হচ্ছে, নবাব সাহেব,—উদার হৃদয় আপনি,—আপনিও দুর্ব্বলচেতা মানুষের চৈতন্য সম্পাদনের উপায়, একমাত্র প্রাণদণ্ডই স্থির করেছেন?—"

বাধা দিয়া উৎক্ষিপ্তচিত্তে মহবুব খাঁ বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, যা করেছি যা করব, তার ভাল মন্দের বিচার এখন নয়, এর পর। কুলাঙ্গার ভ্রাতার রক্তে, পিতৃবংশের উজ্জল সম্মান গৌরবের তর্পণ আগে শেষ করি, তার পর—। কই আমার ভাই কই?"

শুদ্ধেন্দু সিংহ বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃপ্তভাবে বলিলেন, "আমি!—নবাব, আগে আমি! আমি সত্যরক্ষায়

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আপনার ভাইয়ের হৃদ্‌পিণ্ড আচ্ছাদন ক'রে আমার হৃদ্‌পিণ্ড বিস্তৃত হয়েছে,—লক্ষ্য ঠিক করুন—"

মহবুব খাঁ ছুরিকা ফেলিয়া নত শিরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ নিকটে আসিয়া সাদরে হাত ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মানুষের ভুলকে মানুষের হৃদয় নিয়ে সংশোধন করুন—মানুষ আপনি। হিংস্র-উন্মাদনায় নিষ্ঠুর শোণিত-যজ্ঞে নিজের মনুষ্যত্ব আহুতি দেবেন না। জগতে নির্ব্বোধের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী,—আমি নিজেই একজন মহা নির্ব্বোধ।—পদে পদে ভুল করে চলাই আমাদের স্বভাব—"

সহসা সবেগে ফিরিয়া উদ্‌ভ্রান্ত-বিকলকণ্ঠে মহবুব খাঁ বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রস্তুত আছেন? ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য, তরবারি খুলে আমার সাম্‌নে একবার দাঁড়াতে পারেন?"

হাসিমুখে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "সাহ্লাদে! কিন্তু আপাততঃ অনুগ্রহ করে যদি দীনের শিবিরে পদার্পণ করেছেন, তা হ'লে অতিথি-সংকারের অবসর দানে আমায় কৃতার্থ করুন।"

দুই হাতে মাথা চাপিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম হয়েছে, সত্যই হয়ত এবার উন্মাদ হয়ে উঠ্‌ব! আলাউদ্দীন সাহেবের সাদর অনুগ্রহে,—সমস্ত জীবনটা, জ্বলন্ত-অপমানের মর্ম্মান্তিক উপহাস হ'য়ে উঠেছে, এবার উন্মত্ততা লাভ খুবই সহজ! কিন্তু পাগল হওয়ার স্বাধীনতা এখন আমার নাই, কিছুতেই নাই,—এখন আমায় প্রাণপণে প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে হ'বে। মূর্খ ইস্‌মাইলের মূর্খতা ত্রুটি অবলম্বনে, মহা বুদ্ধিমান আলাউদ্দীন

সাহেব আপনার স্বাধীনতা হরণ ক'রলেন,—এবার আমার পাগল হওয়া আর চলে না, কোন মতেই না! বিদায়—"

মহবুব খাঁ, উদ্ভ্রান্তের ন্যায় কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বাহিরের দিকে ছুটিতে উদ্যত হইলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ ত্রস্তে হাত ধরিয়া থামাইয়া সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন থাকে ত—"

ক্ষিপ্তস্বরে মহবুব খাঁ বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন! ইহজীবনের মত নিষ্প্রয়োজন! তাকে হত্যা কর্‌বার সুযোগ থাক্‌লে সাক্ষাৎ চাইতাম; কিন্তু মহাশত্রু আপনি,—মহাশত্রুর উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়ে আমায় চির অনুতপ্ত ক'রে রাখ্‌লেন। আপনাদের সত্যনিষ্ঠার ভীষণ নির্ভীক তেজ জানি,—আপনাদের এ উদার সরলতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার চেয়ে অভিশাপ দেওয়াই উচিত।.........আমার সমস্ত অন্তর, উন্মাদ-যন্ত্রণায় ভরে উঠেছে, বিদায় দেন, শিবিরে সাক্ষাৎ হবে। আতিথ্য স্বীকারে সামর্থ্য নাই, ভবিষ্যত-শত্রুতার পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে; অসৌজন্য ক্ষমা কর্‌বেন।"

শিবিরের বাহিরে মহবুব খাঁর অশ্ব দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি লম্ফ দিয়া আরোহণ করিয়া, তীব্র কশা প্রহার করিলেন। তেজস্বী অশ্ব এক মুহূর্ত্তে শিবির-সীমা অতিক্রম করিয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া অন্তর্দ্ধান হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইস্‌মাইল সুস্থ হইল। শিবিরের সকলের মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হইল। শুদ্ধেন্দু সিংহ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রতন সিংহ শিবির ভঙ্গ করিয়া সসৈন্যে যশল্মীর প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন; স্থির হইল, মহিমাদেবী, ভ্রাতার সঙ্গে, আপাততঃ যশল্মীর রাজ্যে গিয়া পিতৃভবনেই থাকিবেন। সাগর সিংহ অন্যান্য সহচরগণ সহ মহিমাদেবীর কাছেই থাকিবে। প্রভুর স্বাধীনতা লাভ প্রতীক্ষায়, নিঃশব্দ-ধৈর্য্যে অপেক্ষা করিবে। তার-পর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে হইবে।

সত্যনিষ্ঠ রাজপুত যখন কর্ত্তব্য-সাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিত, তখন তাঁহাদের কথাবার্ত্তার কোলাহল স্তব্ধ হইয়া যাইত। শুদ্ধেন্দু সিংহ যখন সত্যরক্ষার জন্য নিঃশব্দে সুপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন আপত্তি করে কে? অনুচরবৃন্দের অসন্তোষ-চাঞ্চল্য, মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব দূর হইল, মুখ বুজিয়া সবাই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে মনোযোগী হইল। প্রভুভক্ত অনুচরগণ, অকপট ভক্তিভরে "স্বামীধর্ম্ম" স্মরণ করিয়া প্রভুর আদেশ পালনে তৎপর হইল। সকলেই বাহিরে ধীর শান্ত,—অন্তরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! ধর্ম্মের

অনুরোধে যে প্রভু, শক্রকে স্বাধীনতা দান করিলেন,—ধর্ম্মের অনুরোধে তাহারাও সে প্রভুর জন্য প্রাণ দান করিবে,—ইহা তাহাদের কাছে অত্যন্তই সহজ নিয়ম! ইহার জন্য স্বামীধর্ম্মব্রতী রাজপুত-সন্তান, কিছুমাত্র দ্বিধা কুণ্ঠা অন্তরে স্থান দেওয়া—ঘোরতর কপটতা ও অধর্ম্ম বলিয়াই মনে করে। দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়-সম্মান-গৌরব তাহাদের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রাণের তরফ হইতে একমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠা ছাড়া আর কোন পার্থিব দুঃখ ক্ষতিকে গ্রাহ্য করা, সে জাতির কাছে ঘোর কাপুরুষতা! সেই জন্যই এ জাতির জননীগণ হাসিমুখে জগত স্তম্ভনকারী জহর-ব্রত পালন করিতে পারিতেন—নিরঙ্কুর নির্ম্মমতায়!

শুভ্রেন্দু সিংহের অশ্ব প্রস্তুত হইল। পদোচিত সুদৃশ্য মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, রাজপুত প্রথামতে কর্ণে তুলসীপত্র ও গলদেশে শালগ্রাম শিলা ধারণ করিয়া, সশস্ত্র বেশে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহিমা-দেবী অনতিদূরে নিজের স্বতন্ত্র বস্ত্রাবাসের দ্বারে দাঁড়াইয়া, প্রসন্নমুখে সহচরীদের সহিত কথা কহিতে কহিতে, শান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া—স্বামীর বিদায়-দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। রাজপুতবালার জীবনে ইহা নিত্য-অভ্যস্ত-ব্যাপার! যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য—তাহার সাম্নে, দৌর্ব্বল্যভরে হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িয়া চোখের জলে দিশাহারা হইতে রাজপুত কন্যা জানে না। তাহাদের জীবনে নিষ্ফল ক্রন্দনের অবসর—অতি অল্প!

সহচরীগণের সকলের মুখ বিষণ্ণ। প্রধান সহচরী গঙ্গা,—মহিমা-দেবীর সমবয়সী ছিল, নানা কারণে মহিমা-দেবীর স্নেহ-প্রশ্রয় পাইয়া, তাহার সাহসটা কিছু অতিরিক্ত রকমের হইয়া দাঁড়াইয়া-

ছিল! সে সুস্পষ্ট বিরক্তির সহিত—এই আকস্মিক কাণ্ডটার অযৌক্তিকতা লইয়া রাজপুত বীরগণের বীর ধর্ম্মের আইন-কানুনের উদ্দেশে অনেক চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিতেছিল,—এই অদ্ভুত বীরত্বপ্রিয় রাজপুতজাতির বীরত্ব যতই অসাধারণ হউক, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারিক বুদ্ধির মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ব্বরতার গোঁজামিল আছে,—সে বিষয়ে গঙ্গা আজ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া পড়িয়াছে। রাগের মাথায়, গঙ্গার মুখ দিয়া এমন সব কঠোর-অপ্রিয় মন্তব্য বাহির হইতেছিল, যাহা কোন উদার-বীরত্ব-প্রিয় রাজপুত যোদ্ধার আদৌ শ্রুতি-সুখকর হইবার যোগ্য নয়, বা কোন বীরভক্ত চারণ কি ভট্ট কবির গাঁথায় মধ্যে সমাদরে স্থান পাইবার উপযুক্তও নয়! মহিমা-দেবী শুনিতেছিলেন, আর নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন!

ছদ্ম-প্রহরীবেশী, জাঁফর খাঁ ও ভূপসিংহের সহিত বন্দী ইস্‌মাইল আসিবার সময় নিকটে একটা বনের মধ্যে নিজ ঘোড়া রাখিয়া আসিয়াছিল। রাজপুত সৈন্যগণ তাহার ঘোড়া আনিয়া "দানা-পানি" খাওয়াইয়া তাজা করিয়া দিল। ইস্‌মাইল ম্লানমুখে রাজপুতগণকে অভিবাদন করিয়া ঘোড়ায় উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক, দৃষ্টি বিষাদ-ব্যাপ্ত!

বিষণ্নমূর্ত্তি ইস্‌মাইলকে ঘোড়ায় উঠিতে দেখিয়া মহিমা-দেবী একটু যেন আহত-কুণ্ঠিত অন্তরে দ্বারদেশ হইতে সরিয়া গেলেন। ভিতরে বিস্তৃত পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিলেন, "দৃশ্যটা ভাল ক'রে দেখে নাও, তোমরা গঙ্গা। যশল্মীরে ফিরে গিয়ে ভ্রাতৃ-জায়া ঠাকুরাণীদের কৌতূহল-স্পৃহা চরিতার্থ করতে হবে।

গঙ্গা অপ্রসন্ন-ভ্রুকুটি-সহকারে বাহিরের দিকে চাহিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "এর মধ্যে ভাল ক'রে দেখ্‌বার মত সামগ্রী কোন কিছুই ত দেখ্‌ছি নে। এর জন্যে রাজকুমার-বধূ-ঠাকুরাণীদের কৌতূহল হওয়াই অন্যায়।"—

হাসিয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "ভগবতী আদ্যাশক্তি—"

চটিয়া উঠিয়া গঙ্গা বলিল, "হয়েছে মা, আর আদ্যাশক্তির দৃষ্টান্ত তুলে কায নাই, আমি ক্ষুদ্রশক্তি মানুষ,—এ সব বিট্‌কেল কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে আমার বাপু হাড় জর্ জর্ হয়ে উঠেছে,—এর ওপর—"

"গঙ্গা দিদি—" পার্শ্বস্থ বালিকা সহচরী গঙ্গাকে এক ঠেলা দিয়া ত্রস্তে বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কি দেখাইল। গঙ্গা উদ্‌গ্রীব-কৌতূহলে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে কি দেখিতে লাগিল।

হাসিয়া মহিমা-দেবী কি একটা পরিহাস করিতে উদ্যত হইলেন—কিন্তু তার আগেই গঙ্গা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "রাজকুমার, সিংহ ঠাকুরকে নিয়ে এইখানে আস্‌ছেন।"

মহিমা-দেবীর অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না করিয়া গঙ্গা, সহচরী-দের লইয়া ত্রস্তে সরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তি শুদ্ধেন্দু সিংহ দ্বার সম্মুখে দেখা দিলেন,—তাঁহার অধর প্রান্তে স্মিত-সুন্দর হাসির রেখা!—

মহিমা-দেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ স্নিগ্ধ কৌতূহল-পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ভট্টি রাজকুমারের আদেশ, সাগরের অনুরোধ,—তোমার কাছে নিভৃতে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। লৌকিক-

তার উৎপীড়নে বাধ্য হ'য়ে আবার এই হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের জন্য ফিরে আস্তে হোল। বল ত দেবি, এ আয়োজনের অর্থ কি—"

"নিরর্থক লৌকিকতা মাত্র!" সলজ্জ হাস্যে নত মুখে উত্তর দিয়া,—মহিমা-দেবী প্রণাম করিলেন। প্রসন্ন-সুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "আমার এই মানসিক টুকু সকলের অজ্ঞাতে দূর থেকে পরিশোধ কর্‌ব ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আপনি নিজে এসে সুব্যবস্থায় সাহায্য কর্‌লেন! লৌকিকতার অনুগ্রহে আমার লাভ এই!"

পত্নীর সুকোমল হাত দুইখানি মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু আশীর্ব্বাদ করা উচিত, কি আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে, নির্দ্দেশ কর দেবি।—"

স্নিগ্ধ—ধীর কণ্ঠে মহিমা-দেবী উত্তর দিলেন—"নিষ্কাম কর্ম্মব্রতী সন্ন্যাসীর যোগ্য আশীর্ব্বাদ—যা হওয়া উচিত!"

শুদ্ধেন্দু সিংহ নীরব! শান্ত-স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর তরুণ-লাবণ্য-উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যৌবনের উদ্দাম-লালসা-পুষ্ট মনোবৃত্তির,—উন্মাদনা-মদিরার উৎকট-আঘ্রাণে,আজও তাঁহার সতেজ-নবীন-মস্তিষ্ক, উত্তেজনা-বিকৃত হয় নাই,—তাঁহার দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র কামনা-চাঞ্চল্য দেখা গেল না। পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন—শুধু, সুকোমল কুমারী-হৃদয়ের শুভ্র-স্বচ্ছ স্নিগ্ধতা-সুন্দর,—মাধুর্য্য জ্যোতিঃটুকু! সে প্রশান্ত সরল দৃষ্টির মাঝে—কোন বেদনার ক্ষোভ নাই, বাসনার জ্বালা নাই!—আছে শুধু পবিত্র-উদার, সন্তোষ-প্রশান্তি!……ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া, স্নিগ্ধ-

কণ্ঠে শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ, নিষ্কাম কর্ত্তব্যপালনে জীবনের পথে শ্রেয়ঃ সার্থকতা লাভ কর। কর্ম্মবলে কর্ম্মফল খণ্ডন ক'রে,—শক্তি, জ্ঞানের জোরে মুক্তিলাভ ক'রে, বিশ্বহিতে ধন্য হও।"

মহিমা, মাটীর উপর মাথা নত করিলেন।

দুই হৃদয়ের মাঝে, যে উচ্চ সুর স্পন্দিত হইয়া উঠিল,—তাহার গম্ভীর-মূর্চ্ছনা-ঝঙ্কার,—শুধু দুজনের হৃদয়ে নহে, তাহার ঊর্দ্ধে—বহুদূর ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত—সজাগ করিয়া তুলিল। দুজনে, দুজনের মুখের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

শান্ত মুখে বিদায় লইয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ ধীর চরণে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুসলমান শিবিরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। ইস্‌মাইল খাঁর অবস্থা ব্যবস্থার কথা শুনিয়া, বড় দলের কেহ হাসিলেন, কেহ কাসিলেন, কেহ রঙ্গভরে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"তাই ত ভাব্‌তাম যে, নবাবজাদা হঠাৎ এমন চা'ল বাড়িয়ে টেক্কার ওপর টেক্কা চালেন কিসের জোরে? ও বাবা, এত কারচুপি…এবার বাইজী আর সিরাজী কি মগজের মধ্যে তুড়িলাফ খাচ্ছে? -"

একজনের প্রাণের বদলে, শত্রু সম্পর্কীয় আর একজন তৃতীয় ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্মান প্রতিভূ রাখিবার ব্যবস্থা শুনিয়া বুদ্ধিমানের দল মাথা নাড়িয়া বলিল, "জাঁহাবাজী চা'ল বটে, কিন্তু……।"

কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যেই ইস্‌মাইলের সঙ্গে শুদ্ধেন্দু সিংহ সত্যই শিবিরে পৌঁছিলেন। বিস্ময়াপন্ন বড় দলের মানুষরা সন্ধ্যার দরবারে উপস্থিত হইয়া মজা দেখিবার জন্য দরবারি পোষাক পরিতে ব্যস্ত হইলেন। শিবিরে নূতন হুলুস্থুল পড়িল।

ছোট দলের সবাই দূর হইতে হুজুকের তাড়ায় হাঁপাইয়া সারা হইতেছিল। নুরুদ্দীন সকল দলের সংবাদ রাখে,—সুতরাং অন্যত্র

অগ্রসরে অক্ষম ছোট দলের সবাই তাহাকেই ছাঁকিয়া ধরিল! নুরুদ্দীন উদাস-তাচ্ছীল্য সহকারে, ব্যাপারটা 'আজ্‌গবী গল্প' 'সিরাজীর কসরৎ' 'গুলির হিম্মৎ' 'গাঁজার খেয়াল' ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল, "একটা বিকট-ভীমরতি-কাণ্ড ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়।"

ছোট দল হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় দরবার বসিল। একমাত্র নবাব মহবুব খাঁ ছাড়া সকল সভাসদই উপস্থিত হইলেন। মহবুব খাঁর সংবাদ লইয়া দূত আসিল, "তিনি অসুস্থ, আসিতে অক্ষম।"

আলাউদ্দীনের ইঙ্গিতে হাকিম তটস্থ হইয়া ছুটিল; ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "উৎকট শিরঃপীড়ায়, নবাব সাহেব কাতর, ঔষধ গুণে শীঘ্র সুস্থ হইবেন, চিন্তা নাই।—"

আলাউদ্দীন সাহেব প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কার্পণ্য করিলেন না; সত্যই শুদ্ধেন্দু সিংহকে সসম্মানে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইস্‌মাইল বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, বিশ্বস্তরূপে স্বীকৃত হইল। প্রয়োজনীয় কায-কর্ম্মের পর, সে দিনের মত দর-বার ভাঙ্গিল। শুদ্ধেন্দু সিংহ, স্বতন্ত্র বস্ত্রাবাসে হিন্দু প্রথামতে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সেবকগণ সহ সসম্মানে বাসের অনুমতি পাইলেন।

দুই তিন দিন কাটিল। শুদ্ধেন্দু দেখিলেন, এই বন্দীত্বের মধ্যে —তাঁহার স্বাধীনতার আনন্দ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে! কোন দিকে এতটুকুও অসুবিধা নাই। চারিদিকেই তাঁহার স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দের জন্য সুপ্রচুর আয়োজন,—সকলের ব্যবহারই বেশ সৌজন্যপূর্ণ। শুদ্ধেন্দু দেখিয়া শুনিয়া মনে মনেই বেশ একটু

বিস্মিত হইলেন! আর বিস্মিত হইলেন, নবাব মহবুব খাঁর ব্যবহারে! নবাব পীড়ার অছিলায় নিজের শিবির ছাড়িয়া বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছেন—দর্শনার্থী বন্ধু-বান্ধবদের প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন,—স্বয়ং আলাউদ্দীন সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন পাইতেছেন না। ইস্‌মাইল ভয়ে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। নবাব বহির্জগতের সকল মানুষের সহিত সংবাদ দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, শুধু সংবাদ পাঠাইতেছেন—শুদ্ধেন্দু সিংহকে! শুদ্ধেন্দু বিনা প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে সংবাদ পাইলেন—কুমার রতন সিংহ শিবির ভঙ্গ করিয়া নিরাপদে যশল্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন,—নবাব মহবুর খাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য রজ্জব তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া দেবগিরির সীমা পার করিয়া দিয়া আসিয়াছে। যাত্রা-পথে যাহাতে তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অসুবিধা না ঘটে—নবাব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শুদ্ধেন্দু সিংহ বিনয় সহকারে ধন্যবাদ জানাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নিজের অবস্থার অনুপযোগী-স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বিরক্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না,—নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দর্শন চাহিলেন না। বেশ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে নিজের অধিকার সীমার মধ্যে থাকিয়া, শান্ত-সংযত চিত্তে শাস্ত্র পাঠ করিয়া পূজা অর্চ্চনা লইয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে সৈন্যাধ্যক্ষগণের কেহ কেহ আলাপচারী করিতে আসিতেন, কেহ বা সখের মাথায় শুদ্ধেন্দুর অস্ত্রচালনা বিদ্যার পারদর্শিতা পরীক্ষা লইতেন, কেহ বা সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে রাজপুত জাতির আচার ব্যবহারের সন্ধান জানিতে উৎসুক হইতেন। শুদ্ধেন্দু

সিংহ সকল সংসর্গেই প্রসন্ন নির্ব্বিকার চিত্ত! অতি বড় বিরুদ্ধ-স্বভাব মানুষের সংসর্গ-সংঘাতেও তাঁহার ধৈর্য্য টলিত না। সকল অবস্থাতেই তিনি সংযত, উদার, প্রশান্ত, নির্ভীক!

সুদক্ষ সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সংগ্রহ করিবার আগ্রহটা সে সময় আলাউদ্দীন সাহেবকে যেন পাইয়া বসিয়াছিল! দেবগিরি অধিকার করিয়া তিনি প্রচুর উৎসাহে, বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া,—সে অঞ্চল হইতে হিন্দু সৈন্য যোগাড় করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। দেবগিরির রাজনৈতিক গগন মেঘশূন্য ছিল,—প্রজারা যুদ্ধ ব্যবসায় ভুলিয়া, শান্তিপ্রিয় রাজার অধীনে নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করিয়া, কৃষি ও বাণিজ্য লইয়া বেশ নিরুদ্বেগে দিন কাটাইতেছিল,—তার মাঝেই অকস্মাৎ আলাউদ্দীন সাহেবের আবির্ভাব! যুদ্ধের প্রথম তরঙ্গ-আলোড়ন থামিল, দেবগিরির রাজা অধীনতা স্বীকার করিলেন, সুতরাং বিজয়ী আলাউদ্দীনের ঘোষণায় প্রজারাও লাঙ্গল ছাড়িয়া তলোয়ার ধরিতে খুব উৎসাহী হইল। আলাউদ্দীন বাছিয়া বাছিয়া বিস্তর সৈন্য যোগাড় করিলেন,—আরও যোগাড় চলিল। অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষদের সহিত শুদ্ধেন্দুসিংহ এই সব সৈন্যের শিক্ষকতার ভার পাইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কায আরম্ভ করিলেন।

শুদ্ধেন্দুসিংহ যে দিন প্রথম কাযে হাত দিলেন,—সেই দিন সন্ধ্যার সময় বিনা সংবাদে সহসা মহবুব খাঁ শুদ্ধেন্দু সিংহের শিবিরে ঢুকিলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ অভ্যর্থনা করিয়া সসৌজন্যে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নবাব সংক্ষেপে সে কথার উত্তর দিয়া, সৈন্য দলে শিক্ষকতা সম্বন্ধে শুদ্ধেন্দুসিংহকে কয়েকটা প্রশ্ন করিলেন। তার পর দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া—তিক্ত শ্লেষের সহিত বলিলেন,

"আলাউদ্দিন সাহেবকে খুব চিনেছি,—এইবার নূতন শয়তানী-খেলা জুড়্‌তে সুরু ক'র্‌লেন—বহুৎ আচ্ছা!—" কথার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন।

পরদিন প্রভাতেই শিবিরে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! শুদ্ধেন্দু সিংহ শুনিলেন, নবাব মহবুব খাঁ সামান্য একজন অনুচর মাত্র লইয়া দিল্লীর পথে রওনা হইয়াছেন! সংবাদ শুনিয়াই আলাউদ্দীন সাহেব শিবির ভঙ্গ করিয়া আজই দিল্লীর পথে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুদ্ধেন্দু সিংহ ভ্রাতার সঙ্গে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অবধি ক্রমাগত অবস্থা-সঙ্কটের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া চলিতেছেন, —অবস্থা-দ্বন্দে তাঁহার বিরক্তি নাই। মানুষের প্রকৃতি পার্থক্য,—মনস্তত্ত্বের দুজ্ঞের্য় জটিলতা,—নবাবী-বাদশাহী চালের খামখেয়ালী —উচ্ছৃঙ্খলতা—অত্যাচার লইয়া, আকস্মিক বিশ্রাম ভঙ্গে বিরক্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ যখন বহু-মত-গুঞ্জণ সহ অপ্রসন্নভাবে ঘোড়ায় চড়িলেন; শুদ্ধেন্দুসিংহ তখন ঘোড়া সাজান শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মুখে মধুর-স্মিত হাস্য হাসিলেন!

বাদশাহী সৈন্য সামন্ত কুচ্‌ করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। বিরাট সৈন্য-বাহিনী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলম খাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া, আলাউদ্দীন স্বয়ং একদল দ্রুতগামী সওয়ার লইয়া মহবুব খাঁকে পথের মধ্যেই ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহবুব খাঁ ততোধিক দ্রুতগমনে চলিয়াছেন, কাযেই সহজে ধরা হইল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা আলাউদ্দীন সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র,—সঙ্কল্প-সাধনে তাঁহার জেদ

দুরন্ত, বুদ্ধি-কৌশল অনন্ত,—ধৈর্য্য ও সাহস অপরিসীম!—অবিশ্রাম ছুটিলেন। বহুদূর আসিয়া মহবুব খাঁর সাক্ষাৎ মিলিল। আলাউদ্দীন তাহার গতিরোধ করিয়া আদেশ দিলেন, "সসৈন্যে রাজধানী প্রবেশ করা হবে, অপেক্ষা কর।"

নিগূঢ় দুর্জ্জয় অপমান ব্যথায় মহবুব খাঁর অন্তর জ্বলিতেছিল,—মাত্র সত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রার জন্য, আলাউদ্দীন সাহেব, আত্মীয়তার দাবীর জোরে, নির্ব্বোধ ইস্‌মাইলের দ্বারা যে কাণ্ড করিয়াছেন,—সে কাণ্ড সুলতান জালালউদ্দীনের কর্ণগোচর করিয়া ব্যাপারটার যথোচিত প্রতিবিধান করাইবার উদ্দেশ্যেই, মহবুব খাঁ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আলাউদ্দীন তাঁহাদের শাসন বিচারের মালিক, এখন আলাউদ্দীনের উপর তাঁহাদের কথা চলিবে না,—যুদ্ধক্ষেত্রে আলাউদ্দীনকে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মানিতেই হইবে। কিন্তু ঘরের ভিতর সকলের উপর সর্ব্বেসর্ব্বা—ন্যায়বান ধর্ম্মভীরু প্রজারঞ্জক সম্রাট আছেন; মহবুব খাঁ এ অবিচারের, ন্যায় বিচার চাহিবেন এবং নিঃসংশয়ে পাইবেনও—তাঁহারই কাছে! সুলতান জালালউদ্দীন, ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া আলাউদ্দীনের এ হঠকারিতা কখনই সমর্থন করিবেন না, সে বিষয়ে মহবুব খাঁর লেশমাত্র সন্দেহ নাই! সেই জন্য মহবুব খাঁ, আলাউদ্দীনকে লঙ্ঘন করিয়া অকুতোভয়ে মাতুলের কাছে চলিয়াছে। পথে আলাউদ্দিন আট্‌কাইতে, ক্রোধে, অভিমানে মহবুব খাঁ আগুন হইয়া উঠিলেন। বিদ্রোহক্ষিপ্ত চিত্তে বলিলেন, "ভাল, আপনিই আগে রাজধানী যান, আমি কোরা প্রদেশে তাঁবু ফেলে বসি, এর পর মাতুলের কাছে বিদায় নিয়ে, স্বদেশ যাত্রা ক'রব।"

আলাউদ্দীন সাহেব অবস্থাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতেছিলেন। ইস্‌মাইলের শাসন বিচারের ব্যাপারে তিনি মাথা খাটাইয়া যে কূট রাজনৈতিক খেলাটা খেলিয়াছেন, সে'টার জন্য স্বর্গের দেবতা কি নরকের দ্বারপাল কাহারও কাছে মাথা হেঁট করিয়া ক্ষমা চাহিতে তিনি রাজী নহেন। রাজনৈতিক স্বার্থের অনুরোধে রাজনীতি অনুসারে কায করিয়াছেন,—শুদ্ধেন্দু সিংহের মত জনকয়েক হিন্দু বীরকে হস্তগত করা চাই-ই,—হিন্দুস্থান জয় করিবার জন্য তাহাদের সাহায্য চাই। অতএব ছলে, বলে, কার্য্যোদ্ধার করিবার পক্ষে কোন দোষই তিনি ধরিতে ইচ্ছুক নহেন। সূক্ষ্ম সম্মান-জ্ঞানে সুপণ্ডিত মহবুব খাঁ, মানের কান্না লইয়াই অস্থির—কাজেই ক্ষমা, ঘৃণার উপর অবজ্ঞা করিয়া মহামান্য আলাউদ্দীন সাহেব, খাতির-নদারদ্‌ চা'লে তাঁহাকে এড়াইয়া, ইস্‌মাইলের উপর স্বাধীন ভাবে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, নিশ্চিন্ত সুপ্ত মহবুব খাঁকে কিছুই জানিতে দেন নাই, সব গোপন রাখিয়াছিলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ কৌশলে হস্তগত হইয়াছেন, এইবার মহবুব খাঁর বিদ্রোহ-দর্পের মাথায় বজ্রাঘাত করা চাই! কূট-কৌশল-প্রিয় আলাউদ্দীন সাহেব একটা ভয়াবহ দুঃসঙ্কল্পে মনোনিবেশ করিলেন।

আলাউদ্দীনকে সম্রাট কোরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের আদেশে মহবুব খাঁ, কোরায় তাঁবু ফেলিলেন, আলাউদ্দীন তাঁহাকে ঠিক নজরের উপর নজরবন্দী রাখিয়া নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। ক্রমে পিছনের সৈন্যদল ধীরে ধীরে আসিয়া জুটিল, দিল্লীতে সংবাদ পৌছিল,—পরম স্নেহ-শীল পিতৃব্য

সম্রাট//বিজয়ী বীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য বিরাট অভ্যর্থনা-উৎসবের আয়োজন করিলেন।

কিন্তু আলাউদ্দীন সাহেব অসাধ্য-সাধনে মন্ত্রসিদ্ধ! পিতৃব্যের সাদর আহ্বানে,—ভক্তিসহকারে সম্মান জানাইয়া পত্র লিখিলেন। রাজ সভায় আলাউদ্দীন সাহেবের শত্রুর অভাব নাই, সম্রাটের বিনানুমতিতে আলাউদ্দীন সাহেব দেবগিরি জয় করিয়াছেন, ইহাতে শত্রুগণ বিদ্বিষ্ট হইয়া, নিশ্চয়ই আলাউদ্দীন সাহেবের নামে নানা কথা বলিয়া সম্রাটের "কাণ-ভারী" করিতেছেন,—অতএব সম্রাট সকাশে তিনি আসিবেন, কোন্ সাহসে! সম্রাট যদি দয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া আলাউদ্দীনকে অভয় দান করেন, তবে আলাউদ্দীন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের বিনয়-বাধ্যতায় সরল প্রাণ সম্রাটের স্নেহশীল হৃদয় মুগ্ধ-বিগলিত হইল। তিনি বিশ্বস্ত চিত্তে, ভয়ার্ত্ত শিশুপ্রাণ আলা-উদ্দীন সাহেবকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিবার জন্য স্বয়ং কোরা প্রদেশের তৎকালীন রাজধানী মলিকপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিলেন—চারিদিকে মহাধূম পড়িয়া গেল।—আগামী কল্য উভয় পক্ষের শুভ-সম্মিলন।

দিল্লী হইতে কয়জন বিখ্যাত আমীর ওমরাহ আসিয়া আলা-উদ্দীন সাহেবকে পূর্ব্বাহ্ণে অভিনন্দন করিয়া গেল। আলাউদ্দীন সাহেব প্রচুর নজর দিয়া গোপন পরামর্শে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। আলাউদ্দীন সাহেবের গোপন পরামর্শা-গারে দলে দলে বিশ্বাসী অনুচরদের ডাক পড়িতে লাগিল। অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আলাউদ্দীন মন্ত্রণাগারে কায করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন কাটিল, সন্ধ্যা আসিল। রাত্রি দ্বি-প্রহর পার হইল,তথাপি মন্ত্রণাগারের কায ফুরায় না। গভীর রাত্রে গোপনে ইস্‌মাইলের ডাক পড়িল।

ইস্‌মাইল ঘুমায় নাই, সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাউদ্দীন সাহেব তাহার শুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া সুগম্ভীর বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "কি হে, আজকের এমন কাযের রাত্রে,—তুমিও কি তোমার গর্দ্দভ দাদার মত বেয়াড়া ফকিরী চালে, অগাধ আলস্যে ঘুমিয়ে থাক্‌তে চাও ? কিছু কায কর্ম্ম ক'রে, নিজের উন্নতির পথটা সাফ্ করে ফেল না ভাই—"

ইস্‌মাইল ভয় পাইয়া বলিল,"উন্নতির পথ ? সে'টা কোন্ দিকে ?

তাচ্ছীল্য ব্যঞ্জক স্বরে আলাউদ্দীন বলিলেন, "সাম্‌নেই ! শুধু একবার সাহস ক'রে এগিয়ে পড়ার অপেক্ষা মাত্র, তার পর সব ঠিক হ'য়ে যাবে—খোরশানের নবাবী তক্ত থেকে, দিল্লীর বাদশা-হের কনিষ্ঠা কন্যা, এ্যায়াসা-খাতুনের করকমল পর্য্যন্ত সবই তোমার করায়ত্ত হ'য়ে যাবে।"

শিহরিয়া - পিছু হটিয়া ইস্‌মাইল বলিল, "শোভান্নল্লা, তোবা তোবা ! তিনি আমার দাদার বাক্‌দত্তা স্ত্রী,—এ কি জঘন্য পরিহাস, জনাব !—"

তীব্র অবজ্ঞায় আলাউদ্দীন বলিলেন, "আরে নাও, দাদার মত ধর্ম্মজ্ঞানের বুজ্‌রুকী রাখো ! ওগুলো নিতান্তই বিশ্রী—ভীরু কাপুরুষতা মাত্র ! আমি অত লজ্জা-মানের তোয়াক্কা রাখি না। সঙ্কল্প সাধনের কাছে ধর্ম্ম ভয়ের ভ্রুকুটী মানি না ! বাগ্‌দত্তা স্ত্রী, ওঃ বড় জম্‌কাল কথাই হোল, আর কি ! নির্ব্বোধ বানর

মহবুবের সঙ্গে সুন্দরী এ্যায়াসার বিবাহ! প্রস্তাবটা বৃদ্ধ জালাল-উদ্দীনের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা যাচ্ছেতাই খেয়াল মাত্র! কিন্তু আমরা বেঁচে থাক্‌তে সে কি একটা কাযের কথা হে!—"

ইস্‌মাইলের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল! জীবনে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সে কোন দিন বিশেষ কিছু চিন্তা করে নাই, সেটা ঠিক্; অগ্রজের শান্ত সততা-প্রিয় জীবনের আদর্শ, তাহার বিলাস-কৌতুক-প্রিয় জীবনের আদর্শ হইতে অনেক দূরে—তাহাও অতি সত্য; অগ্রজকে সে শ্রদ্ধাও বড় বেশী করিতে শিখে নাই, কিন্তু কেন বলা শক্ত—অগ্রজের এতটুকু স্বার্থহানি চিন্তাও তাহার কাছে অসহ্য! আলাউদ্দীন সাহেবের প্রত্যেক সুপরামর্শের মাঝে, সে যেন প্রত্যক্ষ শয়তানের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল! স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

আলাউদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, "কে আছিস্ রে, আমার উৎকৃষ্ট সিরাজীর পাত্রটা আন্, ভায়ার নিরুৎসাহ অবসাদটা দূর হোক্—"

ভূমিস্পর্শে অভিবাদন করিয়া ইস্‌মাইল সকাতরে বলিল, "মর্জ্জি রদ্ হৌক জনাব, আমি দেবগিরি থেকে শপথ ক'রে সিরাজী ছেড়ে দিয়েছি, জীবনে ও পাপ আর স্পর্শ ক'র্‌ব না।"

অট্টহাস্যে আলাউদ্দীন সাহেব বলিলেন, "বটে, বটে, আজকাল তুমি এত ভদ্রলোক হ'য়ে উঠেছ, দাদার খাতিরে! আচ্ছা ভাই, আমার খাতির,—আজকের মত খাও—"

"মাপ করুন, দয়া করে মাপ করুন। আমি খোরশানের তক্ত চাই না, সুলতানের জামাতা হ'তে চাই না; ভাইয়ের হিংসায় অন্তঃকরণ 'কাল' ক'রে, ভায়ের রক্তে হাত 'লাল' ক'রে স্বর্গের আধিপত্য আমি চাই না—"

"তোমরা এম্নিই সব অলস, নিশ্চেষ্ট-স্বভাব গর্দ্দভ বটে।—" গর্জ্জিয়া উঠিয়া আলাউদ্দীন সাহেব বলিলেন, "তোমরা জানো—আত্মীয়তার খাতির আমার কাছে নাই! স্বার্থের জন্য নিজের পুত্রকেও আমি স্বহস্তে হত্যা ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি,—একে তোমরা নৃশংসতা ব'ল্‌তে চাও বল, কিন্তু আমি ব'ল্‌ব—এর নাম বীরোচিত কর্ত্তব্য পালন! শোন ইস্‌মাইল, তোমার নাকি-স্বরের কান্নায় কর্ণপাত কর্‌বার পাত্র আমি নই, আমার এক কথা! আমি কাজের লোক, কাজ চাই—কাজের খাতিরেই তোমাদের মত ভীরু কাপুরুষ অপদার্থদের অবাধ্যতা সহ্য ক'রেও তোমাদের বেঁচে থাক্‌তে দিয়েছি,—নইলে মুর্গির মত গলা টিপে এক এক আছাড়ে তোমাদের এক একটাকে দুনীয়া থেকে বিদায় দিতাম!—অপদার্থ অকর্ম্মণ্য মানুষের নাম দুনীয়া থেকে লোপ করে দিতাম!"

ইস্‌মাইলের সর্ব্ব শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল! দুর্ব্বল বুকের মাঝে ভয়ার্ত্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা ধুক্ ধুক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল! —আলাউদ্দীনের কাছে অর্থের জন্য আনুগত্য স্বীকার করিয়া কি সর্ব্বনাশের পথেই পা দিয়াছি! যে দিন তহবীল ভাঙ্গার জন্য প্রথম ধরা পড়ে, সেই দিন হইতে এই সুমিষ্ট পদ্মমাখা পৃথিবীটা তাহার কাছে নিরেট গদ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে! আজ আলাউদ্দীন সাহেবের রক্ত-চ'ক্ষের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তাহার স্পষ্টই মনে হইল,—সমস্ত পৃথিবী উৎকট-পৈশাচিক শক্তির তাণ্ডব নৃত্যে পরিপূর্ণ! নতজানু হইয়া ইস্‌মাইল বসিল,—জীবন্মৃতের মত ভাবহীন নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রুদ্ধ-স্বরে বলিল, "গোলাম আজ্ঞাধীন, কি অনুমতি হয় বলুন!"//

আলাউদ্দীন বলিলেন, "অনুমতি,—তুমি নির্ব্বিচারে আমার আজ্ঞার ক্রীতদাসত্ব স্বীকার কর! রাজী?—"

মাথা নোয়াইয়া ইস্‌মাইল কলের পুতুলের মত বলিল, "যথা আজ্ঞা, হুকুম করুন।—"

আলাউদ্দীন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কাল, অভ্যর্থনা উৎসব ক্ষেত্রে, সম্রাট চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হবেন,—অভিভাবক-হীন-মহবুব খাঁর ছত্রশূন্য মস্তকে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তোমায় অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে হবে। তার পর, আমার সাহায্যে তুমি সমুদয় খোরশান সৈন্যের অধিনায়ক হবে,—সম্রাটের অবর্ত্তমানে সম্রাটের উত্তরাধিকারী আমি—আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার সহ এ্যায়াসা রত্ন দান ক'র্‌ব, কেউ বাধা দেবার থাক্‌বে না। অবস্থা বুঝ্‌ছ?—"

শিহরিয়া, সশঙ্ক প্রাণে ইস্‌মাইল বলিল, "বহুৎ, খুব! দাস আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত।"

অতিশয় সন্তুষ্ট ভাবে সিরাজীর পিয়ালা হাতে তুলিয়া দিয়া আলাউদ্দীন সাহেব সাদরে পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া,বলিলেন, "মনের অবসন্ন নির্জ্জীবতা দূর কর। আমাকে অতীব হিতাকাঙ্খী, আসন্ন অভিভাবক বলেই জেনো,আমার আজ্ঞাপালনে দ্বিধা কোরোনা। দিল্লীর রাজ-তক্তে ব'সে আমি তোমায় আশাতীত পুরস্কারে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব। কিন্তু সাবধান! তোমার সেই একজ্ঞায়ী উদ্ধত সহোদরের মত, আমার অবাধ্যতা কোরোনা,—আমি সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়ব! স্মরণ রেখো, যতক্ষণ সুলতান জালালউদ্দীন জীবিত আছেন,—ততক্ষণ —মাত্র ততক্ষণ! তার পর তোমাদের প্রত্যেকের প্রাণ আমার হাতের মুঠোয়!"

ইস্‌মাইল শুষ্ককণ্ঠে—এক নিশ্বাসে চোঁ—চোঁ করিয়া মদিরা-পাত্র শেষ করিল। আলাউদ্দীন বলিলেন, "যাও, এখনকার মত বিশ্রাম করগে। রাজনৈতিক-বুদ্ধি-ক্ষমতাহীন বৃদ্ধ সম্রাটকে বধ ক'রে জগতে একটা আদর্শ কীর্ত্তি কাল আমি স্থাপন ক'র্‌ব,—বিশ্বস্ত সুহৃদ তুমি, তুমিও সেই সঙ্গে ঐ অকর্ম্মণ্য নির্ব্বোধ ভাইকে হত্যা ক'রে—জগতে সৎসাহসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাও।"

মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া ইস্‌মাইল বাহিরে আসিল। উৎকট গ্লানির বিষে তাহার সর্ব্বশরীরের রক্তে আগুন ছুটিতেছিল, বাহিরের খোলা হাওয়ায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মন ঘৃণায় ভরিয়া গেল। এমন অপাদর্থ সে, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না, আবার সিরাজী খাইতে হইল—আলাউদ্দীনের ধমকে! ধিক্।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুরার ক্রিয়া-প্রভাবে ইস্‌মাইলের অবসাদ-ক্লান্ত মস্তিষ্ক ও শরীরের নষ্ট তেজ আবার ফিরিয়া আসিল—আলাউদ্দীন সাহেবের শিবিরের সীমা এড়াইয়া, প্রাণে একটু সাহস ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। ইস্‌মাইলের প্রাণটা স্বভাবতঃই সরল এবং মনটা বড়ই দৌর্ব্বল্য-কোমল। গুরু চিন্তার ধাক্কা সে কোন দিন সহে নাই, কিন্তু এবার সহিতে শিখিয়াছে। দেবগিরির কঙ্করের নীচে তাহার সরল প্রাণকে পিষিয়া, আলাউদ্দীন সাহেব যে কলঙ্কের পশরা মাথায় চাপাইয়া দিয়াছেন—ইস্‌মাইল সে পশরা-ভার বহিয়া, নিজের কুবুদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে শিখিয়াছে, দুর্ব্বুদ্ধি সংশোধনে মনোযোগী হইয়াছে। বংশগৌরব-অভিমানী অগ্রজের অপমান ক্ষিপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত বিষাদ তাহার প্রাণকে তীব্রভাবে স্পর্শ করিয়াছে। অগ্রজকে চিরদিন সে এক ভাবে দেখিতেছে—তিনি জীবনে কখনও কাহার সহিত শঠতা করেন নাই, মানুষকে শঠ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তিনি মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন, কিন্তু এই মর্ম্মান্তিক মিথ্যার নির্ম্মম প্রতারণা, তাঁহাকে তীব্র ঘৃণা, ধিক্কারে যে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে,—এ পরিতাপ ইস্‌মাইলের মর্ম্মভেদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অগ্রজ সেই অবধি তাহার মুখ দেখেন নাই,—ইস্‌মাইল ইহাতে কছুমাত্র দুঃখিত নয়, বরং বেশ একটু স্বস্তি পাইয়া বাঁচিয়াছে। স্‌মাইলের এখন একমাত্র ভাবনা,—কেমন করিয়া সত্যবদ্ধ শুদ্ধেন্দুসিংহকে মুক্তি দিয়া,—সে অক্ষত শরীরে, আত্মীয়বর আলাউদ্দীনের অসীম স্নেহের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আলাউদ্দীনের উপর জালালউদ্দীন আছেন, শুদ্ধেন্দুসিংহের মুক্তিপণ পরিবর্ত্তনে একমাত্র কর্ত্তৃত্বের মালিক তিনিই!

ইস্‌মাইল বড় আশায় দিন গণিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল,—একবার সম্রাটকে ধরিবার সুযোগ পাইলে হয়।—এখন মাঝ খান হইতে এ কি মহাপ্রলয়ের সূচনা! চিন্তামগ্ন ইস্‌মাইলের চলিতে চলিতে কেবলই মনে হইতেছিল, সে হয় ত বা একটা গাঢ় ঘুমের মাঝে অচেতন হইয়া—সত্য সত্যই বিকট দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে। বাস্তবিক ঘটনা ইহাতে কিছুই নাই।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। শিবিরে সকলেই নিশ্চিন্ত, সুষুপ্ত। প্রহরীদের প্রহরা-সঙ্কেত-শব্দ ছাড়া আর কোন দিকে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ নাই। ইস্‌মাইলকে দেখিয়া প্রহরীরা নিঃশব্দে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। যুদ্ধ-শিবিরের প্রহরার আইন-কানুন,স্বরাজ্যের এই নিশ্চিন্ত বিশ্রাম-শিবিরে যথেষ্ট শিথিল। কেহ প্রশ্ন করিল না।

নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ভুলিয়া মুহ্যমান ইস্‌মাইল চলিতেই লাগিল। ছাউনীর একদিকে বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন অরণ্য, অন্য দিকে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর—মাঝখানে বহু স্থান জুড়িয়া অগণ্য শিবির-শ্রেণী। শুক্লা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে বিমল স্নিগ্ধতা ছড়াইতেছে।

ইস্‌মাইল জ্যোৎস্নার আলোয় দু'পাশের শিবির-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া চলিতেছে; সহসা কাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল, মুখ তুলিয়া চহিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "সিংহজি!"

প্রসন্ন সৌম্য-মূর্ত্তি শুদ্ধেন্দুসিংহ অগ্রসর হইয়া স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কে, নবাবজাদা? এত রাত্রে এদিকে কোথায় চলেছেন ভাই?"

বিপরীত বিপ্লব-দ্বন্দ্বে উৎক্ষিপ্ত-চেতা ইস্‌মাইলের প্রাণ যেন সেই স্নিগ্ধ-কণ্ঠধ্বনি টুকুর স্পর্শে জুড়াইয়া শীতল হইয়া গেল!—অগ্রসর হইয়া বলিল, "কোন্ চুলোয় আর চ'ল্‌ব বলুন,—এম্নিই এসে প'ড়েছি।"

হাসিমুখে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "নৈশ প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে বুঝি? হাঁ, আজকের জ্যোৎস্না বড় চমৎকার সুনির্ম্মলই বটে, চেয়ে চেয়ে যতই দেখা যায়, ততই আনন্দ বাড়ে। অরূপের, সুমোহন-রূপের মূর্ত্তভাব যেন ফুটে—"

বাধা দিয়া সহসা অধীরভাবে ইস্‌মাইল বলিল, "না না সিংহজি, আমি যত বড় কৃতঘ্নই হই, কিন্তু জগদীশ্বরের ভাব-ভক্তির কথা নিয়ে কাউকে প্রতারণা ক'র্‌ব না। আমি জ্যোৎস্নার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে বেড়াতে আসিনি, শয়তানের ক্রীতদাস আমি,—শয়তানীর কশাঘাতে যন্ত্রণা-জর্জ্জর প্রাণে ছুটোছুটি ক'র্‌ছি মাত্র। আপনার মনের ভাব, আর আমার মনের ভাবে—জমিন্ আস্‌মান্ তফাৎ মহাশয়,—জমিন্—আসমান্!—"

শুদ্ধেন্দু কিছু বলিলেন না! অতিশয় স্নেহ-ভরা সহানুভূতির দৃষ্টিতে নীরবে শুধু ইস্‌মাইলের মুখখানা দেখিতে লাগিলেন।

ইস্‌মাইল ক্ষণেক নীরব রহিল, তার পর যন্ত্রণাহত কণ্ঠে বলিল, "বল্‌তে পারেন সিংহজি,—মানুষ, শয়তানের মন্ত্রণা পায়ে পিষে ফেল্‌তে পারে কিসের জোরে ?"

ইস্‌মাইলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, অতি শান্ত কণ্ঠে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "মানুষ আত্মার কাছে মন্ত্রণা নিতে শিখ্‌লে, —সেই শিক্ষা-শক্তির জোরে ! শয়তান যত বড় শক্তিশালী দেবতাই হৌন, কিন্তু শয়তানের স্থষ্টিকর্ত্তা মহাদেবতাও একজন আছেন ভাই,—তাঁর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখা চাই !"

ইস্‌মাইল কিছুক্ষণ নিঝুম হইয়া এদিকে ওদিকে পায়চারী করিল, তারপর নিকটে আসিয়া হতাশা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখুন সিংহজি, সংসারের মধ্যে আমি অত্যন্ত অপদার্থ, আমি শশকের চেয়ে ভীরু, মেষের চেয়ে নির্ব্বোধ, কীটের অধম, পর পদানুগত ! আমার নিজস্ব বোধাবোধ শক্তি কিছুই নাই !"

—গভীর বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ বলিল,—"আমি একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছি।"

শুদ্ধেন্দু এবার হাসিলেন। গভীর মমতাপূর্ণ আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "দেখুন, জন সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে ভূতাবিষ্ট মানুষ যখন জান্‌তে পারে যে সে ভূতগ্রস্ত—তখনি সে আরোগ্যের পথে উপস্থিত হয় !"

ইস্‌মাইল দুর্বোধ্য বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে শুদ্ধেন্দুর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল,—অস্ফুটস্বরে নিজ মনেই বলিল, "যতই হীন কায ক'রে থাকি, যতই অধম হই, তবু আমি মানুষ,—আপনাদের মতই মানুষ ! আপনাদের মত আমারও একটা

হৃদয় আছে, শুধু শিক্ষার দোষে, সংসর্গের দোষে,—সেটা অতিশয় মলিন—কলুষিত হ'য়ে গেছে! কিন্তু যদি এই বুদ্ধিকে উন্নত-নীতিতে সংশোধন ক'রে নিতে পারি—এই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়কে শাসনে সংযত ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে আবার আমি মহবুব খাঁর ভাই বলে মানুষের সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি—"

আগ্রহে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়—মানুষ যে মুহূর্ত্তে নিজকে ভালর দিকে বদ্‌লাবার জন্য প্রস্তুত হয়, ভগবান সেই মুহূর্ত্তে তার সাহায্যে প্রস্তুত; ভাল হ'তে চেষ্টা করুন, অবশ্য ভাল হবেন।"

সবেগে ফিরিয়া ইস্‌মাইল বলিল, "না মহাশয় না,—এখনি হয় ত, আলাউদ্দীন আবার ডাক্‌বেন,—আবার হিংসার উত্তেজনা—ভ্রাতৃ-হত্যার ষড়যন্ত্র সুরু ক'র্‌বেন,—না আমি পালাই,আলাউদ্দীনের হাতের বাইরে,—মানুষের চোখের আড়ালে নিঃশব্দে প্রায়শ্চিত্তের মাঝে ডুব দিই, যদি মানুষ হই, তবে ফিরব, নইলে এই শেষ!—" ইস্‌মাইল দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

শুদ্ধেন্দু সিংহ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। একবার মনে করিলেন—এই উন্মত্ত অপ্রকৃতিস্থের সঙ্গে যাওয়া উচিত, আবার ভাবিলেন বন্দী তিনি, অধিকার সীমার বাহিরে পা বাড়াইলেই তাঁহার অপরাধ! আলাউদ্দীন সাহেব শুনিলে,—ইস্‌মাইলকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে পারেন! সাত পাঁচ ভাবিয়া গমনে নিরস্ত হইলেন। মনে মনে ইস্‌মাইলের জন্য একটু দুশ্চিন্তা বোধ করিলেন। হঠাৎ তাহার এ কি নির্ব্বেদ!

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইতেই আসন্ন উৎসবের প্রচণ্ড কোলাহল শব্দে শুদ্ধেন্দু সিংহের নিদ্রা ভাঙ্গিল। স্নানাহ্নিক পূজা শেষ করিয়া জল খাইয়া বাহিরে আসিয়া রক্ষী প্রহরীদের বলিলেন, "আমি একবার নবাব মহবুব খাঁর শিবিরে যাব, তোমরা দুজন আমার সঙ্গে এস।"

সসম্মানে দুইজন প্রহরী অনুবর্ত্তী হইল। তাঁহার বন্দী জীবনের বিশেষত্ব—এইটুকু! দিবাভাগে ছাউনীর যেখানে খুসী,—এমন কি বহির্দ্দেশে পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার আসিবার অধিকার ছিল, শুধু সঙ্গে থাকিবে দুইজন প্রহরী! আলাউদ্দীন সাহেবের অর্থ সামর্থ্যের কল্যাণে, এখন বহুশত রাজপুত, জাঠ, প্রভৃতি যুদ্ধ ব্যবসায়ী হিন্দুসৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ শিবিরে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা সমপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীর সমান সম্মান পাইতেছে—শুদ্ধেন্দু সিংহও এখন স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া, তাহাদের সমযোগ্য সম্মান পাইতেছেন। কিন্তু শুদ্ধেন্দু সিংহ নিজে সতর্ক হইয়া চলিতেন— সন্দিগ্ধ-চেতা আলাউদ্দীন সাহেবের গুপ্তচরগণ যেন কোন সূত্রে অপমানিত করিতে না পারে!

নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইতেই,—নবাবের ভৃত্য সসম্ভ্রমে//

বসিতে আসন দিয়া বলিল, "জনাব, আপনি একটু বসুন; জাঁহা-পনা. প্রাভাতিক উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, একটু পরে আসছেন।"

আসন গ্রহণ করিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "কাল আমার তাঁবু থেকে ফিরে আসতে নবাব সাহেবের অনেক রাত্রি হ'য়ে গিয়েছিল, এখানে এসে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'র্‌তে কত দেরী হোল, রজ্জব?"

রজ্জব ম্লানমুখে বলিল, "তিনি জলস্পর্শও করেন নি, সমস্ত রাত্রি ঘুমাতেও দেখি নি। বড় অশান্ত মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন!"

শুদ্ধেন্দু সিংহ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। রজ্জব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "জনাব, যদি গোস্তাকি মাপ করেন, একটা আর্জ্জি জানাই।"

বিস্মিত হইয়া শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "আমায় ব'ল্‌বে? কি ব'ল্‌তে চাও, রজ্জব?—"

রজ্জব বলিল, "আমার সদাশয় প্রভু বড় দারুণ মনঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন, আপনি তাঁর বন্ধুলোক,—যদি দয়া ক'রে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন, বড় ভাল হয়।"—কথা কয়টা বলিতে বলিতে ভৃত্যের চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

এই প্রভু-বৎসল ভৃত্যের মুখপানে চাহিয়া শুদ্ধেন্দুর মনে পড়িল, —প্রিয় অনুচর, প্রভুভক্ত সাগর সিংহকে! এই ক্ষুদ্র সাদৃশ্য টুকুতে কি মাধুর্য্য ছিল, কে জানে,—কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই শুদ্ধেন্দু সিংহের হৃদয় গভীর আনন্দ-মুগ্ধ হইয়া উঠিল! প্রসন্ন দৃষ্টিতে

রজ্জবের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার প্রভুদের জন্য আমিও দুঃখিত রজ্জব—ঐ যে উনি—"

মহবুব খাঁ প্রবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে সম্মান বিনিময় হইল। নবাব নিজের আসনে বসিলেন। বাহিরের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ মুখে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিলেন, "দেবগিরির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, জয়োৎসবের কোলাহলে আবৃত হ'য়ে,—নির্ব্বোধ জগৎকে কি নির্ম্মম প্রতারণায় প্রতারিত ক'র্‌ছে, সিংহজি! শোকের হাহাকার নিয়ে—মহা উৎসবের আনন্দরোলে, মানুষ উল্লাসে উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে, কি মর্ম্মস্পর্শী মহত্ত্ব!—ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য,—সব অভি-শপ্ত হ'য়ে চুপ চাপ ব'সে আছে,—জগতের প্রসারিত দৃষ্টির সাম্‌নে কারুর অগ্রসর হ'য়ে আস্‌বার সাধ্য নাই! নৃশংস জয়-গৌরব, নির্ম্মম দর্পে পৃথিবীর বুকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়েছে, চমৎকার!—"

শুদ্ধেন্দু সিংহ নীরবে নিশ্বাস ফেলিলেন।—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া,—অন্তরের নিগূঢ় ক্ষোভদ্বন্দ্ব নিঃশব্দে সংযত করিয়া, শান্তভাবে বলিলেন, "জগতের নিয়মই এই,—ভাগ্য-বিধাতা এককে ভেঙ্গে অন্যকে গড়েন। ওখানে মানুষের দুঃখ অনুযোগ চলে না, নবাব সাহেব! আমাদের হাজার মানুষের হাজার মতের হাজার ন্যায়-বোধ থেকে—ভাগ্য বিধাতার ন্যায়-বোধটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। থাক্ সে আলোচনা,—এখন জলযোগটা শেষ করুন আগে।—"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধেন্দু সিংহ রজ্জবের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিলেন। রজ্জব চলিয়া যাইতেছিল,—মহবুব খাঁ ডাকিয়া বলিলেন, "যৎসামান্য খাদ্য মাত্র।"

রজ্জব চলিয়া গেল। শুদ্ধেন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি দরবারে যাবেন না?"

মাথা নাড়িয়া মহবুব খাঁ বলিলেন,—"এ প্রাণহীন আনন্দ উৎসবের ছলনা, আমার ভাল লাগছে না; রসনা রুদ্ধ,—নির্ব্বিবাদে সব সইতে হবে,—এই অত্যাচারটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সিংহজি, বাগাড়ম্বরে হৃদয়ের লঘুতা প্রকাশ ক'র্‌ছি, ক্ষমা ক'রবেন,—কিন্তু বড় কষ্ট বোধ হ'চ্ছে,—মর্ম্মান্তিক প্রবঞ্চনার আঘাতে আমার অন্তরের সুউচ্চ বিশ্বাস নির্ভরতার মূল ছিন্ন হয়ে গেছে, নিজের মাঝে আজ আমি যেন—বড় অসহায়, নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছি!—"

মহবুব খাঁ উঠিয়া গেলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সাম্‌নে মুক্ত দ্বার-পথে,—বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল,—উৎসবমত্ত জনগণ বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, আতর-গোলাপের গন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়া প্রফুল্ল মুখে সঙ্গী সাথীদের সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। সকলের মুখেই আনন্দের ছটা। দূরে একটা কুকুর পথের পাশে বসিয়া কতক গুলা শুষ্ক হাড় লইয়া একান্ত আগ্রহে চিবাইতেছে,—পৃথিবীর কোন প্রাণীর দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই!—হাড় চিবাইবার তৃপ্তি-আনন্দে সে তথায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে! চাহিয়া চাহিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ হাসিলেন,—দৃশ্যটা বড়ই অপ্রিয়, অশোভন, মানুষের চোখে! কিন্তু মানুষ যদি নিজের মনের দিকে তাকাবার অভ্যাস রাখে—তবে ঐ কুকুরটার মত, বুভুক্ষিত—লোলুপ মানব-মনোবৃত্তির কতই-না অপ্রিয় অশোভন কার্য্য মানুষের চ'খে পড়ে!

শুদ্ধেন্দুর চিন্তা বেশী দূর চলিল না। অতি শীঘ্রই নবাব ফিরিয়া আসিলেন। অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর শুদ্ধেন্দু প্রসঙ্গ-ক্রমে গত রাত্রে ইস্‌মাইলের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংক্ষেপে জানাইয়া, —সংক্ষেপেই বলিলেন, "তাঁ'কে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-চঞ্চল দেখ্‌লুম। তিনি কি যেন একটা ভয়াবহ সমস্যা নিয়ে ভিতরে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছেন, মনে হল।—"

বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "আজ আমি সব চেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি শুধু এই জন্য যে, কুলাঙ্গার পুত্রদের পাপকীর্ত্তি দেখে,—আমার চোখের সাম্‌নে বসে বেদনার নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য পিতা মাতা আজ পৃথিবীতে নাই!—অপরিসীম বিষাদের মাঝে, আজ আমার একমাত্র সান্ত্বনা,—ঐটুকু!—"

নিজের চুক্তি ও মুক্তিপণের কথা স্মরণ করিয়া শুদ্ধেন্দু মনে মনে আহত হইলেন। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া, প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণরূপে উল্‌টাইয়া নিবার জন্য বলিলেন, "সৈন্যরা উৎসবের আনন্দ উপভোগ ক'র্‌তে ছুটি পেয়েছে, নিষ্কর্ম্মা শিক্ষক আমি—আজ কি নিয়ে যে সময় কাটাই, খুঁজে পাচ্ছি নে। নবাব সাহেব,—আপনার গুলেস্তা বেশ চমৎকার গ্রন্থ, অনুগ্রহ করে আজ একটু পড়্‌বেন এখন—?"

অবসাদ-ক্লান্ত-মুখে একটু হাসি টানিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "আপনার আদেশ সর্ব্বথা প্রতিপাল্য, কিন্তু কষ্ট করে এসেছেন এতদূর,—বিদেশী বাদশাহী কীর্ত্তির জাঁক জমক একটু দেখে শুনে যাবেন না? এতক্ষণ দরবার বোধ হয় সুরু হ'য়ে গেছে—।"

"উহুঁ, শেষ!—একেবারে শেষ!"—রং চংয়ে পোষাক পরিয়া, রঙিন রেশমী রুমাল হাতে, গজেন্দ্র গমনে আসিতে আসিতে সদানন্দ স্বভাব নুরুদ্দীন ভিতরে পা দিয়া বলিল, "সব শেষ! খুড়ো এসে হাজির হ'তে না হ'তে, আদুরে গোপাল ভাইপো তস্‌লীম্ বাজিয়ে পায়ে প'ড়ে—আদরে আব্‌দারে এক চোট প্রথম—মধুর বাল্যকালের বাল্যলীলা স্বরু ক'র্‌লেন! তার পরই,বিদ্যুতের মত চাচা সাহেবের গর্দ্দান চোস্ত! আলাউদ্দীন সাহেব এবার জাঁকিয়ে ব'সে, বাদসাই কায়দায় বক্তৃতা জুড়েছেন,—বুড়ো সম্রাটের হিতাহিতজ্ঞান লোপ হ'য়ে গিয়েছিল,অপরাধীদের দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার দিয়ে রাজ্যশাসনের সমূহ ক্ষতি করে গেছেন, তাই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের উন্নতির জন্য,—আলাউদ্দীন সাহেব যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক সুলতানকে বধ ক'রে,প্রজা-হিতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখালেন!—সে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের জ্বল্‌জ্বলে দৃষ্টির ঝাঁজ কি ম'শাই! জ্বলন্ পোড়নের চোটে, ঘোড়া ছুটিয়ে চম্পট দিলাম, এবার আপনারা চট্‌পট্ উঠে, যে যার নিজের পথ দেখুন দেখি?—"

কশাহত সুপ্ত সিংহের মত গর্জ্জিয়া লাফাইয়া উঠিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন,"নুরুদ্দীন,কি পাগলের মত ব'ল্‌ছ? সম্রাট জালালউদ্দীন হত হয়েছেন? কে হত্যা ক'র্‌লে?—কার হাতে?"

"আজ্ঞে, আলাউদ্দীন সাহেবের মাইনে করা, জল্লাদের হাতে!" অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ত মুখে, উত্তরটা ব্যক্ত করিয়া—পরম উদাস ভাবে নুরুদ্দীন বলিল, "এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই, এ তো শুধু খুড়োকে মেরে রাজ তক্ত দখল করা,—এর পর দেখ্‌বেন, নিজের ছেলেকে মেরেও দখলি স্বত্ব বজায় রাখা চল্‌বে!—এখন

আমীর ওমরাহ সবাই প্রায় নবীন সম্রাটের পক্ষে—জালালউদ্দীন সাহেবের বড় ছেলে মুলতানে হাওয়া খেতে গেছেন, ছোটটি নেহাৎ কচি, কোন কাযের নয়, কাযেই আলাউদ্দীন সাহেব এখনি রাজধানী দখল কর্‌তে ছুট্‌বেন,—বেশই বোঝা যাচ্ছে। নবাব সাহেব, আপনার পাড়ি দেবার সময় এই! ভাইকে ডাকুন, শীঘ্র বেরিয়ে পড়ুন।—সিংহজি কি বলেন?"

দুঃখ দুর্য্যোগের বিভীষিক-দ্বন্দ্ব ঠেলিয়া, শুষ্ক মুখে হাসিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "এ অন্তর্বিপ্লবের আগুনের মাঝে—থাক্‌তে বলাও বিপদ, যেতে বলাও মুস্কিল।"

দূরে—আকাশ ফাটাইয়া কোটী কণ্ঠে নবীন সম্রাটের জয়ধ্বনি উঠিল, "জয় সুলতান আলাউদ্দীনের জয়!—"

নুরুদ্দীন বলিল, "ঐ যে দরবার ভেঙ্গে সুলতান বাহাদুর উঠেছেন,—আসুন—" সে দ্বারের কাছে অগ্রসর হইল, শুদ্ধেন্দু ও মহবুব খাঁ দুই পা অগ্রসর হইলেন। মুক্ত দ্বার-পথে দেখা গেল, বিশাল জনতরঙ্গ মহোল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে, মাঝে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সেনায় পরিবৃত হইয়া সুবৃহৎ হস্তী-পৃষ্ঠে রাজছত্র শিরে সুলতান আলাউদ্দীন!—ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে সামনে লক্ষ শির অবনত হইয়া অভিবাদন করিতেছেন। জনতা বিকট গর্জ্জনে পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতেছেন—"জয় সুলতান আলাউদ্দীন!—"

দশম পরিচ্ছেদ।

মহবুব খাঁ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিকট উদ্ভ্রান্ত মত্ততায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "স্বার্থপর, ধূর্ত্ত শৃগালের দল,—নরকের কৃমি-কীটের অধস্তন নিম্ন পুরুষের বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তির দল,—উঃ কি উৎকট-আনন্দই হ'য়েছে ওদের! জলন্ত নৃশংসতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহকে ঘিরে—প্রলয় উৎসব সুরু ক'রেছে, এতটুকু লজ্জা, ঘৃণা বোধ নাই!........."

মহবুব খাঁ তীরবেগে ফিরিয়া, শয্যার উপর হইতে নিজের কোষবদ্ধ তরবারি খানি তুলিয়া-চক্ষের নিমেষে কোষ-মুক্ত করিলেন। দ্রুত স্বরে বলিলেন, "নুরুদ্দীন, ইস্‌মাইলকে জানিও,—আমি মৃত্যুকালে আশীর্ব্বাদ করে, তাকে খোরশানের নবাবী তক্ত দান ক'রে গেছি,—তক্তে ব'সে সে যেন পিতৃ পুরুষের সম্মান স্মরণ রেখে সংযত হ'য়ে চলে,—আর একটা কথা, পিতৃবংশের শপথ-সহ আমার অন্তিম অনুরোধ জানিও,—যেমন ক'রে হোক এই ধার্ম্মিক হিন্দুর মুক্তিপণ যেন পরিশোধ করে, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রেও যেন পরিশোধ করে!—"

মহবুব খাঁ দ্রুত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ

এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন, —এইবার নিঃশব্দেই পিছন হইতে আসিয়া মহবুর খাঁর হাত দু'টি ক্ষিপ্র-কৌশলে চাপিয়া ধরিলেন। মহবুব খাঁ ক্ষিপ্ত-অধীর ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, সুলতান জালালউদ্দীনের পাশবিক হত্যার প্রতিশোধ নিতে দেন।—পরমেশ্বরের নাম নিয়ে বেদনার অশ্রু সম্পাতে কাউকে আমি অভিশাপ দেব না। আমি মানুষের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল, মানুষের হাতেই পরিশোধ ক'রতে চাই, ছাড়ুন -- "

শুদ্ধেন্দু ছাড়িলেন না। কোন কথা বলিয়া, বৃথা বাক্য যুদ্ধের আড়ম্বর করিলেন না। বিনা বাক্যে—কঠিন হস্তে নবাবের হাত চাপিয়া ধরিয়া, নিঃশব্দে তরবারি খানি টানিয়া লইয়া দূরে শয্যার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহবুব খাঁ উত্তেজনায় উন্মাদ হইয়া চীৎকার করিলেন,—"ওই নৃশংস কাপুরুষগুলার কোটী চক্ষের উপর, পথের ধূলায়, দিল্লীর সম্রাট গতাসু হ'য়েছেন, এত বড় নির্ম্মম অন্যায়ের মুখে বুক পেতে দাঁড়াতে সাহস হোল না, ওদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ গুলোর মমতা এতই বড় হোল,—তত বড় মানীর মানটা কেউ রাখ্‌লে না! ছেড়ে দেন, আমায় একবার দেখ্‌তে দেন,—সুলতান জালালউদ্দীন আমার জননীর ভাই ছিলেন, তাঁর হত্যার প্রতিশোধ—"

অতি শান্ত—সংযত কণ্ঠে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "বীর আপনি, বীরের মত প্রতিশোধ গ্রহণের আয়োজন করুন, উন্মাদের মত, গুপ্ত ঘাতকের মত—কোথায় চোলেছেন? এ রকম ভাবে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না, নবাব সাহেব, ক্ষমা ক'রবেন।—"

ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "সম্রাটের ছদ্মবেশ প'রে, ঐ যে গুপ্তঘাতক হাতীর পিঠে ব'সে রয়েছে,—ওঁকে বধ ক'রব,—শুধু ওঁকেই বধ ক'রব।—"

"উনি এখন সতর্ক-উদ্যত লক্ষ কৃপাণের মাঝে, পরম নিরাপদ! —নিরস্ত্র, নিশ্চিন্ত, অসতর্ক সম্রাট জালালউদ্দীনকে বধ করা কিছু-মাত্র আশ্চর্য্য হয় নি,—কিন্তু সশস্ত্র রক্ষী বেষ্টিত, মহা সতর্ক আলাউদ্দীনকে বধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার! কেন বৃথা চেষ্টায় জীবনটা নষ্ট ক'র্‌বেন?"—শুদ্ধেন্দুর স্বর শান্ত,—স্নেহপূর্ণ!

"ছাড়ুন, ছাড়ুন"—মহবুব খাঁ অধীর হইয়া বলিলেন, "ছাড়ুন। আমার ব্যর্থ জীবন বৃথা চেষ্টায় নষ্ট হওয়াই ভাল। নিঃশব্দে নির্জ্জীব পাষাণের মত দাঁড়িয়ে, রাক্ষসী দম্ভের অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে, —অন্যায়ের প্রতিবিধান চেষ্টায় উন্মাদ জীবন ধ্বংস করে পরিত্রাণ পেতে দেন—"

শুদ্ধেন্দু সিংহ হাসিলেন। মহবুব খাঁকে টানিয়া আনিয়া একটা আসনে বসাইয়া নিজেও পাশে বসিলেন, স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "সে পরিত্রাণ—পরিত্রাণ বটে, কিন্তু মানুষের যোগ্য কর্ত্তব্যের ঋণ পরি-শোধ ক'রে পরিত্রাণ লাভ নয়,—ফাঁকী দিয়ে পরিত্রাণ! মানুষ আপনি নবাব সাহেব, মানুষের কর্ত্তব্য ভুল্‌বেন না,—অস্থি চর্ম্ম ভেদ করে, নির্ব্বিচারে মানবের হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে ছুরিকা প্রবেশ করাতে—খানিকটা পশুবলের প্রয়োজন মাত্র,- ওতে পৌরুষ কিছুমাত্র নাই, আছে শুধু ঘৃণিত পাশবিকতা মাত্র "

তীব্র স্বরে মহবুব খাঁ বলিলেন,- "সুলতান হত্যাকারী আলাউদ্দীন—একটা পশু—হিংস্র, বিশ্বাস-ঘাতক, বন্যপশু!—ওই

পশু-হত্যার জন্য পশুবলের আশ্রয়ে পশুত্ব প্রকাশ কিছুমাত্র অধর্ম্ম নয় -"

বাধা দিয়া তৎক্ষণাৎ দৃঢ় কণ্ঠে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "কিন্তু মানুষ আপনি,—মনুষ্যত্ব প্রকাশই আপনার স্বধর্ম্ম - পশুত্ব প্রকাশ নয়!"

আকাশস্পর্শী অগ্নিশিখার উপর যেন সপ্ত সমুদ্রের জল ঝাঁপাইয়া পড়িল! শুদ্ধেন্দু সিংহের কণ্ঠস্বরের মধ্যে কি যে সম্মোহন শক্তি ছিল, বলা যায় না,—মুহূর্ত্তে মহবুব খাঁ যেন ইন্দ্রজাল-স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন! দৃপ্ত উত্তেজনা-উন্মাদ দেহের থর-কম্পন-বেগ মুহূর্ত্তে দারুণ ক্লান্তি-অবসন্ন হইয়া পড়িল,—মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল!—শুদ্ধেন্দু সিংহের কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িয়া,—হতাশ-ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "সিংহজি, আমি নিজের ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি,—ক্রমাগত নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য ক'রে, আজ আমি মনুষ্য সমাজের মাঝে, একটা লক্ষ্মীছাড়া—উন্মাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি! আজ আমায় যা দেখ্‌ছেন, চিরদিনই আমি অমন ছিলাম না, আমিও একদিন আপনার মত শান্ত সংযত-হৃদয় নিয়ে, মানুষকে,- এই সেদিনও দেবগিরির মাঠে আপনার ভাই ভূপ-সিংহকে কত উপদেশ—কিন্তু ধিক্ সে কথায়। সিংহজি, উন্মাদ ভাবুকতার ঝোঁকে প্রেমের নীতিমন্ত্রে মানুষকে মুগ্ধ ক'র্‌তে চাইবেন না, ঠ'কে যাবেন! ঠ'কে যাবেন!—মানুষ ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব, মানুষ সব ভুল্‌তে পারে, নিজের অন্তরাত্মাটাও ভুল্‌তে পারে, কিন্তু কিছুতে ভুল্‌তে রাজী নয়,— শয়তানী বুদ্ধিকে!—"

অতি স্নেহের স্বরে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, “নবাব, পরের দুর্ব্বুদ্ধিদোষে ক্ষিপ্ত হ’য়ে—জীবন সংহার করার চেয়ে,—দুর্ব্বুদ্ধি সংহারের চেষ্টা করা—বড় শক্ত, কিন্তু বড় শুভময়!”—একটু থামিয়া,—স্নিগ্ধ কোমল-কৌতুক-হাস্য ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিলেন, “আপনি যদি শান্ত থাকতেন, আপনার সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তি যদি সচেতন থাকত এখন,—তাহ’লে আমি নিজের স্নায়ুমণ্ডলী, পেশী মণ্ডলী আপনাকে পরীক্ষা করিয়ে দেখাতাম যে—আপনাদের সিংহাসনের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিরীহ তৃতীয় ব্যক্তি আমি,—আমারও বাহুদ্বয়ের মধ্যে এখন কি কঠোর অন্যায়-প্রতিকারেচ্ছু উত্তেজনার বজ্র-ঝঞ্ঝনা বইছে! নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি ব’লে দিচ্ছি,—ঐ যে লক্ষ্য কোটী প্রাণী নতশিরে সসম্মানে অভিবাদন ক’রছে—ওদেরও সহস্র জনের, লক্ষ জনের, স্নায়ু আর পেশীর মাঝে আলাউদ্দীন সাহেবের এক নৃশংসতা সংঘাতে ঠিক এম্নিভাবে লক্ষ নৃশংসতার ভাব, গোপনে অলক্ষিতে জেগে উঠেছে!—রাজার সদৃ-ষ্টান্তে প্রজারা আজ মনে মনে সুশিক্ষিত হ’য়ে রইল,—উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তারা গুরুদক্ষিণা দানে উদ্যত হবে। অসাধারণ কর্ম্মতৎপর দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ আলাউদ্দীন সাহেবের জেদ্ বজ্রের মত দৃঢ় হোক—নির্ভীকতা পাহাড়ের মত অচল হোক, কর্ম্মশক্তি ঘূর্ণ-বাত্যার মত তীব্র তেজস্বী হোক—রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁর যত কর্ম্মপটুতাই প্রকাশ হোক কিন্তু এই অনুগত প্রজা, অতিশয় অনু-রক্ত আমীর ওমরাহের দল—আমি ব’লে রাখ্ছি, দেখ্বেন, নবাব সাহেব—এই ভক্তের দলই একদিন বিদ্রোহ-শক্তি প্রকাশ ক’রবেই, আলাউদ্দীন সাহেব খুব বেশী নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না।—”

নিরুৎসাহ চিত্তে কথা কয়টা শুনিয়া মহবুব খাঁ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়িলেন। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া কি একটা কথা ভাবিলেন, ইঙ্গিতে নুরুদ্দীনকে নিকটে ডাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,"খোঁজ নাও, রাজধানী দিল্লীর অবস্থা কি রকম? রংমহলে বিধবা সুলতান-পুত্র কন্যাদের নিয়ে এখনও আছেন কি? তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা কি হ'য়েছে?—"

গোঁফ চুম্রাইয়া দাড়িতে পাক দিয়া খুব সপ্রতিভ ভাবে নুরুদ্দীন কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল,—সহসা দুড়্দুড়্ করিয়া একদল রক্ষী সৈন্য সহ আলাউদ্দীন সাহেবের অতি বিশ্বস্ত সেনানায়ক কেরামৎ আলি তাঁবুর দ্বারে আসিয়া দেখা দিল, ব্যস্ত হইয়া নুরুদ্দীন বলিল, "কি খবর দাদা?—"

কেরামৎ উত্তর দিল "নবাবজাদা, ইস্মাইলসাহেব কাল রাত্রি থেকে পলাতক—তাঁর প্রতিভূ শুদ্ধেন্দু সিংহ কই?—"

শুদ্ধেন্দু উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই যে আমি, কিন্তু ইস্মাইল পলাতক, সে কথা কে ব'লে?—

কেরামৎ উত্তর দিল, "খাঁ সাহেব যে পত্র ভাইকে লিখে রেখে গেছেন, সেই পত্র থেকেই জানা গেছে। নবাব, আপনার পত্র—" সে মহবুব খাঁর হাতে পত্র দিল, পত্রের সিকি ভাগ বাদ রাখিয়া তিন অংশ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। নবাব পড়িলেন, ইস্মাইল দারুণ নির্ব্বেদ সহকারে ভ্রাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের উপস্থিত সঙ্কটের কথা জানাইতেছে,—সঙ্কট-টা কি, সে সংবাদের অংশ নিশ্চিহ্ন! পরিশিষ্টে লেখা রহিয়াছে, এ বিপদে পলায়নই তাহার একমাত্র উপায়, নচেৎ পরিত্রাণ নাই। তাই সে অকৃতজ্ঞের মত

শুদ্ধেন্দু সিংহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। যাহাই হউক, ইস্‌মাইলের নির্দ্দেশ মত ভ্রাতা যথা কর্ত্তব্য কায করিলেই শুদ্ধেন্দু সিংহের মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত এবং অতি সত্বর। ভ্রাতা যেন পত্র পাঠ কাযে প্রবৃত্ত হন। কি কায, বা ইস্‌মাইলের নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য কি,— সে সমুদয় অংশ ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

মূঢ়ের মত চাহিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "এ চিঠি তোমরা পেলে কোথা? এটা ছিঁড়্‌লে কে?"

কেরামৎ বলিল, "খাঁ সাহেব যে ভৃত্যের মারফৎ চিঠি পাঠান, সে গুপ্তচরের হাতে ভোর বেলা ধরা পড়েছিল, তার কাছে চিঠি পাওয়া যায়। সুলতান—বর্ত্তমানের নবীন সুলতান, চিঠির মর্ম্ম জেনে স্বহস্তে আবশ্যক অংশ গুলা ছিঁড়ে ফেলেছেন।"

নৈরাশ্য ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "বেলা দুই প্রহর অতীত হ'য়ে গেছে, এ পত্র আমি এতক্ষণ পাইনি কেন?—"

কেরামৎ সবিনয়ে বলিল, "সম্রাটের ইচ্ছা!—"

মহবুব খাঁ স্তব্ধ—মুহ্যমান! বুঝিলেন, এখন তাঁহার অবস্থা কি? শক্তিশালী সম্রাটের নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারের সাম্‌নে,—এখন স্বয়ং ভাগ্য-বিধাতাও শৃঙ্খলাবদ্ধ,—নগণ্য মহবুব খাঁ কোন্ ছার! সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "উত্তম, এখন পলাতক ইস্‌মাইলের সন্ধানে কোন লোকজন প্রেরিত হ'য়েছে?—"

কেরামৎ উত্তর দিল, "জানি না। আমার উপর মহামান্য সুলতানের আদেশ, পলাতক ইস্‌মাইলের প্রতিভূ শুদ্ধেন্দু সিংহ

মহাশয়কে—" কেরামৎ ভয়-চকিত নয়নে মহবুব খাঁর পানে চাহিয়া থামিল। বাকী কথা বলিতে পারিল না।

শুদ্ধেন্দু সিংহ বুঝিলেন কথাটা কি? দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, "হাঁ, খাঁ সাহেব যখন নিরুদ্দেশ, তখন আমার পক্ষে বন্দীত্ব স্বীকারই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি না আসা পর্য্যন্ত, আমি বন্দী,—ইস্‌মাইলের সততার জন্য আমি নিজের স্বাধীনতা সুলতানের কাছে প্রতিভূ রেখেছি, সে কথা আমি ভুলি নি।"

কেরামৎ ইতস্ততঃ করিয়া পাশের সঙ্গীর হাত হইতে শৃঙ্খল লইয়া মৃদু সঙ্কোচ সহকারে বলিল, "অধীন নিরপরাধ, তাহলে—"

মহবুব খাঁর দৃষ্টিতে আবার আগুন জলিয়া উঠিল! গর্জ্জিয়া বলিলেন, "সাবধান কেরামৎ, পলাতক অপরাধীর সহোদর আমি,—আমি উপস্থিত থাকৃতে এই নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় ব্যক্তি কখনই দণ্ডার্হ নন! সম্রাটের আদেশ ধন্য হোক্, আমায় বন্দী কর।—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে সহস্রাধিক কণ্ঠে সুলতানের অভিবাদন শব্দ শোনা গেল। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। কয়জন সশস্ত্র রক্ষী বেষ্টিত আলাউদ্দীন সাহেব তাঁবুর মধ্যে ঢুকিলেন! সকলে স্তম্ভিত!

নিজের অজ্ঞাতেই পূর্ব্বাভ্যাস-বশে মহবুব খাঁ, পূর্ব্ব প্রথায় অভিবাদন করিলেন। অন্য সকলে সম্রাটের যোগ্য প্রথায় ভূমিস্পর্শে অভিবাদন করিল। সম্রাট, মহবুব খাঁর ত্রুটি দেখিয়াও দেখিলেন না,—জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "প্রকাশ্য দরবারে সহস্র আমীর ওমরাহ সভাসদবর্গের সাম্‌নে, বিচার মঞ্চে আপনাদের দাঁড় করিয়ে,—সামান্য অপরাধীর মত বিচার ও দণ্ড দানে, আপ-

নাদের অপমানিত করবার ইচ্ছা আমার নাই। তাই স্বয়ং এখানে এসেছি।—শুনুন রাজকুমার, আপনার মত মহানুভব বীরের কোনরূপ অসম্ভ্রম ঘটে, এটা আমার আদৌ অভিপ্রায় নয়, বরং জাতীয় ধর্ম্মের অনুরোধে শরণাগত রক্ষার জন্য আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন,সে প্রতিজ্ঞা নির্ব্বিঘ্নে পালন ক'রে,যাতে সসম্মানে স্বাধীনতালাভ করেন, তদ্বিষয়ে আমি বিলক্ষণ চেষ্টিত !"

শুদ্ধেন্দু সিংহ বিস্মিত,—মহবুব খাঁ ততোধিক বিস্মিত ! হিংস্র বন্য পশু ইত্যাদি কত অকথ্য নীচ বিশেষণে যাহাকে এতক্ষণ বিশেষিত করিতেছিলেন, সে ব্যক্তির মুখে এ কি সুন্দর ঔদার্য্যের বাণী ! নবাব ক্রোধ ভুলিলেন, ঘৃণা ভুলিলেন,—অবাক হইয়া আলাউদ্দীনকে দেখিতে লাগিলেন। আলাউদ্দীন সাহেবের সদিচ্ছার জন্য শুদ্ধেন্দু সিংহ সবিনয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই,— আলাউদ্দীন বলিলেন, "শুনুন রাজকুমার, পলাতক ইস্‌মাইল আবার নূতন বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী, রাজনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্ত কতকগুলা অতি প্রয়োজনীয় গুপ্তকথা সাধারণে প্রচার ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিল, ভাগ্যক্রমে সময়ে সংবাদ পেয়ে, আমি সে পথ রুদ্ধ করে দিই,—ঐ পত্র, মহবুব খাঁ ;—ঐ পত্রে সে সংবাদ ব্যক্ত হয়েছিল। সে সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হ'লে,এতক্ষণ নিঃসংশয়ে আমার প্রাণ-সঙ্কট-অবস্থা উপস্থিত হোত। মহবুব,তুমি ন্যায় পরায়ণতার গর্ব্ব রাখ, তোমার ন্যায়ের দোহাই, তুমিই প্রশ্নের উত্তর দাও, প্রভুর প্রাণঘাতী অনিষ্টে উদ্যত বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের নিমকহারামির উপযুক্ত দণ্ড কি ?"প্রশ্নের সঙ্গেই প্রশ্নকর্ত্তা নিজেরকথা স্মরণ করিয়া,সশস্ত্র রক্ষীদের মাঝে সতর্ক হইয়া হটিয়া দাঁড়াইলেন।

মহবুব খাঁর মুখ কালিমা-লিপ্ত হইয়া গেল। অপরিমেয় ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে,—বাক্‌শক্তি লোপ হইল। মাথা হেঁট করিয়া মাটীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া,—অতি কষ্টে অপহৃত কণ্ঠ-শক্তি টানিয়া আনিয়া,—জড়িত রসনায় বলিলেন, "প্রাণদণ্ড!—কিন্তু—"

শুদ্ধেন্দু সিংহের দিকে চাহিয়া নবাব সম্বিত পাইলেন। সহসা জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্ত করে বলিলেন, "কিন্তু সে দণ্ড বহনের যোগ্য পাত্র, পলাতক ইস্‌মাইলের সহোদর আমি,—আর কেউ নয়। জাঁহাপনা, কোটি প্রাণের উপর আজ আপনার আধিপত্য,—আপনার আদেশের উপর আজ ধর্ম্মের দোহাই, ন্যায়ের দোহাই নিষ্ফল,—আমি নতজানু হ'য়ে শুধু দয়া ভিক্ষা ক'রছি,—আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সহ বন্দী শুদ্ধেন্দু সিংহকে মুক্তির আজ্ঞা দেন।"

সম্রাট মাথা নাড়িলেন। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি কাযের লোক, কায চাই। তোমার জীবনটা ধ্বংসের যোগ্যই বটে,—কিন্তু কাযের যোগ্যতাও ওর মধ্যে যথেষ্ট আছে, সেটা আমি জানি। তুমি আজ কাল অতিশয় অবাধ্যতা সুরু করেছ, সেটা ঠিক,—কিন্তু ন্যস্ত বিশ্বাসের সম্মান তুমি মরণ-পণেও রক্ষা ক'রতে জানো, সেটাও বরাবর দেখেছি।—তোমায় হত্যা করার চেয়ে, বাঁচিয়ে রেখে কায করানই আমার বেশী ইচ্ছা। যদি আমার একটা প্রস্তাবে তুমি সম্মত হও, তাহ'লে তোমার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে,—পলাতক ইস্‌মাইলের সমস্ত ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা কর্‌তে প্রস্তুত, এবং বন্দী রাজকুমারও ঠিক পূর্ব্ব চুক্তি অনুসারে যথা সময়ে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবেন।"

মহবুব খাঁ নির্ব্বাক! সম্রাট পুনশ্চ বলিলেন, "আর যদি তুমি

আমার প্রস্তাবে অসম্মত হ'য়ে, ইস্মাইলের পরিবর্ত্তে প্রাণদণ্ডই চাও,—বেশ, গ্রহণ করো। কিন্তু বন্দী শুদ্ধেন্দু সিংহকে ইস্মাইলের পূর্ব্বকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিভূত্বে ইহজীবনে মুক্তিদানের জন্য কেহ দায়ী থাক্‌বে না,—সেটা স্মরণ রেখো। কি রাজকুমার,— কোন একটি বিদ্রোহী বা শত্রুরাজ্য ইস্মাইলের সঙ্গে এক যোগে কৃতকার্য্যতা দেখিয়ে, সুলতানের শাসনাধীনে আনার পর, তবে আপনার স্বাধীনতা লাভের সর্ত্ত ত?"

শুদ্ধেন্দু সিংহ অবাক্! মনে মনে আলাউদ্দীন সাহেবের বুদ্ধি কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, মনে মনেই বলিলেন, "সম্রাট বটে।"—ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া সসম্মানে স্মিত মুখে বলিলেন, "রাজ্যেশ্বর, আমি ধর্ম্মশপথ সত্যরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—প্রতিজ্ঞার জন্য,—স্বাধীনতা বা প্রাণের মমতায় আমি বিন্দুমাত্র কাতর নয়। কারুর দৈহিক শক্তিবলে পরাভূত হ'য়ে যদি আমি স্বাধীনতা বিক্রয় করতাম, তা'হলে এ পরাধীন জীবন ঘৃণাবহ মনে করতাম্, কিন্তু শুধু ধর্ম্মের অনুরোধে ধর্ম্ম রক্ষা মাত্র! আজীবন পরাধীনতা বা এই দণ্ডে মৃত্যুলাভ—আমার কাছে সমান আনন্দবহ।"—

মহবুব খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "না, রাজকুমারের স্বাধীনতার জন্য, আমি আপনার বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত। আপনার অনুজ্ঞা পালনের পর, লক্ষ বার নরক ভোগেও আমার আর আপত্তি নাই, বলুন কি আদেশ? কিসে রাজকুমার মুক্তি পাবেন?"

মৃদু আপত্তির স্বরে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "একটু বিবেচনা ক'রে নবাব—"

মহবুব চমকিয়া বলিলেন, "হাঁ, একটি অনুরোধ—অন্যায় যুদ্ধে

কোন নিরপেক্ষ রাজ্য উচ্ছেদ করা ছাড়া, যা আদেশ হয়,—বলুন।

একটু হাসিয়া আলাউদ্দীন সাহেব বলিলেন, "উপযুক্ত দোষের প্রমাণ ব্যতীত তোমাদের কাছে পররাজ্য আক্রমণের প্রস্তাব বৃথা, সে সংবাদ আমি উত্তম রূপে জ্ঞাত আছি। রাজ্যটা বহুদিনের পরিচিত শত্রু রাজ্য। ছয় বৎসর ধ'রে বিবাদ চ'লছে, আমাদের বিস্তর ক্ষতি হ'য়েছে,—এবার সমূলে রাজ্যটা উচ্ছেদ ক'রে, ক্ষতি পূরণ চাই। আমার বেশী সময় নাই,—তোমরা কোন তর্ক তুলে বাদানুবাদে ইচ্ছুক হও,—তবে বিদ্রোহী—বন্দীবেশে দরবারে চল, নচেৎ সৌহৃদ্যের সম্মান রেখে এইখানে, এই মুহূর্ত্তে অকপট অন্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও,—সাম্রাজ্যের স্বার্থের অনুরোধে তোমরা বিশ্বস্ত ভাবে পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা সেই রাজ্য জয় ক'রবে।"

উভয়ে বিনা প্রতিবাদে যথারীতি শপথসহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আলাউদ্দীন অতীব সন্তোষ সহকারে, উভয়ের দুই হস্ত গ্রহণ করিয়া সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "মহবুব,—কুমার শুদ্ধেন্দু সিংহ, আমার সরল অন্তরের বাণী শ্রবণ করুন, আমি ইচ্ছা ক'রলে এখনি দশটা মহবুব খাঁ বা দশটা শুদ্ধেন্দু সিংহকে অকাতরে হত্যা ক'রতে পারি, —কিন্তু ইচ্ছা ক'রলে এমন একটা মহা নির্ভীক, মহাশূর, অকপট—সত্যব্রত-নিষ্ঠ শুদ্ধেন্দু সিংহ বা অমন সাহসিক রণ-কুশলী বিশ্বস্তচেতা মহবুব খাঁকে গড়ে তোল্‌বার সাধ্য—আমার মত দশটা সুলতান আলাউদ্দীনের নাই,—এ আমি অপকট চিত্তে স্বীকার কর্‌ছি। তোমাদের মৃত্যুভয় দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধার করান যাবে না,—আমি বন্ধুভাবে সত্যের নামে অনুরোধ ক'রছি,—স্বীকৃত হও, তোমরা

প্রাণান্তেও বিশ্বাসঘাতক হবে না ?" উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আলাউদ্দীন বলিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হও, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শিবির ভঙ্গ ক'রে তোমাদের গন্তব্য পথে বেরুতে হবে। আমার পাঞ্জাঙ্কিত আদেশপত্র শীঘ্রই তোমরা পাবে।"

অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের মধ্যে আলাউদ্দীন বিদায় লইলেন। মহবুব খাঁ নিৰ্জ্জীব ভাবে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। শুদ্ধেন্দু নীরব গম্ভীর।

কিছুক্ষণ পরে উজীর জাফর খাঁ আদেশপত্র লইয়া শিবিরে ঢুকিলেন। মহবুব খাঁ অভিবাদন করিয়া আদেশপত্র লইলেন, — নীরবে পড়িতে লাগিলেন,—কিন্তু অৰ্দ্ধপথেই সহসা উত্তেজিত ভাবে আদেশ পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন! একটা অব্যক্ত কাতর শব্দ করিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিলেন।

শুদ্ধেন্দু সিংহ আদেশ পত্র তুলিয়া লইয়া পড়িলেন,—ছয় বৎসর পূর্ব্বে টাট্টা ও মুলতান বিজয়ী আলাউদ্দীনের সৈন্যদলের উপর ছদ্মবেশে আপতিত হইয়া, যশল্মীর রাজকুমার রতন সিংহ প্রভৃতি যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, সে অপমানের প্রতিকারার্থ ইতি-পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক রাজসৈন্য যশল্মীরে প্রেরিত হইয়াছে! তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন সৈন্যদল সহ মহবুব খাঁ আজই যশল্মীর রওনা হউন, এবং রাজকুমার তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া নব নিযুক্ত অশিক্ষিত সেনাগণের যথোচিত শিক্ষার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হউন—ইহাই আদেশ!

শুদ্ধেন্দু হাসিয়া বলিলেন, "উঠুন নবাব সাহেব, আর দ্বিধার সময় নাই, সত্যরক্ষা সকলের আগে!—"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যশল্মীরে অনেক দিন আগেই হুলুস্থুল পড়িয়াছিল,—এখন আবার নূতন হুলুস্থুল পড়িল!—নবাব মহবুব খাঁ ও রাজ-জামতা শুদ্ধেন্দু সিংহ বিপুল সৈন্যদল লইয়া যশল্মীর আক্রমণে আসিতেছেন!

ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কামরুদ্দীন নামক একজন কোরিষী সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে একদল খোরশান সৈন্য লইয়া মহবুব খাঁ স্বয়ং রণস্থলে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া নবাব একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন,—কোরিষী সর্দ্দার অকস্মাৎ পার্ব্বত্য-রাজ্য যশল্মীর আক্রমণের অভিপ্রায়ে যশল্মীর রাজের যোদ্ধাগণের চতুর্গুণ বেশী যোদ্ধা লইয়া সদর্পে পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করেন, কিন্তু ভট্টিরাজ সৈন্যগণ সুলতানের সৈন্য আগমনের সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। পার্ব্বত্য যুদ্ধে সুকৌশলী রাজপুতগণ দুর্গ প্রাকার হইতে প্রচুর প্রস্তর বৃষ্টি করিয়া, সাতদিনের মধ্যে সাত হাজার সুলতান সৈন্যের মাথা গুঁড়া করিলেন। প্রমাদ গণিয়া কোরিষী সর্দ্দার পিছু হটিলেন,—অকারণ সৈন্যক্ষয়ের সংবাদে মহবুব খাঁ ব্যস্ত হইয়া অসুস্থ শরীরেই তাড়াতাড়ি রণস্থলে উপস্থিত হইলেন,—রাজপুতের প্রস্তর বৃষ্টির পাল্লা এড়াইয়া অবশিষ্ট সৈন্যদের লইয়া পর্ব্বতমালার অন্য প্রান্তে শিবির স্থাপন করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কাগা নদীর উৎপত্তি স্থান,—এই যশ-

ল্মীর দুর্গের নিকটে।—মহবুব খাঁ শত্রু সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণ হইতে শিবির রক্ষার জন্য—কাগার জলস্রোত কাটিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া, নিজেদের শিবিরের চারিপাশে পরিখা খনন করিয়া জল-পূর্ণ করিলেন। আশু প্রাণ সঙ্কট হইতে সৈন্যদল বাঁচিল, যশল্মীর দুর্গও কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ হইল।

ক্রমে নবাবের পীড়া উপশম হইল। ক্ষয়প্রাপ্ত সৈন্যসংখ্যা পুনঃ পূরণের জন্য নবাব নূতন সৈন্য সংগ্রহে লাগিলেন। দুই পক্ষই পরস্পরের উপর আড়ি করিয়া, যে যার নিজ নিজ ঘরে ঢুকিয়া দিন কতকের জন্য নিঝুম হইয়া রহিলেন।—হঠাৎ সংবাদ আসিল—মহবুব খাঁর মাতা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা—জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে শেষ-সাক্ষাতের আশায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন।

কোমল-প্রকৃতি, স্নেহশীল মাতুল জালালউদ্দীন সত্বর মহবুব খাঁকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। দুই হাজার সৈন্য সহ মহবুব খাঁ উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে দিল্লীতে ছুটিলেন। মাতা তখন সম্রাট ভবনে ছিলেন,—যথা সময়ে মাতা পুত্রে সাক্ষাৎ হইল, ইস্মাইল তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক,—মাতা জ্যৈষ্ঠ পুত্রের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রায় দেহ রাখিলেন।

কিছুদিন মাতুল ভবনে থাকিয়া শোকাহত হৃদয় সংযত করিয়া মহবুব আবার কার্য্যক্ষেত্রে নামিলেন। আলাউদ্দিন তখন কোরার শাসন কর্ত্তা। তিনি গোপনে মহবুবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মন্ত্রণায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিজের কাযে লাগাইলেন। ইতিমধ্যে ইস্মাইল একটু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, সেও আলাউদ্দীনের আগ্রহে দলভুক্ত হইল, তার পরই দেবগিরির জয়!

যাহাই হউক, নবীন সম্রাট আলাউদ্দীন সাহেবের হাতের মুঠার নিষ্পেষণে, নিষ্পিষ্ট-প্রাণ মহবুব খাঁ এখন বাধ্য হইয়া আবার সসৈন্যে যশল্মীর চলিলেন। সম্রাটের নিজস্ব সৈন্যদল হইতে বহু-সংখ্যক নূতন সৈন্যসহ জনকতক সেনানীও সহযোগীরূপে সঙ্গে চলিল,—তাহাদের মধ্যে কেরামৎ ও নুরুদ্দীন ছিল।

নিহত সম্রাটের দুস্থ পরিবারবর্গের জন্য কোন কিছুই সাহায্য করিতে না পারিয়া মহবুব খাঁর ভগ্ন হৃদয় বড়ই বেদনা-পীড়িত হইতে লাগিল। আলাউদ্দীনের বল-বৈভবের বিরুদ্ধে তাঁহার বেশী কিছু করিবার শক্তি ছিল না,—ইচ্ছা ছিল, মরণ-পণে বিদ্রোহী হইয়া কিঞ্চিৎ বাধা দানের চেষ্টা! চতুর আলাউদ্দীন অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে সদ্য বিদায় দান করিলেন। তার পর নিশ্চিন্ত হইয়া ধীরে সুস্থে নিজের কায গুছাইতে মন দিলেন।

সসৈন্যে যশল্মীর পৌছিয়া মহবুব খাঁ দেখিলেন, সৈন্যবৃন্দের অবস্থা শোচনীয়! পরিখা মধ্যে কামরুদ্দীনকে বন্দী করিয়া,যশল্মীর সৈন্যগণ নূতন অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, বাহির হইতে কাহারও পরিখা মধ্যে গমনের উপায় নাই! কামরুদ্দীন সসৈন্যে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে।

সত্বর একটা খণ্ড যুদ্ধ বাধিল। রতন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবরাজ সসৈন্যে অবরোধ ছাড়িয়া একটু দূরে হটিয়া গেলেন। মহবুব সসৈন্যে পরিখা মধ্যে ঢুকিলেন। মুসলমান শিবিরে আনন্দোৎসব পড়িল।

যুদ্ধটা প্রথম একচোট খুব তুমুল তোড়ে হইয়া, পরে এমন 'মিয়াইয়া' গিয়াছিল যে, দুর্গের অধিবাসীরা সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু দুশ্চিন্তার আশাই করে নাই। এখন আকস্মিক-বিপদ দেখিয়া

দুর্গে নূতন করিয়া সাজ সাজ রব পড়িল! রুগ্ন, অসমর্থ, বালক, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্যা নারীগণকে ইতিপূর্ব্বেই মরুভূমির মাঝে নিরাপদ স্থানে পাঠান হইয়াছিল, এখন আবার নূতন করিয়া দুর্গের অনাবশ্যক ভার কমাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল।—নচেৎ খাদ্যাভাব হইবে।—

মহিমা-দেবী, কুমারী-জীবনেই রাজ্যের বালিকাদের লইয়া একটি 'শিক্ষার্থিনী সঙ্ঘ' গঠন করিয়া সুশিক্ষিতা চারণী ভট্টিনীদের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিজেও অবশ্য তখন সে সঙ্ঘের প্রধানা শিক্ষার্থিনী ছিলেন। এখন যুদ্ধ বিগ্রহের অসুবিধায় ঠেকিয়া চারণী ভট্টিনীগণ বিদায় লইয়াছেন, মহিমা-দেবী স্বয়ং শিক্ষয়িত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, গঙ্গা ও অন্যান্য সহচরীরা সহকারিণী হইয়াছে!

প্রভু শুদ্ধেন্দু সিংহের আদেশে দেবগিরি ছাড়িয়া আসিবার সময় নিরপরাধ ভগবানের উপর সাগর সিংহের বড় দুর্জ্জয় ক্রোধই সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া আজ কাল সে বেশ একটি নূতন মানুষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রভুর সমস্ত অনুচরবর্গকে লইয়া, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের পরিচর্য্যার জন্য সেবাশ্রমের কাযে নিযুক্ত হইয়াছে। তার উপর—জননী মহিমা-দেবীর আদেশে আর একটি কাযের ভার সে লইয়াছিল, শিক্ষার্থিনী সঙ্ঘের বালিকাদের —আহত-পরিচর্য্যা-বিদ্যা শিখানো।

সে দিন সকালে সাগর শিক্ষা মন্দিরের উদ্যানে পৌঁছিয়া দেখিল, সামনেই একটা গাছের তলায় বসিয়া গঙ্গাঠাকুরাণী, গুটিকতক বালিকাকে জড় করিয়া মুখে মুখে ব্যাকরণের কতকগুলা সন্ধি

প্রকরণ বুঝাইতে ঘোরতর ব্যস্ত। সাগর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইতেই গঙ্গা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া একেবারেই বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করিয়া বসিল, "শিক্ষক মহাশয়, এ আবার কি নূতন হুজুক শুন্‌ছি? আপনার প্রভু—সিংহ ঠাকুর সত্যিই মুসলমানদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসেছেন?"

সাগর একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "মাভৈঃ গঙ্গাদেবি!—আমার প্রভু যদিও যুদ্ধ করেন, তা হ'লেও তোমাদের সঙ্গে কর্‌বেন না, এটা ঠিক জানি,—তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব্যাকরণ পড়াও—"

গঙ্গা একটু অপ্রস্তত হইয়া বলিল, "আহা,—ভুল বুঝ্‌লেন যে,—আমাদের সর্ব্বনামটা,আমি কি এই অপোগণ্ড গুলার উদ্দেশে ব্যবহার করেছি, রাজ্যসুদ্ধ সকলকে নিয়ে একটা ব্যাপক অর্থেই শব্দটা প্রয়োগ করেছি—"

রতন সিংহের দশ বছরের কন্যা সুধা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সাগর তাহাকে টানিয়া লইয়া বলিল, "সুধা দিদি, ব্যাকরণের সন্ধি বিচ্ছেদ করত—"

সুধা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "ব্যা—এবং—"

সাগর হাসিয়া বলিল, "ব্যস্, আর করণ প্রকরণে কায নাই, গঙ্গাদেবি,— ব্যাকরণ-মূর্খের রাসভ-নিন্দিত কণ্ঠস্বরটা ক্ষমা কর্‌তে হবে—"

গঙ্গা বলিল, "আঃ, একটা কাযের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে গেলুম, কি যে আপনি বাজে কথার অনাবশ্যক খরচ জুড়ে দিলেন, আমার প্রয়োজনীয় কথাগুলার একটাও সদ্ব্যয়ের সুযোগ হোল না—"

সাগর বিজ্ঞভাবে গোঁফে চাড়া লাগাইয়া বলিল, "হায় দেবি,—

ঐটেই ত স্ত্রীজাতির জাতীয়-দুর্ব্বলতার প্রধান লক্ষণ, তোমরা কথা অনেক ক'ইতে জানো, কিন্তু শতকরা দেড় খানার বেশী কাযের কথা কইতে মোটেই জানো না—"

সহসা হুড়াহুড়ী করিয়া একদল বালিকা ছুটিয়া আসিয়া কলরবে প্রশ্ন জুড়িল,—"আচ্ছা, শিক্ষক মহাশয়,আপনি আছেন,—বল—"

আর একজন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল,"আচ্ছা ভাই গঙ্গাদিদি, তুমিও আছ—বল—"

তৃতীয় অগ্রসর হইয়া বলিল, "দাঁড়া না, শিক্ষক মহাশয় থাকতে গঙ্গা দিদি কেন, উনিই বলুন না—"

চতুর্থী চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে, গঙ্গা দিদি ব্যাকরণে কত পণ্ডিত, জানিস তা ? নয় শিক্ষক মহাশয় ?—"

উপায়ান্তর না পাইয়া সে বেচারা, সাগরকেই মধ্যস্থ মানিয়া ফেলিল। সাগর সবিনয়ে উত্তর দিল,—"নিশ্চয়, তার আর সন্দেহ আছে ? গঙ্গার খরস্রোত, সর্ব্বজন-বিদিত সাংঘাতিক ব্যাপার, কিন্তু তোমাদের কলহ তাণ্ডবের কারণ কি, কিছুই ত বুঝ্‌লুম না !—"

গম্ভীর হইয়া প্রথমা বলিল, "শুনুন আমি বলি, এই—"

দ্বিতীয়া এক ঠেলায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "আরে থাম্, তুই বল্‌তেই পারবি না, আমি বল্‌ছি,—"

প্রথমা মহা আশ্চর্য্য হইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল,"ঐ নাও,উনি মেয়ে,আমার চেয়ে পণ্ডিত। তুই চুপ কর্,আমি বল্‌ছি—'

তৃতীয়া ভিড় ঠেলিয়া, আসিতে আসিতে বলিল, "তোরা থাম্‌না ভাই, আমিই বল্‌ছি—"

হট্টগোলের তাড়ায় অস্থির হইয়া সাগর বলিল, "সবাই চুপ কর্—একজন বল—"

আর যায় কোথা? সকলেই সেই 'একজনত্বের' পদ গৌরব লাভের চেষ্টায় শশব্যস্ত হইয়া সমস্বরে চীৎকার জুড়িল—"আমি, আমি, আমি বল্‌ব, শুনুন আমার কথা—"

উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সাগর বলিল, "ও রকম কর্‌লে হবে না, যে সর্ব্ব প্রথম বাক্য উচ্চারণ ক'রেছ, সেই বল,—"

বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সকলেই একযোগে দাবী করিয়া বসিল, সেই-ই সকলের আগে বাক্যোচ্চারণ করিয়াছে, এবং পর মুহূর্ত্তেই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ—তুমুল অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা উঠিয়া পড়িল!—পাশের সঙ্গিনীকে ভৎর্সনা করিয়া প্রথমা বলিল, "আরে ধুৎ, তুই কেন, আমি সবার আগে কথা বলেছি—"

সঙ্গিনী মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "উঃ, তুমি মস্ত বীর কি না,—সবই আগে কর—"

তৃতীয়া মাঝখান হইতে কিঞ্চিৎ সংযত ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "সত্যিকার বল্‌তে গেলে কিন্তু আমিই সকলের আগে কথা ব'লেছি

চতুর্থী তদ্দণ্ডেই জোর গলায় প্রতিবাদ করিয়া জানাইল, "তার আগেই কিন্তু আমি—নয় ভাই প্রমীলা?"

সাগর হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল! অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাদেবী,—দোহাই তোমার, পার তো এ মহা বিপ্লব থামাও, আমি নাচার হয়ে পড়েছি!—"

গঙ্গা সুযোগ বুঝিয়া, বেশ নিরীহভাবে একটু দূরে সরিয়া,

—নিঃশব্দ কৌতুকে মুখে ওড়না আড়াল দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল! এবার অগ্রসর হইল,—এবং বেশ সপ্রতিভ-সংযমে, মাত্র একটি ধমকে, বালিকাদের উচ্ছৃঙ্খল কলরব সম্পূর্ণ সংযত করিয়া—দলের ভিতর হইতে একটাকে টানিয়া সুগম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল, "কি হ'য়েছে, বল দেখি প্রমীলা?—"

যে আকাঙ্ক্ষিত-গৌরবটার জন্য এত দ্বন্দ্ব বিগ্রহ, হঠাৎ সেটা শূন্যদেশ হইতে আচম্বিতে লাফাইয়া স্কন্ধদেশে আবির্ভূত হইতেই, বেচারা প্রমীলা অত্যন্তই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে উপর্য্যুপরি ঢোক গিলিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, নিশ্বাসের তালে, দমিয়া দমিয়া বলিল, "ওগো গঙ্গা দিদি,—এই, হ'য়েছে কি শোন,—এই, আমাদের মা মহিমাদেবীকে—এই, এই,—ওর নাম কি,—এই,

গঙ্গা ধমক দিয়া বলিল,"আবার,এই!—লক্ষ গণ্ডা 'এই' নিয়ে কি হবে?—এক নিশ্বাসে চট্ ক'রে বল্,—এই, তুই বল্ সুকর্ম্মা—"

সুকর্ম্মা, নিজের নামটার সার্থকতা সম্পাদন করিল,—চট্ করিয়া অগ্রসর হইয়া—এক নিশ্বাসে তড়্‌তড়্ করিয়া বলিয়া গেল, —"আমাদের মধ্যে তর্ক উঠেছে যে, যেমন রাজ-ঋষি, রাজর্ষি—মহা-ঋষি,মহর্ষি—দেব-ঋষি,দেবর্ষি প্রভৃতি বিশেষণ আছে,তেম্নি—আমাদের মা মহিমা-দেবী রাজকন্যা হ'য়েও যদি তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর মত হ'য়েছেন,তাহ'লে তাঁর বিশেষণটা কি হওয়া উচিত?"

গঙ্গা সুনিশ্চিন্ত মুখে, বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "শিক্ষক মহাশয়, এবার সমস্যাভঞ্জন করুন, আর আমার কথা বলা শোভন সঙ্গত নয়।—"

পিছন হইতে অতি মধুর-কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল, "নিশ্চয় না!—"

সকলে ব্যগ্র চমকে পিছন ফিরিয়া দেখিল,—শুচিস্নাতা বেশে, অনুপম-লাবণ্য-উজ্জ্বলা, স্মিতাননা মহিমা-দেবী!—

সাগর সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিতেই,—সস্নেহে, সুমিষ্ট ভৎর্সনার স্বরে মহিমাদেবী বলিলেন, "পুত্র, তুমি সুদ্ধ এই অপোগণ্ডদের দলপুষ্টি ক'রে, আমার নিগ্রহ আরম্ভ ক'রেছ?—"

সাগর নম্র-বিনয়ে উত্তর দিল, "কি করি মা, আপনার এই দুরন্ত বালিকাগুলিকে কিছুতেই যে সাম্‌লাতে পারছি নে, দুষ্টু বুদ্ধিতে এঁরা সবাই সমান!—"

মহিমা দেবী গঙ্গার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, "তুমিও?"

দারুণ আপত্তি প্রকাশে সজোরে মাথা নাড়িয়া গঙ্গা সুস্পষ্ট প্রতিবাদের স্বরে বলিল, "আমি মা ওঁদের কোন কথার ভিতরই নাই, নির্লিপ্ত হয়ে ঠায় এক পাশে দাঁড়িয়ে আছি,—গোল জুড়েছেন সব ওঁরাই!—"

হাসি মুখে মহিমা-দেবী কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন—সহসা অদূরে—বহুদিনের পরিচিত—সুস্নিগ্ধ-গম্ভীর কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিলেন, "কল্যাণ হোক,—নবাগত অতিথিকে কেউ তোমরা চিন্‌তে পার, সাগর সিংহ?—"

সকলে চমকিয়া দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল,—দেখিল পরিচিত পরিচ্ছদে, নিরস্ত্র বেশে, পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে দাঁড়াইয়া,—প্রসন্ন-সৌম্য মূর্ত্তি শুদ্ধেন্দু সিংহ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন! যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ের বিপুল ঝঞ্ঝনা

সংঘাতে সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রীগুলা,—বিভিন্ন বিচিত্র স্বরে সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল ! সাগর আত্মহারা উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া প্রভুর পাদপ্রান্তে পড়িয়া উত্তেজনা-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,"আমার প্রভু !"

সাদরে আলিঙ্গন করিয়া সাগরকে উঠাইয়া, শুদ্ধেন্দু সিংহ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। বালিকারা প্রণাম করিল,—মহিমা-দেবী সকলের পিছনে থাকিয়া—দূর হইতে নিঃশব্দে প্রণাম করিলেন।—

সংক্ষেপে সাগরের সহিত স্বাগত প্রশ্নাদি বিনিময় করিতে করিতে শুদ্ধেন্দু সিংহ বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটে কোন আসন নাই দেখিয়া, সাগর অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, নিজের উষ্ণীষ-বস্ত্র খুলিয়া বৃক্ষতলে বিছাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল,—"এটা আমার তপস্বিনী জননীর তপস্যাশ্রম। এখানে অতিথি অভ্যাগতগণের উপযুক্ত আসন অভ্যর্থনার আসবাব নাই ! সন্তান আমি,—মাতৃ-সম্মান রক্ষার জন্য নগ্নশির হ'য়ে প্রভুর কাছে অপরাধভাজন হ'লুম, ক্ষমা করুন—"

শুদ্ধেন্দু হাসিয়া,—ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই অদ্ভুত আসনে হাত ঠেকাইয়া ললাট স্পর্শ করিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, "সম্মানের আসন সম্মানেই ব্যবহার ক'রলুম,—আর প্রয়োজন নাই। দুর্গে উপস্থিত হ'য়ে অবধি রাজজামতার উপযুক্ত অপর্য্যাপ্ত আদর অভ্যর্থনা লাভ ক'রে,ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছি,এবার সরলভাবে চলাফেরা ক'র্‌তে দাও সাগর, শ্রান্তি দূর হোক্।"

উচ্ছল হাসিতে সাগরের আনন্দোৎফুল্ল মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল ! —অতিকষ্টে সংযত হইয়া মাটীর দিকে চাহিয়া ঘাড় চুল্‌কাইতে

চুল্‌কাইতে বলিল,—"প্রভু তাহ'লে আগেই শ্বশুরালয়ের অভ্যর্থনা গ্রহণ করে তবে এখানে এসেছেন ?"

সস্মিতমুখে শুভ্রেন্দু সিংহ বলিলেন, "আজ যুদ্ধ স্থগিত আছে, তাই পূজনীয় মহারাজের চরণ বন্দনার জন্য শিবির ছেড়ে এসেছিলুম, আমি এখনি ফিরে যাব সাগর। আর্য্য রতন সিংহের অনুরোধে তোমাদের সেবাশ্রম আর এই শিক্ষাশ্রম পরিদর্শন কর্‌তে এসেছি,—এ বালিকাগুলি কি সবই—"

সাগর বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, হাঁ প্রভু, সবই আমার মার সন্তান ! ব্যস্ আর কোন পরিচয় নাই, এমন কি—ওই—"

গঙ্গার সন্ধানে, ত্রস্ত-চঞ্চল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া সাগর অবাক্ হইয়া গেল ! বড় দলের মেয়ে কয়জনকে লইয়া গঙ্গা যে ইতোমধ্যে কখন গাছপালার আড়াল দিয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সাগর কিছুই ঠাহর পাইল না ! তাড়াতাড়ি মাথা চুল্‌কাইয়া কোনমতে বিস্ময়-অপ্রস্তুত ভাবটা সাম্‌লাইয়া হাসিমুখে বলিল,—"প্রভু, সেবাশ্রমটা যদি দেখেন, তবে একবার এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট্ করে সেখান থেকে ঘুরে আসি,—অধ্যক্ষের ত্রুটিগুলা আপনার চোখে পড়্‌তে দেওয়া হবে না, মনঃক্ষুণ্ণ হবেন—ঝাঁ করে সেগুলো সংশোধন করে আসি—আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন,—আহা ! প্রভুর সাম্‌নে নগ্নশির হ'য়ে এতবড় অপরাধ ক'রলুম, আসনটায় একবার বসুন প্রভু।"

সুধা এতক্ষণ মহিমা-দেবীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া শুভ্রেন্দু সিংহকে দেখিতেছিল,—এইবার সাগরের কথায় মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ সাগর দাদা,—

ভারী তো একটা পাগড়ী খুলে দিয়েছ, ওর জন্যে রাতদিন অত বক্‌বক্ ক'রো না, এই নাও বাপু, আমার ওড়নাটা তোমায় দান করে দিচ্ছি—পাগড়ী বাঁধো—" সঙ্গে সঙ্গে সোণালী-জরি-খচিত রেশমী সূতার ক্ষুদ্র ওড়না খানি খুলিয়া তাল পাকাইয়া সাগরকে ছুঁড়িয়া দিয়া,—নিজে মহিমা-দেবীর কোল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহারই ওড়নার বিস্তৃত আঁচলে নিজের ক্ষুদ্র গা মাথা ঢাকিয়া মুখখানি বাড়াইয়া--আবার একান্ত মনোযোগে শুদ্ধেন্দু সিংহের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল। সাগর উচ্ছ্বসিত হাস্যে বলিল, "জয় জয়কার হোক সুধা দিদি!—মা, সন্তানের পাওনা জিনিস, আপনার পায়ের ধুলায় এটা আগে পবিত্র সার্থক হোক, বসুন।"

বিচলিতা মহিমা-দেবীর ত্রস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সাগর অম্লানবদনে ওড়নাখানি তাঁহার পায়ের কাছে বিছাইয়া দিল,—এবং মহিমা-দেবীর ক্ষুণ্ণ-অনুযোগ 'শিশুবৃন্দের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ শিশুত্ব প্রাপ্তির'—গুরুতর অভিযোগটায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া, বেশ স্বচ্ছন্দ-প্রফুল্ল মুখে দ্রুতপদে নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

শুদ্ধেন্দু সিংহ হাসিমুখে বলিলেন, "দেবীর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের অতলস্পর্শ গভীরতাকে ধন্যবাদ! আমার চিরদিনের রুক্ষ-উদ্ধত-স্বভাব সাগর পর্য্যন্ত এতদূর পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে?—"

ওড়নাখানি তুলিয়া, ঝাড়িয়া সুধাকে পরাইতে পরাইতে মহিমা-দেবী মৃদুস্বরে বলিলেন, পরিবর্ত্তিত হওয়া মানুষের স্বকৃত চেষ্টার ফল! সাগর বয়সে যাই হোক, মনে কিন্তু সত্যই শিশু! আমি কাউকে পরিবর্ত্তন করতে পারিনি,—এরাই আমাকে দ্রুতবেগে পরিবর্ত্তনের পথে টেনে নিয়ে চলেছে আর্য্য,—সত্যই

স্বীকার কর্‌ছি!—"স্বামীর মুখের দিকে অকুণ্ঠিত সরল দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া মহিমা-দেবী প্রসন্ন-উজ্জ্বল মুখে হাসিলেন!

শুদ্ধেন্দু সিংহ পরস্পর বদ্ধ বাহুদ্বয় বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া প্রফুল্ল-সুন্দর মুখে বলিলেন, "ভগবৎ প্রসাদে দেবী তাহ'লে আজ কাল ঘোর সংসারীই হ'য়ে পড়েছে! সন্তানের নিগ্রহ কেমন?"

সলজ্জ-স্মিত মুখে মহিমা-দেবী উত্তর দিলেন, ভগবানের অনুগ্রহের দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ ক'রবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি আর্য্য, ওর অবশ্যম্ভাবী ফল নিগ্রহ উৎপীড়ন, দুঃখের হিসাব রাখা বৃথা কর্ম্মভোগ মাত্র! আশীর্ব্বাদ করুন, অন্তর যেন আত্ম স্বাধীনতার মাঝে বন্ধন মুক্তই থাকে।"

গভীর শ্রদ্ধাবহ দৃষ্টিতে শুদ্ধেন্দু সিংহ নীরবে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। মহিমা-দেবী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। কুণ্ঠিত চিত্তে প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া লইবার জন্য শান্ত হাস্যরঞ্জিত মুখে বলিলেন, "দিল্লীশ্বর এবার ক্ষুদ্র যশল্মীরের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমরাভিযান পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে আপনি কোন্ কাজে নিযুক্ত?—"

শুদ্ধেন্দু প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বলিলেন, "সব চেয়ে নিরাপদ কাজ যেটা,—শিক্ষকতা। একদিন যশল্মীর রাজকুমারদের অস্ত্র শিক্ষা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেটা মুসলমান শিবিরের কর্ত্তৃপক্ষের কাণে উঠেছে, তাই তাঁরাও আমায় মস্ত শিক্ষক সন্দেহ করে বসেছেন! কিন্তু সে সব নিষ্প্রয়োজনীয় গল্প এখন থাক, সময় নাই,—বিদায়। যুদ্ধ বন্ধের অবসরে মাঝে মাঝে দুর্গে আস্‌ব।"

মুহূর্ত্তে মহিমা-দেবীর হৃদয়াভ্যন্তরে সহসা কি একটা অভাবনীয় বেদনার বিদ্যুচ্চমক বহিয়া গেল। নিজের অজ্ঞাতেই—নিজের

অন্তরের পানে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া,—তিনি অবাক হইলেন, তারপর একটু হাসিলেন। অদ্ভুত অতীব জটিল—দুর্জ্ঞেয় রহস্যাগার এই মনুষ্য হৃদয়টা! তাড়াতাড়ি অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন,"আস্‌বেন? আসুন, সেবাশ্রমে যাবার পথ এই দিকে।"

বালিকাদের সেইখানে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া মহিমা দেবী অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধেন্দু সিংহ একটু বিস্মিত ভাবেই পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গাছপালার আড়াল দিয়া—উদ্যানের একটু নিভৃতস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়া, হঠাৎ পিছন হইতে মহিমা-দেবীর কাঁধের উপর হাত দিয়া,—শুদ্ধেন্দু সিংহ ঘুরিয়া আসিয়া মুখোমুখী সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। মহিমা চমকিয়া মুখ তুলিলেন—শুদ্ধেন্দু দেখিলেন—পত্নীর প্রশান্ত দৃষ্টিপ্রান্তে—মৃদু অনুযোগ।

তৎক্ষণাৎ পিছু হটিয়া,ধীরস্বরে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন,"না দেবি, ক্ষমা কর। আমি একটু দ্বিধায় পড়েছিলুম মাত্র!—অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্য, আমার খুব স্মরণ আছে, কোন মূঢ়তার উত্তেজনায় তাকে লঙ্ঘন কর্‌ব, এত নির্ব্বোধ আমি নয়!—কিন্তু এ কি দেবি,—আজ আমি সত্যই তোমায় ভুল বুঝলুম?—"

ঈষৎ ক্ষুণ্ন অনুতপ্তভাবে মহিমা-দেবী বলিলেন, "না আর্য্য, ভুল আমিই করেছি!—সূর্য্যরশ্মি—অবিকৃত উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মিই! কিন্তু রঙ্গিন্ কাচের আড়াল দিয়ে তাকে দেখ্‌তে গেলে, রঙ্গিন রশ্মিই যে চোখে পড়া অনিবার্য্য, সেটা হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলুম, —আপনি ক্ষমা করুন আমায়।—"

মহিমা প্রণাম করিলেন। শুদ্ধেন্দু শান্ত গভীর স্বরে বলিলেন, "ভগবানের উপর আত্মার একান্ত নির্ভর স্থাপন করে, বিশ্বের বুকে

নিঃশঙ্ক হয়ে দাঁড়াও। এস দেবি, সাম্‌নেই শিবালয়, প্রণাম করে যাই।—"

হাসি মুখে পিছু হটিয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "এবার আপনাকে আগে চল্‌তে হবে। চলুন।"

কুমারীদের পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত শিবালয়। উভয়ে আসিয়া মন্দিরে উঠিলেন। নিঃশব্দে প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "এই পাষাণ মূর্ত্তি,—পাষাণ মাত্রই! কিন্তু মানবের প্রাণের একাগ্র আরাধনা বলেই এ পাষাণের মধ্যে, মুক্ত-চেতনা স্পন্দিত হয়ে ওঠে। এ নির্জ্জীব পাষাণকে প্রাণবন্ত ক'রে তোল্‌বার অধিকারী,—মানবেরই অন্তর্নিহিত-শক্তি!"

উদ্বেলিত-হৃদয়া মহিমা দেবীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বসিয়া —যুক্ত-করে ঊর্দ্ধমুখে স্তোত্র পাঠ করিলেন!—

"চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্।······
পঞ্চপাদপ পুষ্পগন্ধ পদাম্বুজদ্বয় শোভিতম্
ভাললোচনজাতপাবকদগ্ধ মন্মথ বিগ্রহম্।
ভস্মদিগ্ধ কলেবরম্ ভবনাশনং ভবমব্যয়ং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ।"

শুনিতে শুনিতে শুদ্ধেন্দু ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহির হইতে মন্দির উদ্দেশে পুনঃ প্রণাম করিয়া শান্ত মুখে গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। মহিমা-দেবী মন্দিরেই রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর ব্যাপী অবরোধ-বন্দীত্বের গ্লানি ও খাদ্যাভাবের আতঙ্কে, নিরুৎসাহ মুহ্যমান কামরুদ্দীনকে সসৈন্যে উদ্ধার করিয়া, মহবুব খাঁ তাহাদের আবেদন মত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। পুরাতন দলের মধ্যে জনকতক বাছা বাছা লোক ইচ্ছা করিয়াই যুদ্ধ ক্ষেত্রে রহিল, বাকী সব নূতন।

সে দিন বৈকালে নূতন ও পুরাতন জনকতক সৈনিক মিলিয়া শিবির প্রান্তে নুরদ্দীনকে লইয়া জটলা করিতেছিল। নুরুদ্দীন গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অলস আরামে ফরসী টানিতেছিল। পুরাতন দলের একজন সৈনিক, পুরাতন দিনের অবরোধ দুঃখের কাহিনী সকরুণ কণ্ঠে বর্ণনা করিতেছিল, দুই বৎসর ধরিয়া তাহারা এই খালের মধ্যে আটক পড়িয়া কুণ্ডলী পাকান কেন্নোর পালের মত যখন স্থানাভাবে গায়ে ঠেসিয়া কিল্ কিল্ করিত এবং পরিখার চারিদিকে বেড়িয়া যখন রাজপুত সৈন্যগণ গোঁফে চাড়া লাগাইয়া পাহাড়ে অজগরের বাচ্চার মত বীরদর্পে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন—আড়ষ্টভাবে বসিয়া সে দৃশ্য দেখিতে এবং "হাপু" গণিয়া দিন কাটাইতে তাহাদের কি কষ্টই

হইত ! দিল্লী ও বুন্দর হইতে নূতন সৈন্য, নূতন রসদ আসিত, রাজপুতরা সব ধ্বংস করিয়া লুটপাট করিয়া ছারে খারে দিত ! ব্যাপার দেখিয়া তাহার এত ভাবনা ধরিয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত বুঝি না খাইয়া, না ঘুমাইয়া মরিতে হয় !

সৈনিকের মন্তব্য শুনিয়া নুরুদ্দীন একটু হাসিয়া বলিল,—"ঠিক কথা ! খাওয়া আর ঘুম,—এ দুটো বিষয়ের সুশৃঙ্খলার জন্যই দুনীয়ার সমস্ত বুদ্ধিমান লোকেরা অহরহ দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, তা তোরা ত ভাই ছেলে মানুষ ! যাক্, তারপর—"

সৈনিক বলিল, "তার পর আর কি ? আপনারা এলেন,—লড়াইটা হুড়মুড়িয়ে বেশ একচোট জেঁকে উঠ্‌ল,—তারপর আবার সেই 'চৌরঙ্গী বাতের' মত দেশসুদ্ধ সবাইকার আঁজরে-পাঁজরে হাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ধরে—শেষে প্রকাণ্ড শোষে দাঁড়িয়ে গেল ! ঠিক আগের দশা—! আর চল্‌ছেও না,—থাম্‌ছেও না,—কেবল শব্দ শোনার পালা পড়েছে,—ঠুক্ আর ঠাক্ ! ও দলের সেহ্‌ির বিক্রম, শঙ্কর, দেবরাজ—নিদেন তাঁর বাচ্চাছেলে হামির ঠাকুরটিরও দিনের মাথায় হদ্দ একবার আস্‌বেন, দাঁত খিঁচিয়ে যাবেন,—এ দল হাঁক্‌বেন জয় সুলতান আলাউদ্দীনের জয়,—ও দল হাঁকবেন জয় মহারাজ জয়ৎ সিংহের জয়, তারপর খানিক বাই ঠোকাঠুকির পর—একটু কুস্তি কসরৎ দেখিয়ে, দুটো চাট্টে হাই তুলে, বার দুচ্চার আলিস্যি ভেঙ্গে যে যার নিজের ঘরে গিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে জিরুতে লাগ্‌বেন ! ব্যস্, ঠাণ্ডা !—লড়াইটা আবার এমন দরকচা মেরে আস্‌ছে কেন বলুন দেখি ?—"

নুরুদ্দীন সজোরে ফর্‌সী টানিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া—

উত্তর দিল,—"আমি অভিধান শাস্ত্র নই বাবা, যে পাতা উল্‌টাবা মাত্র অর্থ বেরিয়ে পড়্‌বে! আমি তোমাদেরই মত চারটে হাত পা ওলা নিরীহ জীব, কি সে কি হ'চ্ছে, কেমন করে বল্‌ব!"

দ্বিতীয় সৈনিক বলিল, "না, সে যাই বলুন, কিন্তু এ রকম অবস্থা ব্যবস্থার মধ্যে ঠেকে জীবনটা নেহাত এক ঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে!"

নুরুদ্দীন উত্তর দিল, "দু-ঘেয়ে করে নেবার ব্যবস্থা তো নিজেদের হাতেই রয়েছে বাবা, ক'রে নিলেই তো পার।"

অতিশয় আগ্রহের সহিত সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল, "কি করা যায় বলুন দেখি?—"

মহা ঔদাস্য সহকারে নুরুদ্দীন উত্তর দিল, "কেন? সবাই মিলে একধার থেকে আত্মহত্যা করে ধড়াধ্বড়্‌ মর্‌তে সুরু দাও, ব্যস্‌, এক ঘেয়েমি ঘুচে চাদ্দিকটা নিঃশব্দে পরিষ্কার সাফ্‌ হয়ে যাবে!"

দলের মধ্যে প্রচণ্ড হাস্য কলরব পড়িয়া গেল! নুরুদ্দীন উদাস গম্ভীর মুখে ফর্‌সী টানিতে টানিতে দূরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শুদ্ধেন্দু সিংহ আসিতেছেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভিবাদন করিল। সৈনিক মণ্ডলী হাসি বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

প্রসন্নমুখে প্রতি-নমস্কার-সহ নিকটে আসিয়া শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "কি বন্ধুগণ, শারীরিক মানসিক মঙ্গল ত?"

নির্ব্বিবাদে সম্মতি স্বীকারে উদ্যত, সৈন্যগণের দিকে চাহিয়া নুরুদ্দীন বলিল, "না জনাব, লড়াইটা আবার দর্‌কচা মেরে গেল বলে, এরা সব আপ্‌শোষে আধমরা হয়ে গেছে, মানসিক মঙ্গল এদের মোটেই নেই—"

প্রশান্ত গম্ভীরমুখে শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "না থাকাই স্বাভাবিক, —নবাব সাহেব কোন্ দিকে গেলেন ?—"

নুরুদ্দীন উত্তর দিল, "মরুভূমির ঝাঁঝালো হাওয়ায় মেজাজ বদ্লাবার জন্যে,—ছাউনীর বাইরে ঐ খেজুর গাছের কাছে ময়-দানে হাওয়া খেতে গেছেন। রজ্জব আজ দিল্লীর খবর নিয়ে এসেছে। আলাউদ্দীন সাহেব দিল্লী দখল করেছেন। ছোট বাদশা-জাদা রুকন সাহেব মা বোনদের নিয়ে প্রাণে প্রাণে বেঁচে মুলতানে বড় দাদার কাছে গিয়ে পৌছেছেন,—খবরটা তবু মন্দের ভাল ! বাদ্শাই যাক, তবু প্রাণটা আছে।"

শুদ্ধেন্দু ভাল মন্দ কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, নিঃশব্দে বিদায় লইয়া শিবিরের বহির্ভাগে চলিলেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতময় স্থানের চারিদিকেই ছোট বড় অধিত্যকা, উপত্যকা। মহবুব খাঁ—সেইরূপ একটি সমতল ক্ষেত্রে, একাকী পায়চারী করিতেছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। শুদ্ধেন্দু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—"নবাব সাহেব ?"

মহবুব খাঁ চমকিয়া মুখ তুলিয়া – আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আশ্চর্য্য মানুষ আপনি ! আপনার মুখের ঐ শান্ত ভাবটা সকল সময়েই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, কোন অবস্থা সঙ্কটের দুঃখই আপনার মুখের উপর এতটুকু বিষণ্ণ-তার রেখা দাগ্‌তে পারে না।—"

শুদ্ধেন্দু প্রসন্ন স্মিত মুখে বলিলেন, "যতক্ষণ আমরা—'ছোট আমি' টার দিকে তাকিয়ে থাকি, ততক্ষণই পৃথিবীর সকল রকম ছোট. দুঃখই—বড় যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণকে পিষ্‌তে থাকে।

কিন্তু যখন ছোটর দিকে থেকে ফিরে, উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখ্‌তে সক্ষম হই, —তখন সমস্ত দুঃখের বেদনা, পরম সার্থকতার আনন্দরূপ ধরেই —আমাদের কাছে দেখা দেয়। কিন্তু সে কথা এখন থাক,—নবাব সাহেব, কর্ত্তব্য কষ্টর বলে চোখ কাণ বুজে নিদ্রা যাওয়াই কি বুদ্ধিমানের কায?"

ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে মহবুব খাঁ বলিলেন, "দাঁড়ান, কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য আর তিরস্কার কর্‌বেন না! বিশ্বভরা ধিক্কারের অবসর পশ্চাতে আছে,—আলাউদ্দীনের বুভুক্ষিত রাক্ষসী হিংসার চরণে—এই অগণ্য নিরপরাধ হিন্দু মুসলমানের জীবন আহুতি দিয়ে, নিষ্ঠুর পাশবিক কর্ত্তব্য আমি পালন কর্‌বই। ওর জন্যে কেউ কোন সন্দেহ রাখ্‌বেন না সিংহজি—! যে ঈর্ষ্যা জগতের কোন উপকারে আসে না, সেই ঈর্ষ্যার পায়েই—সম্রাট আলাউদ্দী-নের উদগ্র জেদ্‌কে বজায় রাখ্‌বার জন্য, ওই নিরীহ মানবগুলার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে উৎসর্গ করে দিতে হবে, তা জানি—কিন্তু দাঁড়ান, মানুষের হাতের কাজ, মানুষের হৃদয়ের ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গেই ওকে শেষ কর্‌তে দেন,—পিশাচের মত শক্তি প্রকাশে, অত তাড়াতাড়ি শেষ কর্‌তে হবে না।"

হাসিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "আপনি যত পারেন, তত ধীরে সুস্থে কায শেষ করুন, আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সুলতান বাহাদুর সেটা ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া সৈন্যগণও এ রকম ধীর-মৃদু যুদ্ধে সন্তুষ্ট নয়, তারা বেশী রকম কায চায়।"

ক্লিষ্টভাবে একটু হাসিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "তারা বেশী কায চায়? আচ্ছা, তাদের অধ্যক্ষতার ভার যখন নিয়েছি, তখন অভাব

অভিযোগগুলা অবশ্যই শুন্‌ব। আপনি আদেশ দেন,—শুধু তরবারি নিয়ে এ পার্ব্বত্য যুদ্ধে কায চল্‌বে না, প্রত্যেক সৈনিককে ভল্ল আর তীরন্দাজী বিদ্যায় অব্যর্থ লক্ষ হ'বার জন্য কাল্ থেকে প্রচুর পরিশ্রমে শিক্ষা সাধনায় লাগ্‌তে হবে।"

শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "হাঁ, এ প্রস্তাবটা যথার্থই অতি প্রয়োজনীয়। মুসলমান সৈন্যগণ—বিশেষতঃ এখানকার এই নব সংগৃহীত সৈন্যগণ পরিশ্রমে, কষ্ট সহিষ্ণুতায় খুব পটু বটে, কিন্তু অস্ত্র কৌশলে সুদক্ষ নয়। তীরন্দাজী ভল্ল চালনায় এদের হাত পাকানো খুবই দরকার। ওকি!—"

সহসা—দূরে যশল্মীর দুর্গের প্রাচীরের কাছে, উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে সাঙ্কেতিক তূর্য্যধ্বনি হইল! উভয়ে চমকিয়া চাহিলেন,—দেখিলেন, চারজন রাজপুত যোদ্ধা এবং একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্মযাজক দূর্ব্বাঙ্কুর ও রঙ্গিন-রাখি দেখাইয়া ইঙ্গিতে শুদ্ধেন্দু সিংহকে ডাকিলেন। শুদ্ধেন্দু হাসিয়া বলিলেন, "ভুলেই গেছি! আজ রাখি পূর্ণিমা! নবাব সাহেব, একবার বিদায়ের অনুমতি দেন, ধর্ম্ম যাজক ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদী রাখি নিয়ে আসি—"

একটু দুঃখিত ভাবে মহবুব খাঁ বলিলেন, "আপনি ত এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মাঝে নিরস্ত্র নিরপেক্ষ,—নির্লিপ্ত ব্যক্তি। আমি পূর্ব্বেই বলে রেখেছি,—আপনি যুদ্ধের অবকাশে যখন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আত্মীয় ভবনে যাবেন, আবার আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন কেন?"

শুদ্ধেন্দু সসৌজন্যে বলিলেন, "আপনি মহানুভব ব্যক্তি,—কিন্তু আমি নিজের নিয়ম রক্ষার জন্য দায়ী, যথেচ্ছ স্বাধীনতা

ভোগ আমার অবস্থার অনুচিত,—সেটা আমি কেন ভুল্‌ব? বিদায়—"

"বিদায়—" ঈষৎ হাসিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "দুঃখ হ'চ্ছে সিংহজি, কাছে দাঁড়িয়ে, আপনার রাখি-গ্রহণের সুন্দর দৃশ্যটা আপনার ঐ আত্মীয় বন্ধুরাই দেখ্‌বেন,—আমি দেখ্‌তে পাব না।"

গমনোদ্যত শুদ্ধেন্দু সিংহ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন,"আপনি দেখতে চান? স্বচ্ছন্দে আসুন। এরূপ স্থলে কোন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপুতই প্রাণান্তেও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। অতি বড় শত্রুও মিত্র বেশে—অতিথি বেশে—নিকটে উপস্থিত হলে, রাজপুত সন্তান সমস্ত ঈর্ষ্যা দ্বেষ ভুলে তৎক্ষণাৎ সসম্মানে সাদরে তাকে গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য—স্বয়ং তার স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব বহনে বাধ্য—সেটা জানেন আপনি।"

মহবুব বিস্মিত হইলেন,—মনে মনে একটু লজ্জা-বিপন্নও হইলেন! কৌতুকচ্ছলেই কথাটা বলিয়াছেন, বাস্তবিক সেরূপ অদ্ভুত সঙ্কল্প তাঁহার হৃদয়ে ছিল না। শুদ্ধেন্দুর প্রস্তাবে কুণ্ঠিতমুখে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রাজপুতের অধিকার সীমার মধ্যে শত্রুর অনধিকার প্রবেশে ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না ত?—"

"কিছু না,—দেখুন—"বলিয়া শুদ্ধেন্দু ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া শিখরস্থ ব্যক্তিগণের উদ্দেশে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, "নবাব মিত্রভাবে ওখানে যাইতে চান,—আপনাদের আপত্তি আছে?"

শিখরে ধর্ম্মযাজকের নিকট রতন সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবরাজ ও দেবরাজের বালক পুত্র—শুদ্ধেন্দু সিংহের ভূতপূর্ব্ব অস্ত্রশিষ্য সপ্তদশ বর্ষীয় কুমার হামির এবং সাগর সিংহ ছিল।

শুদ্ধেন্দুর ইঙ্গিতমাত্রেই রতনসিংহ তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে সসম্মান-অভ্যর্থনা সঙ্কেত করিয়া,—নিজের সমস্ত অস্ত্র খুলিয়া ধর্ম্মযাজকের পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন। দেখাদেখি অন্য তিনজনও বিনা বাক্যে অস্ত্র ত্যাগ করিল। তার পর সকলেই নিরস্ত্র বেশে অভ্যর্থনা শিষ্টাচারের জন্য অগ্রসর হইয়া নীচে আসিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন কৌতুকে সহাস্যমুখে মহবুব খাঁ বলিলেন, "চমৎকার! আমার অস্ত্র রক্ষার জন্য এবার আপনি দায়ী!" সঙ্গে সঙ্গে নিজের কটিদেশ হইতে কোষসুদ্ধ তরবারি খুলিয়া শুদ্ধেন্দুর কটিতটে আঁটিয়া দিলেন। শুদ্ধেন্দু হাসিলেন,—কোন প্রতিবাদ করিলেন না। দু'জনে অগ্রসর হইলেন।

মধ্যপথে উভয় দলে সাক্ষাৎ হইল। অকপট আন্তরিকতার সহিত উভয় পক্ষে সম্মান বিনিময় ও প্রীতিসম্ভাষণ হইল। ধর্ম্ম-যাজকের নিকট হইতে শুদ্ধেন্দু সিংহ রাখি লইয়া প্রণাম করিলেন; রতন সিংহ নিজের হাতে বাঁধা রাখি খুলিয়া মহবুব খাঁর হাতে বাঁধিতে বাঁধিতে হাসিমুখে বলিলেন, "নবাব সাহেব, আমাদের দেশীয় রীতি অনুসারে, আজকের উৎসব দিনে,এই রাখি বিতরণের অধিকার, কেবল ধর্ম্মযাজক মহাশয়দের—আর ভগিনীস্থানীয়া মহিলাগণের। আমার কল্যানীয়া ভগিনীর দত্ত,—এই মঙ্গল-কামনাময়ী স্নেহ-সূত্র আপনার হাতে সাদরে বেঁধে দিলাম—আশা করি, এর সম্মান রাখ্‌বেন।"

সসম্মানে মহবুব খাঁ বলিলেন, "অবশ্য। অপরিসীম স্নেহ-ঔদার্য্যের নিদর্শন এই মঙ্গল-সূত্রকে,—আমাদের বন্ধুত্বের প্রতিভূ বলেই কৃতজ্ঞচিত্তে সানন্দে গ্রহণ করলুম। বন্ধু, আমি স্বাধীন নই,

—দুর্ভাগ্যবশে সুলতানের যথেচ্ছ আজ্ঞায় ক্রীতদাসত্ব স্বীকার আমার পক্ষে অনিবার্য্য—"

মহবুব খাঁর কণ্ঠস্বর সহসা শুষ্ক-রুদ্ধ হইয়া আসিল—রতন সিংহ বিচলিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "কোন দ্বিধা নাই, কিছুমাত্র দুঃখিত হবেন না ওর জন্যে!—আমার জন্মভূমির সম্মান রক্ষার চেষ্টা আমার যেমন কর্ত্তব্য,—আপনার সুলতানের আদেশ প্রাণপণে পালন করা আপনারও তেমনি আবশ্য কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, আমরা বিশ্বের সাম্‌নে—অবশ্যই পরস্পরের প্রাণ হননেচ্ছু শত্রু বলেই পরিচিত থাক্‌ব,—কিন্তু কর্ম্ম অন্তরালে, আরামের অবসরে—আমরা পরস্পরের কাছে অকপট বিশ্বস্ত—অন্তরঙ্গ সুহৃদ!"

বেদনা-মথিত চিত্তে মহবুব খাঁ বলিলেন, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনার মহত্ত্বতাকে ধন্যবাদ—"

আলিঙ্গন করিয়া রতন সিংহ বলিলেন, "মহৎ আপনি! এত গুলা শত্রুর মাঝে নির্ভীক প্রাণে অগ্রসর হ'য়ে আসবার সাহস যিনি রাখেন,—তিনি অতি মহানুভব। আসুন, আমাদের জাতীয় প্রথানুসারে একবার মান্যবর বন্ধু-অতিথির জন্য সুরাপূর্ণ 'মানোয়ারী পিয়ালা দানে—"

হাত ধরিয়া মহবুব খাঁ সনিশ্বাসে বলিল, "ঐটি ক্ষমা করুন বন্ধু,—এ হিন্দুস্থানের প্রতি অণু পরমাণুতে যে স্বর্গীয় মহাপ্রাণতা মিশে আছে, তাকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান জানাচ্ছি,—কিন্তু আমার জাতীয় বিশিষ্টতা আমায় রক্ষা ক'র্‌তে দেন। আমি অতর্কিত-আগত, অ-তিথি নই,—আমি কৌতূহলী দর্শক,—

আপনাদের এই উৎসব-দিনের আচার ব্যবহার দেখ্‌তে এসেছিলাম,—এসে একটি সরলপ্রাণ স্নেহশীল বন্ধু লাভ করে ধন্য হ'য়ে চল্‌লাম।"

রতন সিংহ দেখিলেন শত্রু-বন্ধুটির আপত্তি অসঙ্গত নয়,—অগত্যা প্রতিবাদে নিরস্ত হইলেন,—হাসিমুখে বলিলেন, "আবার বন্ধুভাবে দর্শনলাভের সুযোগ পেতে চাই, কখন আপনার অবসর হবে নবাব সাহেব? আমাদের সুহৃদ-সম্মিলনের স্থানটাই বা কোথা ঠিক করা যায় বলুন দেখি?—"

হাত চাপিয়া ধরিয়া স্মিতমুখে মহবুব খাঁ বলিলেন, "আমিও ঠিক তাই ভাব্‌ছি বন্ধু,—মিলনের স্থানটা আপনিই নির্দ্দেশ করুন,—শিবিরের মধ্যে—"

"ঠিক—ঠিক,—ঐ খেজুর গাছটার তলায়। ওটা এখান থেকে আপনাদের সীমানার বাইরে, আমাদের সীমানার বাইরে ব'লেই ধরে নেওয়া গেল, ঐ নিরপেক্ষ স্থানটাতেই আমাদের বন্ধু-মিলনের স্থান ঠিক হোল, কি বলুন, আপত্তি নাই?—"

প্রফুল্ল মুখে মহবুব খাঁ বলিলেন, "কিছুমাত্র নয়। কাল যুদ্ধ শেষে বৈকালে, ঐখানে আমি নিরস্ত্র হ'য়ে একাকী আস্‌ব।"

রতন সিংহ বলিলেন, "বেশ, আমিও তাই আস্‌ব—"

বালক হামির এতক্ষণ অবাক হইয়া ইহাঁদের কাণ্ডকারখানগুলা দেখিতেছিল,—এইবার উৎসাহ ভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আমিও আপনাদের বন্ধুত্ব দেখ্‌তে আস্‌ব পিতামহ। নবাব সাহেবকে বলুন, উনি যেন দয়া করে একজন অনুচর সঙ্গে করে আসেন,—তাহ'লে আপত্তির কিছু থাক্‌বে না।—"

সাগর তাড়াতাড়ি বলিল, "আর্য্য মাতুল,—আমাকেও তা'হলে সঙ্গী কর্‌তে হবে। নবাব সাহেবকে আর একটি অনুচর সংখ্যা বাড়াতে অনুরোধ করুন।"

মৃদু-হাস্য-রঞ্জিত মুখে দেবরাজ বলিলেন, "আমিও এই আবেদনকারীদের দলপুষ্টি কর্‌লে ক্ষতি কি?"

হাসিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "কিছু নয়! আপনারা যত জন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে আস্‌বেন, আমার অনুচরবর্গ আপনাদের তুলনার অনুপাতে সমান সংখ্যাই থাক্‌বে। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, আজ বিদায়,—সিংহজি আসুন! না না, আপনি দুর্গে অন্য সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসুন।—"

শুদ্ধেন্দু এতক্ষণ বক্ষবদ্ধ করে নীরবে এক পাশে দাঁড়াইয়া, নিঃশব্দে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন,—আর মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। নবাবের কথায় এইবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রতন সিংহকে বলিলেন, "আর্য্য, পূজনীয় মহারাজকে আমার প্রণাম জানাবেন। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শিবির ছেড়ে যাওয়া আজ উচিত নয়,—এর পর সুবিধামত সময়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।—"

নিষ্ঠুর প্রভুকে মনের মত দু'কথা শুনাইয়া দিবার জন্য ক্ষুব্ধচেতা সাগরের জিভ্ চুল্‌কাইতে লাগিল, টানিয়া ফিরাইবার জন্য হানিরের হাত পা গুলা অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিল,—কিন্তু নিয়মের অনুরোধে সকলেই নীরব স্থির! নবাবের উপরোধ টিকিল না—শুদ্ধেন্দু শিবিরেই ফিরিয়া চলিলেন! রাজপুতগণ কয়েকপদ প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া নিজালয়ে ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে কয় দিনের মধ্যে নবাব মহব্বুব খাঁ ও রতন সিংহের মধ্যে বন্ধুত্বটা এমনই পাকিয়া গেল, যে দুই দলেরই লোক-জন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল!--যুদ্ধ কালে দুইজন অম্লান বদনে নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাতে পরস্পরের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিতেন,— কিন্তু খেজুর গাছের তলায় সেই বন্ধুত্ব সুদৃঢ় স্থির! রতন সিংহের অস্ত্রাঘাতে নবাবের জানুদেশ ক্ষত হইল,—তিনি পট্টি বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিলেন,—ওদিকে নবাবের অস্ত্রাঘাতে রতন সিংহের বাঁ হাত দ্বিখণ্ড প্রায়,—তা হোক, তিনিও গলবন্ধনী যোগে হাত বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া অন্য হাতে পাশা লইয়া বন্ধু সম্ভাষণে ছুটিয়া উপস্থিত! উভয়েরই সঙ্গে জনকতক করিয়া অনুচর থাকিত— তাহারাও সুযোগ পাইয়া, সে সময় 'ভাব-সাব' জমাইতে ত্রুটি করিত না। দেখিয়া শুনিয়া রাজপুত পক্ষ বলিলেন, "মুসলমান চরিত্র দুর্জ্জ্ঞেয়!"—মুসলমান পক্ষ বলিলেন, "রাজপুত চরিত্র দুর্জ্জ্ঞেয়—"

যুদ্ধ নিয়মিত চলিতে লাগিল, প্রতিদিন উভয় পক্ষে সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল,—কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না।

সুলতানের আদেশ, "হয় শত্রুর স্বাধীনতা, নয় শত্রুপুরী ধ্বংস,—" রাজপুতের প্রতিজ্ঞা, "হয় গৌরবের জীবন, নয় গৌরবের মৃত্যু!—" সুতরাং যুদ্ধ চলিল। থামিবার কথা কেহ মুখেও আনিল না।—

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসর কাটিল। ক্ষুদ্র যশল্মীর রাজ্য, ক্রমে বীরশূন্য—খাদ্যশূন্য, অন্তঃসারহীন হইয়া পড়িল। সেই সময় মহারাজ জয়ৎসিংহ জরাজীর্ণ দেহ রক্ষা করিলেন। রতনসিংহের অগ্রজ মূলরাজ রাজ-সিংহাসনে বসিলেন। যথাবিহিত উৎসব সহকারে তাঁহার অভিষেক হইল।

সুলতান আলাউদ্দীন তখন রিস্থম্বর ও গুর্জ্জর ধ্বংসের আয়োজনে অতি ব্যস্ত,—তিনি উপর্য্যুপরি অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, "যেরূপে পার সত্বর যশল্মীর রাজ্য বশীভূত করিয়া আসিয়া আমার সৈন্যদলে যোগদান কর।—" মহবুব উত্তর পাঠাইলেন, "রাজপুতজাতি স্বহস্তে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু শত্রুহস্তে আত্মসমর্পনে অসমর্থ। আমি নিরুপায়,—এক্ষেত্রে আপনার আদেশমত, শুদ্ধেন্দুসিংহের মুক্তিপণ পরিশোধের জন্য— যত দিনে পারি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে যশল্মীর ধ্বংস করিয়া স্বাধীন হইতেই আমি বাধ্য। আপনার সৈন্যদলে যোগ দিয়া অন্যায় যুদ্ধে অন্য দেশ ধ্বংস করিতে আমি অনিচ্ছুক!—"

সুলতান ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন! কিন্তু হাতে তখন বিস্তর কায, সুতরাং মনে মনেই ক্রোধ সাম্‌লাইয়া—ভিতরের কঠোর তর্জ্জন ভিতরে রাখিয়া মিষ্টমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "বিশ্বাসী ভ্রাতা তুমি, আমার বিশ্বাসের সম্মান রাখিও। দেখিও, কর্ত্তব্যে অবহেলা

করিয়া যেন জগতে কলঙ্কিত বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া থাকিও না।—"

নবাব দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তব্যে তৎপর হইলেন। অতি নিষ্ঠুর কর্ত্তব্যপালন ভিন্ন নির্ব্বোধ ইস্মাইলের বিশ্বাসঘাতকতার ঋণ পরিশোধ হইবে না, শুদ্ধেন্দুসিংহও সত্যলঙ্ঘন করিয়া বন্দীত্ব হইতে অবসর লইবেন না,—অতএব········ যশল্মীর ধ্বংস ভিন্ন উপায় নাই!—এ কর্ত্তব্য একান্তই অপরিহার্য্য। রতনসিংহকে বলিলেন, "বন্ধু, সাবধান হয়ে দুর্গরক্ষার চেষ্টা করুন, আমি এবার প্রাণপাত পরিশ্রমে নিজের কর্ত্তব্য পালন করব।"

দুর্গবাসী শুনিল, এইবার যশল্মীরের শিরে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে! সাগর আসিয়া মহিমা-দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, গঙ্গাদিদিকে বলুন, সেবাশ্রমের শেষ কটা দিনের কায মেয়েদের নিয়ে তিনিই চালান। নিরপেক্ষ পরের ছেলে সেজে, অনেকদিন মামার বাড়ীর রুটি ধ্বংস করেছি,—এবার রুটির টানাটানির মুখে, রুটির খরচ কমিয়ে চটপট্ কাযের পথে এগিয়ে পড়্‌তে চাই, আশীর্ব্বাদ করুন।"

অলক্ষিতে মহিমা-দেবীর দৃষ্টিপ্রান্তে একবিন্দু বেদনাশ্রু চক্ চক্ করিয়া উঠিল, সাগর হাসিয়া বলিল, "ওকি মা?—সন্তানের অকল্যাণ কর্‌বেন না, পররাজ্যে বাস কর্‌ছি,—কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ কর্‌বার জন্য সন্তানের শক্তিকে আশীর্ব্বাদ করুন!"

অশ্রু সাম্‌লাইয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "না বৎস, ক্ষত্রিয় সন্তানের যোগ্য কর্ত্তব্য শেষ করে—বীর গতি লাভ কর, এই আমার প্রার্থনা।"

হাসিমুখে সাগর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় শুদ্ধেন্দু এবং রতনসিংহ উপস্থিত হইলেন! সাগর উৎসাহের সহিত অভিবাদন করিয়া বলিল, "এই যে প্রভু, আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্যই যাচ্ছি। মাতুল ভবনে বহুদিন সুখে বাস করেছি, এবার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ ক'রে মুক্ত হ'বার আশীর্ব্বাদ করুন।"

রতনসিংহ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কি সাগর?"

সাগর হাসিয়া বলিল, "ও বাবা! সিংহ মাতুলও সঙ্গে!—না আর্য্য, ক্ষমা করুন,—আপনাদের দোহাই দেওয়াটা বাস্তবিকই গৌণ উপলক্ষ্য,—মুখ্য উদ্দেশ্যটা আপাততঃ অপ্রকাশ থাক। দুর্গ রক্ষার জন্য চলেছি।"

রতনসিংহ পথরোধ করিয়া বলিলেন, "তা হবে না, নিরপেক্ষ শুদ্ধেন্দু সিংহের নিরপেক্ষ অনুচর তোমরা,—যশল্মীরের ভাগ্যের সঙ্গে তোমরা নিজেদের অদৃষ্টকে জড়িত কোর না—"

"আঃ, আবার অদৃষ্ট! প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সুযোগ সাম্‌নে,—আবার চোখ বুজে কেন অনিশ্চিত ভাগ্যের উপাসনা কর্‌তে বলেন?—" বলিতে বলিতে সাগরের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, একটু নীরব থাকিয়া ধীরভাবে বলিল, "প্রভু পূর্ণেন্দু সিংহের আকস্মিক-নিধনের বেদনাশৌচ বহুদিন বহন করেছি, এবার যথোচিত শ্রদ্ধা তর্পণ শেষ করে শান্তি পেতে চাই। আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন।"

"জয় হোক, সাগর তোমার জয় হোক!—" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া প্রফুল্লমুখে শুদ্ধেন্দুসিংহ সাদরে সাগরকে আলিঙ্গন করিলেন। সাগরের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ

স্বরে বলিলেন, "অগ্রসর হয়ে চল বীর,—আমিও বোধ হয় খুব শীঘ্র নিজের কর্ত্তব্য শেষ করে, তোমাদের সঙ্গে যথাস্থানে মিলিত হব। যাও, অনুচরদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে প্রস্তুত হতে বল।"

উৎসাহ-উৎফুল্ল হইয়া সাগর প্রস্থান করিল। রতনসিংহ শুদ্ধেন্দুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব তুমি,—আবার বীরাচারী শৈববৃত্তি গ্রহণ করবে?"

শুদ্ধেন্দু প্রসন্ন গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়! সিংহ সন্তান হয়ে জন্মেছি,জাতীয় ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা ক'র্ব বৈ কি!"

রতন সিংহ কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া কি ভাবিলেন, তার পর বলিলেন, "শুদ্ধেন্দু, সেইটাই কি সব চেয়ে ভাল হবে? একেবারে নির্ম্মূল করে কুলক্ষয়?—"

হাসিমুখে শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "কুলক্ষয়ের চেয়ে কুলগৌরবক্ষয়ই রাজপুত জীবনের বেশী দুশ্চিন্তার কথা। এক শুদ্ধেন্দু সিংহের কুলক্ষয়ে দেশের ভবিষ্য-সন্তানগণের যত না ক্ষতি হোক্—কিন্তু এক শুদ্ধেন্দু সিংহের একমাত্র কাপুরুষতা-স্মৃতি তাদের পক্ষে ততোধিক অনিষ্টকর। যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তরবারি ত্যাগ করেছি,—সে কর্ত্তব্যে মুক্ত হবা মাত্রই,—আবার তরবারি গ্রহণ ক'র্ব—দেশের এবং জাতির কর্ত্তব্যের ঋণ পরিশোধ ক'র্ব।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন সিংহ বলিলেন, "রাজপুত জীবনের সমস্যা গুলা অত্যন্তই সরল,—ওর মধ্যে জটিলতার লেশমাত্র নাই। দেশের প্রয়োজনে, জাতির কল্যাণে, আত্মোৎসর্গের চরম একতাটাই রাজপুত জাতির হৃদয় মনকে সমস্ত দুর্ভাবনা মুক্ত করে রেখেছে, কি বল মহিমা?"

মহিমা-দেবী এতক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া ইহাদের কথা শুনিতে-ছিলেন, এইবার ভ্রাতার প্রশ্ন-সূচক বাণী শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "সময়ে, মানুষের সাময়িক মৃত্যু আছেই,—কিন্তু জাতির জীবনটা অবিচ্ছেদেই বেঁচে আছে, তাকে অগৌরব থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করাই,—যথার্থ বেঁচে থাকা। এটা জাতীয়তার দিক থেকে অবশ্যই বল্‌তে পারি—"

"এবং ও সমস্যাটা'র অন্য কোন দিক থেকে কোন মীমাংসা যদি থাকে, তুমি ততক্ষণ ভেবে চিন্তে ঠিক কর, আমি একটা কাজ ভুল করে এসেছি,—এখনি ঠিক করে আস্‌ছি, শুদ্ধেন্দু একটু ব'স এখানে ভাই, আমি একটু পরে আস্‌ছি—।" বলিতে বলিতে রতন সিংহ বেশ একটু ব্যস্ততার সহিতই দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। দূর হইতে পুনশ্চ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি না ফেরা পর্য্যন্ত, তুমি পালিও না শুদ্ধেন্দু—"

শুদ্ধেন্দু ইতস্ততঃ চাহিলেন। অন্তঃপুরে মহিমা-দেবীর এই নিভৃত আবাস-ভবনে সে সময় লোকসমাগম আদৌ নাই,—যে দুই একজন দাসী বা সহচরী ছিল তাহারাও নিঃশব্দে দূর হইতে সরিয়া পড়িল,—চারিদিক জনহীন, নিস্তব্ধ। শুদ্ধেন্দু যতবার দুর্গে আসিয়াছেন, অন্তপুরের এ অংশে কোন দিন পদার্পণ করেন নাই,—বাহির হইতেই মহিমা-দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিতান্ত সংক্ষেপে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহিমা-দেবীর ব্যবহারও —সেই প্রথম একদিনের পর হইতে, অতি সরল, সহজ নিতান্ত সাধারণ চালে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। নিভৃত আলাপের সুযোগের অভাব না ঘটিলেও উভয়েই—যত্নপূর্ব্বক সেটা এড়াইয়া চলিতেন।

রতন সিংহের বুদ্ধি-অনুকম্পায় আজ অতর্কিতে এই চিরানভ্যস্ত অবস্থা-সঙ্কটে পড়িয়া,—তু'জনেই ক্ষণেক বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর তু'জনেই,—পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন! শুদ্ধেন্দু বলিলেন, "অগ্রজের কীর্ত্তি ত্বাখ দেবি, 'একটু পরে আস্‌ছি' বলে গেলেন, কিন্তু চল্লেন অবশ্য, অগস্ত্য-যাত্রায়—সন্ধ্যার পূর্ব্বে আজ হয়ত আর ফির্‌বেন না।"

শান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "না ফিরুন, ক্ষতি কি,—আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, সন্ধ্যার পর খুব জোৎস্না উঠ্‌বে,—পাহাড়ের পাথুরে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে আপনার কোন কষ্টই হবে না—।" একটু থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুর্গম পথে অক্লেশে হেঁটে চলবার ক্ষমতা ত আপনার যথেষ্টই আছে,—ভয় কি?—"

পত্নীর মুখের দিকে—একটা অর্থসূচক কটাক্ষ স্থাপন করিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "দেবী বুঝি এবার চন্দ্রশেখরাশ্রয়ে একেবারেই যম-ভয়-জয়ে সিদ্ধিলাভ করে বসেছ?"

গৌরব-প্রফুল্ল স্মিতানন ঈষৎ নত করিয়া নম্রভাবে মহিমা-দেবী উত্তর দিলেন, "কেন দেব! সাধনা কি শুধু আপনাদেরই আছে? আমাদের নাই?—আপনারা শক্তিবলে যদি আত্মত্যাগ কর্‌তে পারেন, আমরা ভক্তিবলে আত্মজয়ে তা হ'লে কেনইবা সিদ্ধিলাভ না ক'র্‌ব? তরল-চপল কামনা স্রোতের শক্তি কতটুকু? মাটীর বুক আশ্রয় করে ভিন্ন তার বয়ে চ'ল্‌বার পথ নাই,—কিন্তু জ্ঞানাগ্নির উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় শিখা যে,—ঊর্দ্ধ ভেদ করে ছুটে—অনন্ত আকাশকেও স্পর্শ কর্‌তে সক্ষম!—"

অগ্রসর হইয়া, পত্নীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "এই জন্যে দেবি,—শুধু এই জন্যে! সাধনার পথে সহায়তার জন্যই শক্তিরূপা সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন! লৌকিক কুটুম্বিতা রক্ষার জন্য শুধু নয়,—আত্মার কাছে, আত্মিক-কল্যাণ প্রার্থিনী, অন্তরঙ্গ আত্মীয়া—এই জন্যই মানব জীবনে একান্ত বাঞ্ছিত, যেখানে এ প্রার্থনার সাফল্য, সেইখানেই বিবাহ সার্থক!"

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত হাস্যরঞ্জিত মুখে মহিমা-দেবী বলিলেন,—"এ আলোচনা-স্রোত এই খানেই থামাতে হবে, পুত্র আজ সেবাশ্রমের কাজের ভার হাতে দিয়ে গেছে,—চলুন, সেখানে আজ আপনার সাহায্য, উপদেশের প্রয়োজন।"

"এস"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ শুদ্ধেন্দু অগ্রসর হইলেন। মহিমা-দেবী চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "অগ্রজকে জানাবেন—তাঁর ইঙ্গিত-নির্দ্দিষ্ট সমস্যাটা অসমাপ্ত রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমরা সমাধানের অঙ্কেই উপস্থিত হয়েছি। তিনি যেন এতে অসন্তুষ্ট না হন।"

শুদ্ধেন্দু একটু হাসিয়া বলিলেন, "উত্তম।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মুসলমান সৈন্যগণ সুলতানের জয় ঘোষণা করিয়া প্রচণ্ডবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন, রাজপুত সৈন্যগণ 'মোরিয়া' হইয়া মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে যুদ্ধে নামিলেন, কয়দিন উপর্য্যুপরি যুদ্ধ চলিল। নয় হাজার মুসলমান যোদ্ধার সঙ্গে হাজারের উপর রাজপুত রণভূমিতে চিরনিদ্রায় ঘুমাইলেন।— সাগর সমস্ত অনুচরগুলি লইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিল। মহবুব খাঁর বাছা বাছা সেনাপতি সহ,—সদানন্দ-প্রকৃতি নুরুদ্দীন হাসিমুখে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইল। কেরামৎ প্রমাদ গণিয়া বলিল, "জনাব, আর এখন নয়, আগে নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্‌বার অনুমতি দেন, পরে দুর্গ আক্রমণ হবে।—"

বিষাদভরে নিশ্বাস ফেলিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "যা ভাল বোঝ কর,—দুর্গ ধ্বংস ভিন্ন আমার নিস্তার নাই।"

মুসলমান পক্ষে আবার নূতন সেনা সংগ্রহ চলিতে লাগিল। ভারতের অধিকাংশ স্থানে তখন মুসলমান প্রভাব জাজ্জ্বল্যমান,— সুতরাং সেনা সংগ্রহে কোনই কষ্ট হইল না। কিন্তু অবরুদ্ধ যশস্মীরের সে সুযোগ হইল না,—আলাউদ্দীন সাহেব তখন গুর্জ্জর

ও রিন্থম্বর ধ্বংসে কৃতকার্য্য হইয়া, বিজয়-গৌরবে হিন্দুস্থান কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন,—সকলেই নিজের গৃহরক্ষায় উৎকণ্ঠিত, কে কাহার মুখ পানে চাহিবে?—যশল্মীর নূতন সেনা পাইল না, খাদ্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ফুরাইয়া নিঃশেষ হইল,—সেবাশ্রমের শুশ্রূষা-মাহাত্ম্যে যে আহত রুগ্ন সৈন্যগণ বাঁচিয়া উঠিবার পথে দাঁড়াইতে-ছিল, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহারা মরিতে লাগিল; চারিদিকে ঘোর-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু সাত শত রাজপুত, যাহারা তখনও বাঁচিয়াছিল—তাহারা তাহাতেও টলিল না,—তাহাদের স্থির সঙ্কল্প, না খাইতে পাইলেও মাতৃ-ভূমির জন্য লড়িয়া মরিবে!—

হঠাৎ মুসলমান শিবিরে তুমুল হুলুস্থূল পড়িয়া গেল,—দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল, আলাউদ্দীনের অতি বিশ্বস্ত আমীর ওমরা-হের দল, একযোগে বিদ্রোহী হইয়া আলাউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

শুদ্ধেন্দুসিংহের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল সত্যই!—নবাব নিজের শিবিরে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন, এমন সময় কেরামৎ আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া বলিল,—"জনাব, আবার সম্রাট বদল হ'চ্ছে,—হুকুম দেন, দিল্লীতে গিয়ে নূতন সম্রাটের অভিষে-কোৎসব দেখে আমোদ করে আসি। সৈন্যরা দিল্লী ছোটবার জন্য মহা চঞ্চল হয়ে উঠেছে,—সাম্‌লানো দুঃসাধ্য!"

নবাব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সম্রাটের আজ্ঞা অমান্য ক'রে, আরব্ধ কর্ত্তব্য ফেলে,—সৈন্যরা কোথায় যাবে?"

কেরামৎ উপর্য্যুপরি কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "জনাব,—সৈন্যদের

সম্রাট এখন আপনি,—আপনার হুকুমে এরা এখন—গোস্তাকি মাপ করুন জনাব,—এরা পিতৃব্য-হন্তা সুলতানকে বেইমানীর পুরস্কার দিতে কুণ্ঠিত নয়।"

ঈষৎ হাসিয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "কেরামৎ, তুমি আলাউদ্দীন সাহেবের বড় বিশ্বাসী অনুগত ব্যক্তি ছিলে না? আজ তাঁর প্রতিকূল অবস্থায় তুমিও বিদ্রোহ গুঞ্জন সুরু করেছ? তুমি আমায় বেইমানী শেখাতে এসেছো? কিন্তু না কেরামৎ,—আমি বিশ্বাসঘাতক হইনি,—হতে পার্‌বও না। আলাউদ্দীন সাহেব আমার সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রে রেখেছেন, তাতে—এই সুযোগে বিদ্রোহ দলে যোগ দেওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তা আমি কর্‌ব না। আমি বেইমান নই,—যাও সৈন্যদের ঠাণ্ডা ক'রে কাযে লাগাও। মুসলমান সন্তান আমি,—জবান খেলাপ্‌ আমার দ্বারা হবে না।—"

কেরামৎ ক্ষুণ্ণচিত্তে আসিয়া সৈন্যদের কাযে ভিড়াইল, কিন্তু সৈন্যগণ বাস্তবিকই উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পড়িল, মহবুব খাঁ স্বয়ং রণক্ষেত্রে নামিয়া, অনেক যত্ন করিলেন,—কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তাহারা স্পষ্টই বলিল, "এ দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্যদুর্গ জয় করা তাহাদের কর্ম্ম নয়। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া মরিতেই প্রস্তুত!—"

যথাসাধ্য চেষ্টার পর হতাশ হইয়া মহবুব খাঁ বলিলেন, "ছাউনী উঠাও, দিল্লী চল। সুলতান স্বকর্ণে সৈন্যদের মন্তব্য শুনে যা অভিমত হয় আজ্ঞা করুন,—আমি নিরুপায়।—"

মহোল্লাসে কোলাহল করিয়া সৈন্যগণ দিল্লীর পথে ছুটিল। যশল্মীরের রাজপুত বীরগণ সকল আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া জহর-

ব্রতের অনুষ্ঠান উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, হঠাৎ এই অভাবনীয় বিপন্মুক্তির সংবাদে সকলেই বিস্মিত হইলেন। রতন সিংহ তাড়াতাড়ি ঘোড়া সাজাইয়া, শত্রু-বন্ধুর সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া ব্যাপার কি জানিতে ছুটিলেন।

দুর্গের বাহির হইয়াছেন,—এমন সময় পথের পাশে বৃক্ষতল হইতে ক্ষীণকণ্ঠে কে বলিল, "পথিক দাঁড়াও, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি বহুদূর পর্য্যটন ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, কিছু খাবার আর জল দাও।"

রতন সিংহ ঘোড়া হইতে নামিয়া দেখিলেন, একজন সুশ্রীকান্তি সুন্দর যুবক দীনবেশে গাছতলায় বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া রতন সিংহ চমকিয়া উঠিলেন, মনে হইল যে লোকটা নিতান্তই পরিচিত, কিন্তু ঠিক মনে পড়িল না,—ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ জাতি? কোথা থেকে আস্‌ছ?—"

রতন সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যুবক বলিল, "আপনি কি এই দুর্গবাসী রাজপুত?—আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধাটুকু ক্ষমা ক'র্‌বেন কি?—"

ঈষৎ হাসিয়া রতন সিংহ বলিলেন, "তার আগে তোমার পরিচয়টা জানাই আমার পক্ষে বেশী উচিত,— কিন্তু সে পরে হবে। তুমি ক্ষুৎপিপাসাতুর পথিক, আগে দুর্গে চল,—কএক টুক্‌রা রুটি আর একটু শাক সিদ্ধ ছাড়া যশল্মীর রাজপ্রাসাদে আজ আর কোন খাদ্য নাই,—চল, তোমাকে তারই কিছু অংশ দিয়ে আপাততঃ অতিথিসৎকার করা যাক্।"

যুবকের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল! অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে একটা হতাশা-কাতর শব্দ বাহির হইল! দুই হাতে মাথা ধরিয়া অবসন্নভাবে মাটীর উপর বসিয়া পড়িয়া সে নিঝুম হইয়া কি ভাবিতে লাগিল—রতন সিংহ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যুবক সত্য বল, তুমি কে? আমার খুব সন্দেহ হ'চ্ছে, —তুমি কোন অপরিচিত ব্যক্তি নও—"

কাতরস্বরে যুবা বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই,আমার সত্য পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। আমার বর্ত্তমান পরিচয়,—আমি—"

যুবকের মুখের কথা মুখে রহিল, দূর পর্ব্বত-শৃঙ্গে অশ্ব খুরোত্থিত ধূলা ও প্রতিধ্বনি শোনা গেল। উভয়ে চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া শুদ্ধেন্দু সিংহ আসিতেছেন।

শুদ্ধেন্দুকে দেখিয়া যুবক যেন বিহ্বল-বিমূঢ় হইয়া পড়িল! ক্ষণকাল তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তিই হইল না!—রতন সিংহ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "কিহে পথিক, তুমি যে হতভম্ব হ'য়ে গেলে,—আগন্তুক অশ্বারোহীকে চেন না কি?"

শুষ্ক রুদ্ধকণ্ঠে যুবক বলিল, "অস্বীকার ক'র্‌তে পারি না মহাশয় —কিন্তু ক্ষমা করুন, ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের যোগ্যতা আমার নাই, —দৈব দুর্ব্বিপাকে আমি বড়ই হতভাগ্য। বিদায় মহাশয়,—একটি উপকার করুন, এই পত্রখানি ঐ মহাপ্রাণ রাজপুত বীরকে দেবেন, —আমার আন্তরিক সম্মান জানাবেন।"

আঙ্‌রাখার ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া দিয়া যুবক তাড়াতাড়ি অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, রতন সিংহ হাত ধরিয়া বলিলেন, "অতিথি বিমুখ হওয়া, রাজপুতের মহা

অধর্ম্ম,—যুবক আমার ধর্ম্মরক্ষায় সহায়তা কর,—আমার সঙ্গে দুর্গাভ্যন্তরে এস। ওই রাজপুত অশ্বারোহী আমার প্রিয়তম আত্মীয়, ওঁর দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মর্ম্মভেদী ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া, যুবক ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "হায় মহাশয়, যদি জান্‌তেন, আমি কত বড় অপরাধী! থাক, আমি পালাব না,—ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই যাব।"

রতন সিংহ অবাক্ হইয়া যুবকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দু'জনেই নীরব;—দেখিতে দেখিতে শুদ্ধেন্দুসিংহ নিকটে আসিয়া পড়িলেন, রতনসিংহকে দেখিয়া, নমস্কার করিয়া ঘোড়া থামাইয়া নামিলেন। আঙ্‌রাখার ঢিলা-আস্তিনের ভিতর আঙ্গুল চালাইয়া সবুজ রংয়ের রেশমী রুমাল বাহির করিয়া, কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সহাস্যমুখে বলিলেন, "আমি নবাব সাহেবকে বলেই এসেছি যে, পথে যেতে যেতেই দেখ্‌ব, তাঁর প্রিয় সুহৃদ্ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছুটে আস্‌ছেন! কেমন, বন্ধু সম্মিলনের জন্যই ঘোড়া তৈরী হয়েছে নয় কি? এ ব্যক্তিটি কে?"

রতনসিংহ দ্বিধায় পড়িয়া যুবকের মুখপানে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। শুদ্ধেন্দুও বিস্ময় অনুভব করিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে যুবকের মুখপানে চাহিয়া কি দেখিলেন,—তারপর ঈষৎ হাসিয়া নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া, দু'হাতে সেই মলিন দীন-বেশধারী যুবকের দু'হাত ধরিয়া সাদরে স্নেহময় স্বরে বলিলেন, "নবাবজাদা ইস্‌মাইল!—একি অপ্রত্যাশিত বেশে আপনাকে দেখ্‌ছি ভাই?"

"নবাবজাদা ইস্‌মাইল! সে কি!" রতনসিংহ হতবুদ্ধি হইয়া

বলিলেন, "না, না! দেবগিরিতে যাঁকে দেখেছিলাম, ইনি ত তিনি নয়?"

স্নিগ্ধহাস্যে শুদ্ধেন্দু সিংহ বলিলেন, "তিনি-ই! খাঁ সাহেব, আপনিও বোধ হয় রাজকুমার রতন সিংহকে চিনতে পারেন নি?"

দেবগিরির মর্ম্মদাহী অপমান স্মৃতি ইস্‌মাইলের বিষণ্ণ মনের উপর বিদ্যুৎজ্বালা হানিয়া গেল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মলিন মুখে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "চিনেছি সিংহজি,—এঁর স্নেহপূর্ণ শুশ্রূষা স্মৃতি আমার খুব স্মরণ আছে।" রতন সিংহের দিকে ফিরিয়া সে অভিবাদন করিতেই, রতন সিংহ প্রত্যভিবাদন করিয়া হাত ধরিয়া বলিলেন, "দুর্গে আসুন—"

ইস্‌মাইলের মুখের অবসন্ন-নির্জ্জীবতা-ঘোর সহসা যেন যাদু-মন্ত্রে ঘুচিয়া গেল। হাত ছাড়াইয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "না, ক্ষমা করুন, আর নয়। আমি আতিথ্য স্বীকারে অক্ষম,—আবার আপনাদের সঙ্গে আমায় শত্রুতাচরণ করতে হবে—"

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া,—উদারচেতা রতনসিংহ উচ্চহাস্যে বলিলেন, "অবশ্য, অবশ্য,—সম্মুখ যুদ্ধে সামনাসামনি অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে অকপট-শত্রুতা, সেটা ত আছেই বন্ধু, কিন্তু এখন এ অবস্থায় অকপট মিত্রতার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, থাকাটা সম্পূর্ণ অন্যায়, আপনার কোন দ্বিধা আমি মানব না, চলুন।"

ইস্‌মাইল দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিল, কিন্তু রতন সিংহ শুনিলেন না, টানিয়া লইয়া দুর্গে ঢুকিলেন। শুদ্ধেন্দুসিংহও সঙ্গে চলিলেন। চলিতে চলিতে ইস্‌মাইল বলিল, "আমার পত্র খানা দেন।"

পত্র লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিড়িয়া ইস্‌মাইল বলিল, "সিংহজি, দিল্লীর সংবাদ বড় ভীষণ! এখনি আমায় গিয়ে অগ্রজের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে,—আপনার ঘোড়াটা প্রহর খানেকের জন্য পাব কি?"

শুদ্ধেন্দু বলিবার পূর্ব্বেই রতনসিংহ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে যাও, আমি অন্য ঘোড়া নিয়ে পরে যাব।"

দিল্লীর সংবাদের ভীষণতাটা কিরূপ হইতে পারে, শুদ্ধেন্দু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না, কারণ রতনসিংহ সঙ্গে আছেন। তাঁহার সংযত-সুন্দর স্বভাবের এই বিশেষত্বটুকু ভ্রমেও লঙ্ঘিত হইত না,—উভয়পক্ষের সমস্ত গুপ্ত সংবাদই তাঁহার নখদর্পণে ছিল, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষতায় অটুট উদাসীন! সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত!—অবশ্য রাজপুত এবং মুসলমান পক্ষও, বিপক্ষ দলের গুপ্তসংবাদ জানিবার জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করাটা ঘৃণার্হ বলিয়াই মনে করিতেন।

রতনসিংহও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে শাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া মহিমা-দেবী সমস্ত মেয়েদের লইয়া নিজেই শাকের ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছিলেন,—চারিদিকে এমন খাদ্যাভাব হইয়াছে যে, দ্রুত ফলিবার উপযোগী সামান্য শাক ছাড়া আর কোন খাদ্যই রাজপুতদের আজ নাই। সামান্য সৈনিক হইতে স্বয়ং মহারাজাও আজ এই অভাবের অধীন। দুর্গের যেখানে যতটুকু মাটী ছিল,—আশু প্রাণরক্ষার জন্য, আজ সকল মাটীতেই তাড়াতাড়ি শাক-বীজ বপন করা হইতেছে। সেবাশ্রমের রুগ্ন সৈনিকদের জন্য মহিমা-দেবী স্বয়ং শাক প্রস্তুতে লাগিয়াছেন।

ইস্‌মাইলকে প্রথমেই কিঞ্চিৎ রুটি ও জল দিয়া একটু ঠাণ্ডা করিয়া, রতনসিংহ তাহাকে লইয়া উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিমা-দেবী জলের গাগরী ফেলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি!—

রতন সিংহ হাসিমুখে বলিলেন, "তোমার দেবগিরির মাঠে, সেই দৈববশে হঠাৎ পাওয়া সন্তান,—আমার এই কল্যাণীয় ভাগিনেয়কে চিন্‌তে পার?—"

মহিমা-দেবী হাসিলেন,—পিছনে শুদ্ধেন্দু সিংহ দাঁড়াইয়া নীরবে হাসিতেছিলেন,—দু'জনে নীরবে দৃষ্টি বিনিময় হইল! নত হইয়া

নম্র-সুন্দর নমস্কার সহ মহিমা-দেবী বলিলেন, "বহুদিনের পর সাক্ষাৎ বৎস, ক্ষুদ্রা জননীর কথা ভুলে যান্‌নি, আশা করি—"

প্রত্যভিবাদন করিয়া, অতি সংক্ষিপ্ত—অতি শুষ্ককণ্ঠে ইস্‌মাইল উত্তর দিল, "না,—" একটু থামিয়া অধিকতর শুষ্ককণ্ঠে নতমুখে বলিল, "অসৌজন্য মার্জ্জনা করুন মা, আমায় এখনি শিবিরে যেতে হবে, বিশেষ প্রয়োজন। বিদায়ের অনুমতি দেন।"

একটু দুঃখিতা হইয়া মহিমা-দেবী বলিলেন, "এখনি?" পরক্ষণেই একটু হাসিয়া বলিলেন, "না বৎস, আপত্তি কর্‌বার অধিকার নাই,—প্রয়োজনের দাবী সকলের উপর! আশা করি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।"

বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া ফিরিতে উদ্যত হইয়া সহসা ভগ্ন-কণ্ঠে ইস্‌মাইল বলিল, "আমার অপরাধ অনন্ত! রসনার ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনার অধিকারেও আমি বঞ্চিত,—যদি পারেন মা—"

বাধা দিয়া ব্যথিত চিত্তে মহিমা-দেবী বলিলেন, "না বৎস, মার্জ্জনা কর। মাতৃ-হৃদয়ে অপরাধ গ্রহণের স্থান নাই।—কি তুচ্ছ লৌকিক-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা তুল্‌ছ,—ক্ষমা কর বৎস,—বরং অপরাধ সহ্য করা সহজ, কিন্তু ক্ষমাপ্রার্থনা সহ্য করা অতিশয় কঠিন,—আমার সাধ্যাতীত!"

ইস্‌মাইলের দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! নত হইয়া পুনরভি-বাদন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, ব্যর্থ জীবনে—শেষ কর্ত্তব্য যেটা বাকী আছে, সেটা সমাপ্ত করে তোল্‌বার শক্তি যেন খোদা আমায় দেন।—"

শান্তস্বরে মহিমা-দেবী বলিলেন, "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আপনার জীবন জয়শ্রী-উজ্জ্বল করুন।"

"মাতৃ-আশীর্ব্বাদ আমার ভাগ্যে সার্থক হউক!" বলিয়া ইস্‌মাইল প্রস্থান করিল। রতনসিংহ ও শুদ্ধেন্দুসিংহ সঙ্গে গিয়া অশ্বারোহণে দুর্গের বাহিরে তাহাকে বিদায় করিয়া আসিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ বেশী দূর যাইতে পারে নাই,—অশ্ব ছুটাইয়া গেলে অর্দ্ধপ্রহরের পথেই তাহাদের শিবিরে পৌছান যাইবে। কথা স্থির হইল, দুর্গবাসী সকলের নিকট বিদায় লইয়া শুদ্ধেন্দু সন্ধ্যার সময় রতনসিংহকে লইয়া মুসলমান শিবিরে যাইবেন। বন্ধু মহবুব খাঁর নিকট রতনসিংহ ধীরে সুস্থে বিদায় লইয়া রাত্রিপ্রভাতে ফিরিবেন। শুদ্ধেন্দু সৈন্যদলের সহিত আবার দিল্লী ফিরিবেন।

দ্বিপ্রহর কাটিল, বৈকাল কাটিল, সন্ধ্যা হয়-হয়। রতন সিংহ ও শুদ্ধেন্দুসিংহ অশ্ব প্রস্তুত করিয়া উঠিতে যাইতেছেন, অকস্মাৎ দুর্গ বাহিরে মুসলমান পক্ষের—যুদ্ধ ঘোষণা-সূচক,—তুমুল তূর্য্যনাদ উঠিল। দুর্গরক্ষকগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! মুসলমান সৈন্যগণ আবার এসে দুর্গ অবরোধ করলে! এবার সেনাপতির পরিচ্ছদে স্বয়ং ইস্‌মাইল সৈন্যদল পরিচালনা কর্‌ছে, আর রক্ষা নাই!—"

দুর্গবাসী সকলেই রোষোন্মত্ত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "বিশ্বাস-ঘাতক মুসলমান! আমাদের খাদ্য নাই জেনে,—এম্নিভাবে আমাদের ধ্বংস কর্‌বার সুযোগ বুঝে, আবার ফিরে এল?—"

কিছুক্ষণ পরেই মহবুব খাঁর পত্র লইয়া দূত আসিয়া দুর্গে পৌছিল। মহবুব খাঁ রতনসিংহকে জানাইয়াছেন, "সুলতান

আলাউদ্দীনের মাথায় খুন চড়িয়াছে। রিন্থম্বর ধ্বংস করিয়া, দুর্গবাসীদের অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া, দিল্লীতে আসিয়া ওমরাহ বিদ্রোহ দমন করিয়া, সমস্ত অধীনস্থ লোকের উপর তিনি নিষ্ঠুর নির্য্যাতন স্বরু করিয়াছেন। এইবার আমাদের উপর তাঁহার আক্রোশ পড়িয়াছে—সদলে আসিয়া আমাদের শিরশ্ছেদ করিয়া যশল্মীর দুর্গ অধিকারের জন্য তিনি সঙ্কল্প স্থির করিতেছেন। বন্ধুবর,—অকারণ বিশ্বাসঘাতকতা কলঙ্ক বহন করিয়া কেন মরি? আমরা যশল্মীরের সবই ধ্বংস করিয়াছি, আর এ তুচ্ছ পাথর কয়খানা স্থলতানের জন্য বাকী রাখিয়া, কেন নিজেরা ধর্ম্মের কাছে চির-পতিত থাকিয়া শুদ্ধেন্দু সিংহের মুক্তিপণ না শোধ করি? আপনারা চরম আয়োজনে প্রস্তুত হউন, প্রভাতেই সাত হাজার সৈন্য লইয়া আমি দুর্গ আক্রমণ করিব।”

সাত শত রাজপুত বীর পরস্পরের মুখ চাহিল,—আর রক্ষা নাই!—রাজার আদেশ প্রচার হইল,—“জহরব্রত পালন!”

পতিহীনা, পুত্রহীনা, পিতৃহীনা, বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা দলে দলে আসিল। একস্থানে চব্বিশ হাজার রাজপুত কন্যা জড় হইল। হৃদয়-বিদারক জহর-ব্রতের লোমহর্ষণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

জীবনে আজ প্রথম—বন্দীত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শুদ্ধেন্দু দুর্গে রাত্রিযাপন করিলেন। যথাসময়ে পুষ্পমাল্যে স্থশোভিতা মহিমা-দেবী প্রসন্ন-সহাস মুখে আসিয়া স্বামীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন,—কোমল-কৌতুক-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “অতীত জীবনে কত বিদায় অতিক্রম করে আসা গেছে, ভবিষ্য

জন্মে হয়ত আরও কত বিদায় বাকী আছে,—আপাততঃ এবারের মত আজ—নূতন বিদায় প্রভু!"

প্রশান্ত ধীরস্বরে উত্তর হইল, "বিদায় দেবি—"

রাজপুত রমণীগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে,—শুদ্ধেন্দু শিবিরে ফিরিয়া, নিজের বহুদিনের অব্যবহার্য্য তরবারিখানা বাহির করিয়া,—উষার আলোকে, কাগার তীরে শাণ দিতে দিতে, মর্ম্মস্পর্শ সুগভীর কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন,—"নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যং তরঙ্গং নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ। দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদি দূরে, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোহহম্।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রতনসিংহ পূর্ব্বাহ্ণেই বন্ধু মহবুব খাঁকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,—মহবুব খাঁও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যদি যশল্মীর ধ্বংস হয়, তবে বন্ধুর বালক পুত্র দুটিকে তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিবার ভার লইবেন। প্রভাতেই কয়েকজন অনুচরসহ রজ্জব গিয়া দুর্গ হইতে বালক দুটিকে লইয়া আসিল। মহবুব খাঁ তাহাদের জন্য হিন্দু সেবক ও ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

যশল্মীর অবরোধকারী মুসলমান সৈন্যগণ, সৈন্যাধ্যক্ষের কঠোর আদেশে এই সুদীর্ঘকাল এমনিই শৃঙ্খলা-সংযত হইয়া চলিয়াছে, যে দুর্গের চারিদিকে সহস্র সহস্র দীন-দুঃখী নিঃশঙ্ক নির্ভয় চিত্তে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছে। প্রভাতে,দুর্গবাসী রাজপুতগণের আহ্বানে তাহারা দুর্গে সমবেত হইয়া প্রচুর ধনরত্ন উপহার পাইয়া রাজপুত-দের অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া বিদায় লইল। রাজপুতগণ সসজ্জ হইয়া গলদেশে শালগ্রাম বাঁধিয়া, হাসিমুখে পরস্পরের কাছে বিদায় লইয়া, মুক্ত তরবারি হাতে রণক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়িলেন।

হাজার হাজার মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন দেহে সাত শত রাজপুত রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। প্রচণ্ড উল্লাস কোলাহল সহকারে বিজয়ী সৈন্যগণ দুর্গ অধিকার করিল। মহবুব খাঁ, রাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃতদেহ তুলিয়া আনিয়া, রাজকীয় প্রথায়

সসম্মানে সৎকারের অনুমতি দিয়া শ্রান্তদেহে শিবিরে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্তগামী।

সহসা পিছন হইতে কে ডাকিল, "আর একটু অপেক্ষা করুন, নবাব সাহেব, রণস্থলে এখনো আপনার কিছু কিছু কায বাকী আছে।"

নবাব ফিরিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, রণ-সাজে সজ্জিত শুদ্ধেন্দু সিংহ!—চমৎকৃত মহবুব খাঁকে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া শুদ্ধেন্দু শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার মুক্তিপণ পরিশোধ হয়েছে। মহামান্য সম্রাটকে আমার যথোচিত সম্মান জানাবেন,—আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে. আমি স্বাধীন মুলতান রাজকুমার এখন! নবাব-সাহেব, দেবগিরির প্রান্তরে দুজন মুলতান রাজ বংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তানকে নিহত করে, আপনি আমায় প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমন্ত্রণ করেছিলেন, স্মরণ আছে? আজ আমি স্বাধীন হয়ে আপনার সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করছি, অস্ত্র খুলুন!"

দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা সংগ্রাম-তৎপর বীরের পক্ষে অনিবার্য্য! নিজের অজ্ঞাতেই নবাব অসিকোষে হস্তার্পণ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র বাহির করিলেন না,—স্তব্ধ-বিমূঢ় দৃষ্টিতে শুদ্ধেন্দুসিংহের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—এ কি হইল! শুদ্ধেন্দু সিংহের মনে এই ছিল।—

শুদ্ধেন্দু বজ্র-রূঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "বীর আপনি, আপনার বীর ধর্ম্মের দোহাই! ক্ষত্রিয় সন্তানকে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হতে দেন!—ঈশ্বরের শপথ, আঘাত-প্রতিরোধ করুন।"

নবাব অসি-নিষ্কাশিত করিয়া আক্রমণ রোধ করিলেন,—মুহূর্ত্তে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল! দুজনেই অসামান্য রণ-কৌশলী! ভয় চকিত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া হাঁ—হাঁ করিয়া পড়িল! নবাব দৃপ্ত-গর্জ্জনে বলিলেন, "সাবধান, কেউ অস্ত্র স্পর্শ কোর না! সবাই সরে দাঁড়াও।"

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, শুদ্ধেন্দুর প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে নবাবের দক্ষিণ বাহু আহত হইল,—মুষ্টিচ্যুত কৃপাণ সশব্দে মাটীতে পড়িল। তৎক্ষণাৎ বিকট সিংহনাদ ছাড়িয়া নবাব বাম হস্তে ভল্লত্যাগ করিলেন,—আমূল হৃদপিণ্ড ভল্লবিদ্ধ হইয়া মুহূর্ত্তে শুদ্ধেন্দু মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন!—হৃদ্পিণ্ডের ক্ষতমুখ নিঃসৃত শোণিত স্রোতে, বক্ষস্থ সুচিক্কণ কৃষ্ণ-কান্তি শালগ্রাম শিলা পরিস্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।—

নবাব জানু পাতিয়া পাশে বসিয়া বেদনাহত কণ্ঠে বলিলেন, "সিংহজি!—একি করালেন আমায়?"

শুদ্ধেন্দুসিংহের অধরপ্রান্তে স্মিত-মধুর হাস্য রেখা বিকশিত হইয়া উঠিল,—নবাবের হাত ধরিয়া ক্ষীণ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "বিশাল কর্ম্মভূমি মর্ত্তধাম। কর্ম্ম বশেই এখানে সকলকে আস্‌তে হয়েছে, কর্ম্মবশে শাপগ্রস্ত দেবতাকেও শাপক্ষয়ের জন্য,—জ্ঞান লাভের জন্য, মানব জন্মগ্রহণ করে,—এই কর্ম্মক্ষেত্রে আস্‌তে হয়। বহু বিচিত্র কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, জ্ঞান সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভে সিদ্ধ হ'তে হয়। উঠুন, যান,—বৃথা ক্ষোভ, ব্যর্থ বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে থাকবেন না, নিজের অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য পালন করুন নবাব সাহেব, পরমেশ্বরের পরম সুন্দর জগতে, কল্যাণের চরণে আত্মোৎ-

সর্গ ক'রে, প্রাণের গ্লানি মোচন ক'রে ধন্য হউন।—প্রিয়তম বন্ধু, স্নেহাস্পদ শিষ্যগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক,—বিদায়, নমস্কার!—"

চারিদিকে সহস্র শির মন্ত্রমুগ্ধের মত নত হইল—নিঃশব্দে। শুদ্ধেন্দুসিংহ শান্ত ভাবে—ধীরে, অনন্ত নিদ্রায় চক্ষু মুদিলেন।

সমাপ্ত।

Printed by Haridas Choungder at the UNITED PRESS,
33, Neemoo Gosain's Lane, Calcutta.